কমরেড
মুবিনুল হায়দার চৌধুরী
স্মরণে

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী স্মরণে

প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর, ২০২১

প্রকাশক ঃ অমিতাভ চ্যাটার্জী
সদস্য, পলিটব্যুরো, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)
৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা- ৭০০০১৩

লেজার কম্পোজিং ও মুদ্রণ ঃ
গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা- ৭০০০১৩

মূল্য ঃ ১৫ টাকা

প্রকাশকের কথা

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-র প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, ওদেশের মার্কসবাদী ও বামপন্থী আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে ৬ জুলাই ২০২১ ঢাকা শহরে একটি হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।

মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক, সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা পাথেয় করে কমরেড হায়দার চৌধুরীর বিপ্লবী জীবনসংগ্রামের সূচনা ভারতবর্ষেই হয়েছিল। এ দেশে নানা কর্মকাণ্ডেরও তিনি স্বাক্ষর রেখেছেন।

এস ইউ সি আই (সি) কেন্দ্রীয় কমিটি তাঁর মৃত্যুতে শোকবার্তা প্রেরণ করার সাথে সাথে একটি স্মরণসভার মাধ্যমে বৈপ্লবিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। সেই অনুযায়ী ১৯ জুলাই কলকাতার কেন্দ্রীয় অফিসের হলে একটি স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। মূল বক্তা ছিলেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। সভাপতিত্ব করেন পলিটবুরোর প্রবীণ সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য। সম্পূর্ণ সভাটি অনলাইনে সম্প্রচারিত হয়।

ওই সভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ ও কমরেড অসিত ভট্টাচার্যের দুটি ভাষণ একত্রিত করে পুস্তক আকারে প্রকাশ করা হল। পরিশিষ্ট অংশে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর একটি ভাষণও দেওয়া হল।

বিপ্লবী অভিনন্দন সহ

অমিতাভ চ্যাটার্জী

সদস্য, পলিটব্যুরো

সেপ্টেম্বর ২০২১

এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক
কমরেড প্রভাস ঘোষের শোকবার্তা

প্রিয় কমরেডস,

বাসদ (মার্কসবাদী) দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশের বিশিষ্ট বিপ্লবী নেতা কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত বাসদ (মার্কসবাদী) দলের নেতা, কর্মী ও সমর্থকদের প্রতি সমব্যথী হিসাবে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের পক্ষ থেকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

এটা আপনাদের প্রায় সকলেরই জানা আছে, কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর বৈপ্লবিক রাজনৈতিক জীবনের সূচনা ভারতবর্ষের মাটিতে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ শাসিত অবিভক্ত ভারতে তিনি তাঁর এক বড় ভাইয়ের বাসায় থাকাকালীন সদ্য কৈশোর-অতিক্রান্ত যৌবনে ১৯৫১ সালে মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের সংস্পর্শে এসে বৈপ্লবিক চিন্তায় শিক্ষিত ও অনুপ্রাণিত হন এবং প্রচলিত জীবনের আকর্ষণ ত্যাগ করে বিপ্লবী সংগ্রামে সর্বাত্মকভাবে আত্মনিয়োগ করেন।

তিনি এদেশে থাকাকালীন কংগ্রেস সরকারবিরোধী বহু গণআন্দোলনে সংগ্রামী ভূমিকা পালন করে কয়েকবার কারাবরণ করেন ও পুলিশি নির্যাতন সহ্য করেন।

এদেশে শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রামে, গরিব কৃষক ও খেতমজুর আন্দোলনে, যুব-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে, সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সংগ্রামে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং একজন সুদক্ষ সংগঠক হিসাবে গড়ে ওঠেন। তিনি দিল্লি ও হরিয়ানা রাজ্যে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) সংগঠন গড়ে তোলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ না পেলেও তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক শিক্ষায় ও তাঁর সাহচর্যে মার্কসবাদী দর্শন ব্যাখ্যায়, আন্তর্জাতিক-জাতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে, সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রশ্নে মনোজ্ঞ আলোচনায়, বিপ্লবী দল এবং শ্রেণি ও গণসংগঠন গঠনে, বিপ্লবী আদর্শ ও দলের প্রতি তরুণদের প্রবল আকর্ষণ সৃষ্টি ও মানবিক মূল্যবোধ-বিবেক-মনুষ্যত্ব জাগানোতে মর্মস্পর্শী আবেদনে বিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠেন।

তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা প্রচার ও বিপ্লবী দল গড়ে তোলা এবং বিপ্লবী সংগ্রাম সংগঠিত করাই জীবনের একমাত্র ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি ১৯৭২ সালে তাঁর জন্মভূমি বাংলাদেশে যান এবং সম্পূর্ণ একাকী সংগ্রাম শুরু করে সকল বাধাবিঘ্ন, প্রতিকূলতাকে জয় করে বহু ছাত্র, যুবক, বুদ্ধিজীবী ও গরিব সাধারণ মানুষকে অনুপ্রাণিত করে

বাংলাদেশে যথার্থ সাম্যবাদী দল বাসদ (মার্কসবাদী) প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত ও বার্ধক্যজনিত দৈহিক ও মানসিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তিনি এই বিপ্লবী সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন।

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক শিক্ষায় উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি ও উন্নততর জ্ঞানের অধিকারী হয়ে বাংলাদেশ ও ভারতে বহু মানুষের হৃদয়ে তিনি মহান বিপ্লবী যোদ্ধা ও অতি উজ্জ্বল চরিত্র হিসাবে সুগভীর শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদী হিসাবে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, আরবভূমিতে মার্কসবাদ- লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা প্রচারে এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন সংগঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় উন্নত সংস্কৃতি ও চরিত্রের অধিকারী এই বিপ্লবী যোদ্ধা শোষিত জনগণের প্রতি দরদবোধে উন্নততর, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারা ও সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্যসম্পন্ন, প্রতিকূল সংগ্রামে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সাহসী, বিপ্লবী আদর্শ, কর্মনিষ্ঠায় অবিচল, জুনিয়র কর্মীদের প্রতি স্নেহপ্রবণ, আত্মপ্রচারবিমুখ ও নিরহঙ্কারী ছিলেন।

ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনে তাঁর বিশেষ ভূমিকা আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

আমাদের দল দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, বাংলাদেশের যথার্থ সাম্যবাদী বাসদ (মার্কসবাদী) দল সদ্যপ্রয়াত কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর স্বপ্ন ও সাধনাকে সফল করার উদ্দেশ্যে মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা ও সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের পতাকাকে ঊর্ধ্বে বহন করে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রামে এগিয়ে যাবে।

আমাদের দল দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, মহান আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী বাংলাদেশের বাসদ (মার্কসবাদী) ও ভারতবর্ষের এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) উভয় দলের বৈপ্লবিক সৌভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক বজায় থাকবে ও শক্তিশালী হবে।

আমৃত্যু বিপ্লবী কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী লাল সেলাম
বাসদ (মার্কসবাদী) জিন্দাবাদ
মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা জিন্দাবাদ
সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদ জিন্দাবাদ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ
আপনাদের সকলকে আমাদের দলের পক্ষ থেকে লাল সেলাম জানাচ্ছি।
বিপ্লবী অভিনন্দন সহ

প্রভাস ঘোষ
সাধারণ সম্পাদক
সোস্যালিস্টইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)

বাসদ (মার্কসবাদী)-র প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী স্মরণে প্রভাস ঘোষ

আমরা প্রত্যেকেই গভীর শোকাহত, ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে বাংলাদেশের 'বাসদ (মার্কসবাদী)' দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর স্মরণসভায় উপস্থিত হয়েছি। এখানে বক্তব্য রাখা আমার পক্ষে খুবই কঠিন। আমাদের উভয়েরই প্রেরণার উৎস আমাদের মহান শিক্ষক মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ। কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার এক উজ্জ্বল সৃষ্টি। কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রায় ৭০ বছরের। দুজনেই তখন সদ্য কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ করছি। রাজনৈতিক কারণে দুজনেই বাড়ি থেকে বিতাড়িত। ফলে বেশ কিছুদিন পার্কে, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বা কখনও গড়ের মাঠে আমাদের রাত কাটাতে হয়েছে। আমাদের মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের তখন সবেমাত্র অস্থায়ী একটি বাসস্থান জুটেছে, কিন্তু তাঁরও তখন খাওয়ার কোনও স্থায়ী সংস্থান ছিল না। সেইসময় পার্টির এমন কোনও রিসোর্সও ছিল না যে কারও কাছ থেকে আমরা অর্থ সংগ্রহ করতে পারি বা কিছু খাবারের সংস্থান করতে পারি। আমি তখন খুবই লাজুক ছিলাম। সহজে কারো কাছে সাহায্য চাইতে পারতাম না। কমরেড হায়দার যদি কিছু খাবার কখনও সংগ্রহ করতে পারত, আমাকে খুঁজে বেড়াত। আমরা দু'জনে তাই ভাগ করে খেতাম। আমাদের অফিসের পিছনে মুসলিম রেস্টুরেন্ট ছিল। কখনও সেখানে এক প্লেট বিফ আর একটা-দু'টো রুটি দুজনে ভাগ করে খেতাম। দু'জনেই তখন বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতাম সারারাত পার্কে জেগে। কমরেড শিবদাস ঘোষ ক্লাসে যেসব মূল্যবান আলোচনা করতেন, একে অপরকে বোঝাতে সাহায্য করতাম। এইভাবেই প্রায়ই রাত ভোর হয়ে যেত। এর মধ্য দিয়েই তাঁর সাথে আমার একটা নিবিড় গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেই সম্পর্ক বিপ্লবী সংগ্রামের নানা সঙ্কট, সমস্যা, দুর্যোগ বহু কিছুর মধ্য দিয়ে অটুট থেকেছে, জ্ঞান-অভিজ্ঞতার দ্বারা আরও মজবুত হয়েছে। তাঁর গভীর ভালবাসা, নিবিড় সাহচর্য, সুচিন্তিত পরামর্শ আমাকে খুবই সাহায্য করেছে। আমি খুবই উপকৃত হয়েছি। যতদিন বেঁচে থাকব, এই স্মৃতি মনকে ভারাক্রান্ত করবে, আবার শক্তিও যোগাবে।

আপনারা এর আগেই শুনেছেন বাংলাদেশে 'বাসদ (মার্কসবাদী)' দল বহির্ভূত কিছু বুদ্ধিজীবী, অন্য কোনও পেশায় নিযুক্ত মানুষ যারা একসময় কোনও না কোনওভাবে কমরেড হায়দারের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁরা তাঁদের অন্তরের অন্তস্থল থেকে কমরেড হায়দারের প্রতি কী গভীর শ্রদ্ধা ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের বক্তব্যের কিছু অংশ আমি পড়ে শোনাতে বলেছি এইজন্য যে বাংলাদেশের কমরেডরা, সাধারণ পাবলিক এইগুলি জানেন। কিন্তু ভারতবর্ষের, পশ্চিমবাংলার অনেক কমরেড ও পাবলিকের কাছেই তা অজানা। এর বাইরেও আরও অসংখ্য মানুষ তাঁদের শ্রদ্ধা ব্যক্ত করেছেন বিভিন্নভাবে। যাঁরা লিখিতভাবে বলেননি, এটা অনুমান করা যায় তাঁদের মনের মধ্যেও গভীর বেদনার সাথে এই শ্রদ্ধা আছে। আপনারা ভেবে দেখুন, বাংলাদেশের মানুষকে কতটা নিজস্ব জ্ঞান-চরিত্র ও সংগ্রামের গুণে জয় করতে পারলে এই শ্রদ্ধা অর্জন কমরেড হায়দারের পক্ষে সম্ভব হয়েছে! এই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন যাঁরা করেছেন, তাঁরা নিছক ফর্মালিটি রক্ষার জন্য, সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশের জন্য বলেননি, বলেছেন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে, নিজের বিবেকের আহ্বানে অন্তর থেকে। একজন প্রয়াত বিপ্লবী যোদ্ধার এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কী হতে পারে! যদিও আমি জানি, এইসব শ্রদ্ধাপূর্ণ উক্তি যদি কমরেড হায়দারের শোনার সুযোগ হত, অবাক বিস্ময়ে শুনতেন আর বলতেন, 'সত্যিই কি আমার এইসব গুণ আছে'? জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর একটি অতৃপ্তি ছিল, বলতেন, 'আমি কমরেড শিবদাস ঘোষকে কত কষ্ট দিয়েছি, কত প্রশ্ন করেছি বারবার জানবার জন্য, বোঝবার জন্য। কত রাত জেগে উনি আমাদের সাথে আলোচনা করেছেন, খাওয়ার সময় আলোচনা করেছেন, কত প্রশ্ন, কত তর্কের মীমাংসা করেছেন। আমার জন্য, আমাদের জন্য এবং আরো অনেকের জন্য যে পরিশ্রম তিনি করেছেন, আমরা কতটুকু তার মূল্য দিতে পেরেছি?' কলকাতার মহাজাতি সদনে একটা মিটিংয়েও কমরেড হায়দার বলেছিলেন, 'আমি তো রাস্তার ছেলে ছিলাম। পড়াশোনার সুযোগ পাইনি, রাস্তায় ফুটবল খেলতাম, আড্ডা মারতাম, যদিও বাজে কিছু কখনও করিনি। আজ আমার মধ্যে যা কিছু আপনারা দেখছেন, তা কমরেড শিবদাস ঘোষের পরিশ্রমের ফল। কমরেড শিবদাস ঘোষের দুর্বার আকর্ষণে, তাঁর আলোচনা শুনতে, তাঁর সাহচর্য পেতে বহুদিন দশ কিলোমিটার পথ হেঁটে খিদিরপুর থেকে শ্যামবাজারের টালায় যেতাম, সেখানে তাঁদের খাওয়া-দাওয়ার সঙ্কট ছিল, তাই তাঁদের অসুবিধায় না ফেলার জন্য দুপুরে খাওয়ার সময়ের পরেই যেতাম। কমরেড শিবদাস ঘোষই আমাকে মানুষ করেছেন।' ফলে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীকে যথার্থই বুঝতে হলে আমাদের সকলের শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষের মহৎ সংগ্রামকেও বুঝতে হবে।

মার্কসবাদী বিজ্ঞানের ভিত্তিতে আমরা জানি, কোনও যোগ্যতা, কোনও ক্ষমতা,

কোনও প্রতিভা জন্মগত নয়, কোনও বাহ্যিক শক্তি প্রদত্ত নয়। আবার শুধু সততা, নিষ্ঠা, সংগ্রাম থাকলেও এগুলি অর্জন করা যায় না। সততা-নিষ্ঠা-সংগ্রামের সাথে যুক্ত হওয়া দরকার একটা সঠিক নীতি, সঠিক আদর্শ, সঠিক পথ, সঠিক জীবনবোধ, ন্যায়নীতিবোধ, রুচি-সংস্কৃতির উচ্চমান। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে সমাজের প্রয়োজনে যখন সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক আন্দোলন এসেছিল প্রগতি এবং মানবকল্যাণের ঝাণ্ডা নিয়ে, সেই সময়ে যারা শোষিত মানুষের পথপ্রদর্শক চিন্তানায়ক ছিলেন, তাঁদের মধ্যে সততা, নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ, সংগ্রাম ছিল। আপনারা জানেন, সমাজ বিকাশের ধারায় দাসপ্রথার যুগে শৃঙ্খলিত মানুষদের মুক্তির আহ্বান জানিয়ে একদিন বিভিন্ন ধর্মীয় চিন্তার উদ্ভব হয়েছিল। এই ধর্মীয় চিন্তা আবার তৎকালীন সমাজে ন্যায়-অন্যায় বোধ, পাপ-পুণ্য বোধ, সামাজিক কল্যাণবোধকেও জাগিয়েছিল। সেইসময় আমরা এই ধরনের চরিত্র দেখেছি। আবার ইতিহাসের গতিপথে পরবর্তীকালে ইতিহাসের নিয়মে রাজতন্ত্র-সামন্ততন্ত্রের যুগে এই ধর্মই যখন কৈশোর-যৌবন অতিক্রম করে বার্ধক্যে উপনীত হয়ে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে দাঁড়াল, সামন্ততান্ত্রিক শোষণের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়াল, তখন আমরা দেখেছি নবজাগরণ, গণতান্ত্রিক বিপ্লব, প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিপ্লব। সেই যুগের যাঁরা মনীষী, তাঁরা নিয়ে এসেছিলেন ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত মানবতাবাদ যাকে আমরা বলি সেক্যুলার হিউম্যানিজম। বৈজ্ঞানিক চিন্তা, যুক্তিবাদী চিন্তা, যুক্তিবাদী মনন, গণতান্ত্রিক সম্পর্ক — এইসব আবেদন নিয়ে নবজাগরণ এসেছিল। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আহ্বান নিয়ে এসেছিল। সেই যুগেও যাঁরা পথনির্দেশক ছিলেন, তাঁদের শিক্ষাকে পাথেয় করে এই ধরনের বহু বড় চরিত্র গড়ে উঠেছিল। আবার এই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যারা হোতা, সেই বুর্জোয়াশ্রেণি ইতিহাসের গতিপথে প্রতিক্রিয়াশীল হয়েছে, বুর্জোয়া মানবতাবাদকে মানবতা বিরোধী হিসাবে পর্যবসিত করেছে, প্রজাতন্ত্রকে রিক্তনিঃস্ব প্রজাদের শোষণ-নিপীড়নের হাতিয়ারে পরিণত করেছে, গণতন্ত্রকে পদদলিত করেছে, যা এখন আমরা আরও পরিষ্কারভাবে প্রত্যক্ষ করছি। পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির পার্লামেন্ট শব্দটা আছে, ডেমোক্রেসি নেই, ফ্যাসিস্ট অটোক্রেসিতে পর্যবসিত হয়েছে, রাজনীতির মধ্যে রাজত্ব নিয়ে কাড়াকাড়ি-মারামারি আছে, কোথাও কোনও নীতি-আদর্শ-নৈতিকতা বলে কিছু নেই গোটা দুনিয়ায়। এই পরিস্থিতিতে মহান মার্কস-এঙ্গেলসের শিক্ষাকে হাতিয়ার করে মহান লেনিন-স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েতের বিপ্লব, পরবর্তীকালে মহান মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে চিনের মুক্তিসংগ্রামের বিজয়, কমিউনিস্ট আন্দোলনের জয়যাত্রা, তাকে ভিত্তি করেও অনেক বড় সংগ্রামী চরিত্র

আমরা দেখেছি। আবার এই মহান নেতাদের শিক্ষক হিসাবে গণ্য করে কমরেড শিবদাস ঘোষ এদেশে মার্কসবাদকে আরও যুগোপযোগী এবং তাঁর সৃজনশীল প্রতিভার দ্বারা মার্কসবাদকে উপলব্ধির আরও উন্নত স্তরে নিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে যে সর্বহারা মুক্তি আন্দোলনের পথপ্রদর্শন করেছেন — তার ভিত্তিতে উন্নত নৈতিক বল, সংস্কৃতি, চরিত্রের সঠিক পথ নির্ণয় করার মধ্য দিয়ে তিনি এইরকমই একদল উন্নত মানের বিপ্লবী গড়ে তুলেছিলেন। তাঁদেরই অন্যতম হচ্ছেন কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী।

বাংলাদেশে একটা কথা সঠিকভাবেই এসেছে, বিশেষত কিছু বামপন্থী নেতার বক্তব্য আমি শুনেছি, কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিও বলেছেন মুবিনুল হায়দার চৌধুরী বাংলাদেশের বামপন্থী আন্দোলনে একটা নতুন ধারা এনেছেন। তাঁরা কী বুঝে বলেছেন আমি জানি না, কিন্তু তাঁরা যে সঠিক বলেছেন তা আমি মনে করি। এ বিষয়টা ব্যাখ্যা করতে হলে কিছুটা দীর্ঘ আলোচনায় আমাকে যেতে হবে। বামপন্থী আন্দোলনে নতুন ধারা কী — তা বুঝতে হলে কমরেড শিবদাস ঘোষ ভারতবর্ষে যে সঠিক সাম্যবাদী আন্দোলনের সূচনা করেছেন, সেটা বুঝতে হবে। কমরেড শিবদাস ঘোষের পূর্ববর্তী স্তরে এদেশে মার্কসবাদের আবেদন, কমিউনিজমের আবেদন এসেছিল। কমিউনিস্ট নাম নিয়ে আন্দোলনও গড়ে উঠেছিল। সেই আন্দোলনের যাঁরা সূচনা করেছিলেন, তাঁদের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন, তাঁদের ত্যাগ-সংগ্রামকে তিনি স্বীকার করেছেন, এতদসত্ত্বেও তাঁর মনে ধাক্কা দিয়েছিল ভারতবর্ষে কেন সঠিক কমিউনিস্ট মুভমেন্ট গড়ে উঠতে পারল না। প্রথমেই এই প্রসঙ্গে আমি এখানে মহান শিক্ষকদের কিছু বক্তব্য পড়ে শোনাব। কমরেড শিবদাস ঘোষের একটি শিক্ষা আছে যে, একটা কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার জন্য মহান লেনিনের শিক্ষাকে এদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূচনা যাঁরা করেছিলেন, তাঁরা যথার্থভাবে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। কেন তিনি এই কথা বলেছেন? লেনিনের সময়ে রাশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টিকে সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি বলা হত। একটি কমিউনিস্ট পার্টি গঠন প্রসঙ্গে মহান লেনিন 'হোয়াট ইজ টু বি ডান' বইতে বলছেন, ''To establish and consolidate the party means establishing and consolidating unity among all Russian Social-Democrats, and, for the reasons indicated above, such unity cannot be brought about by decree; it cannot be brought about by, let us say, a meeting of representatives passing a resolution.'' অর্থাৎ এই পার্টি গড়ে তুলতে হলে এবং সংহত করতে হলে

তা একটা ঘোষণা জারি করে হবে না। যারা পার্টি গড়বে তাদের মধ্যে ইউনিটি, ঐক্য আনা দরকার। কিছু প্রতিনিধি বসে একটা ঘোষণা করল, প্রস্তাব পাশ করল — তার দ্বারা একটা কমিউনিস্ট পার্টি হবে না। এই ঐক্য আনতে হলে কী দরকার? লেনিন বলছেন, ''Before we can unite, and in order that we may unite, we must first of all firmly and definitely draw the lines of demarcation. Otherwise, our unity will be merely a fictitious unity, which will conceal the prevailing confusion and prevent its complete elimination.'' অর্থাৎ আমাদের মধ্যে বিভিন্ন চিন্তার পার্থক্য এবং বিভ্রান্তি যেগুলো রয়েছে, সেগুলোকে দূর করতে হবে। ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আগে এবং ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আমাদের মধ্যে কোথায় কোথায় পার্থক্য আছে সেগুলি নির্দিষ্ট করতে হবে। না হলে এটা উপর উপর একটা ঐক্য হবে যা এই মতপার্থক্যগুলোকে আড়াল বা গোপন রাখবে, যার দ্বারা যথার্থ ঐক্য হবে না, নিছক ভুয়ো ঐক্য হবে। আর এক জায়গায় লেনিন বলেছেন ''we think that an independent elaboration of the Marxist theory is especially essential for Russian socialist, for this theory provides only general guiding principles which in particular are applied in England differently from France, in France differently from Germany, and in Germany differently from Russia.'' অর্থাৎ মার্কসীয় তত্ত্ব একটি সাধারণ পথনির্দেশ দেয়, যাকে রাশিয়ার বুকে বিশেষীকৃত করতে হবে কারণ রাশিয়ার সাথে ব্রিটেনের পরিস্থিতির পার্থক্য আছে, ব্রিটেনের সাথে জার্মানির পার্থক্য আছে, জার্মানির সাথে ফ্রান্সের পার্থক্য আছে। ফলে জেনারেল লাইনকে বিশেষ দেশের বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী বিশেষভাবে প্রয়োগ করতে হবে। ভারতে যাঁরা কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেছেন, তাঁরা লেনিনের এইসব শিক্ষাকে অনুসরণ করেননি। কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন কিছু ব্যক্তি ও গোষ্ঠী রাতারাতি বৈঠক করে রাজনৈতিক কর্মসূচির ভিত্তিতে প্রস্তাব গ্রহণ করে পার্টি গঠন করেছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের মাটিতে, ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক মার্কসবাদী লাইনের বিশেষ প্রয়োগ বিশেষভাবে কী হবে — এই নিয়ে তারা কোনও দিন চর্চাই করেননি। লেনিনের আর একটি শিক্ষাও আছে — ''without a revolutionary theory there can be no revolution''— বিপ্লবী তত্ত্ব না হলে বিপ্লব সম্ভব নয়। এই শিক্ষাকে আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে 'কেন ভারতবর্ষের

মাটিতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) একমাত্র সাম্যবাদী দল' পুস্তিকায় কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, ''লেনিন যে চিন্তার ঐক্য এবং বিপ্লবী তত্ত্ব বলেছেন, সেটা নিছক বিপ্লবের স্তর নির্ধারণ করা নয়। তা হচ্ছে, মার্কসবাদকে ভিত্তি করে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে সঠিক বিপ্লবী নীতি ও আচরণ কী হবে সেটা নির্ধারণ করা। ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, আর্থিক ক্ষেত্রে, দর্শনগত দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে, রাজনীতির ক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে, স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা এই সবটাই তো আমরা প্রচলিত বুর্জোয়া সমাজ থেকে পেয়েছি। এই মনন নিয়েই আমরা গড়ে উঠেছি। তাহলে আমরা যারা কমিউনিজমের জন্য লড়ব, কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জন করতে হলে মার্কসবাদ যে সমগ্র জীবনের জন্য একটা জীবনদর্শন, তার প্রয়োগ এইসমস্ত ক্ষেত্রে কী হবে তা ঠিক করতে হবে।'' এখানেই সিপিআই-এর প্রতিষ্ঠাতাদের ব্যর্থতা। লেনিনীয় শিক্ষা অনুসরণ না করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের কিছু কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি ও গ্রুপ রাতারাতি বৈঠক করে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন মার্কসবাদী দর্শন অনুযায়ী জীবনের সর্বক্ষেত্রে নিজেদের চিন্তার ঐক্য গড়ে তোলার আদর্শগত সংগ্রাম না চালিয়ে এবং এদেশের দর্শনগত, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতিগত বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী মার্কসবাদকে বিশেষীকৃত না করে। ফলে শুরুতেই এই দল কমিউনিস্ট নামে বাস্তবে একটি পেটিবুর্জোয়া পার্টি হিসাবে গড়ে উঠেছে।

দল গঠন প্রসঙ্গে লেনিনের শিক্ষাকে আরও সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে এবং যুগোপযোগী ও উন্নত করে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলছেন, ''প্রথমত, যাঁরা দল গঠন করতে অগ্রণী হয়েছেন, তাঁদের নিজেদের মধ্যে প্রথমে চিন্তাজগতের সর্বক্ষেত্রকে ব্যাপ্ত করে, এমনকী ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি প্রতিটি দিককে জড়িত করে, একটা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ভিত্তিতে গড়ে তুলে আদর্শগত কেন্দ্রীকরণের বুনিয়াদ স্থাপনা করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, মনে রাখতে হবে, যৌথ নেতৃত্বের বাস্তব ও বিশেষীকৃত ধারণা গড়ে তোলার সংগ্রাম এক অর্থে পার্টি গড়ে তোলার প্রাথমিক সংগ্রাম। তাই চিন্তাজগতের সর্বক্ষেত্রকে ব্যাপ্ত করে আদর্শগত কেন্দ্রীকরণ, অর্থাৎ, one process of thinking, uniformity of thinking, oneness in approach & singleness of purpose বা সম-চিন্তাপদ্ধতি, সম-চিন্তা, সম-বিচারধারা ও সম-উদ্দেশ্যমুখীনতা গড়ে তুলতে না পারলে যৌথ নেতৃত্বের এই বাস্তবীকৃত ও বিশেষীকৃত ধারণাটি দলের মধ্যে গড়ে তোলাই সম্ভব নয়, এবং যতদিন পর্যন্ত যাঁরা দল গঠন করতে অগ্রণী হয়েছেন সেই সমস্ত নেতা ও কর্মীদের মধ্যে যৌথ নেতৃত্বের এই বিশেষীকৃত

ধারণার জন্ম না হয়, মনে রাখতে হবে, ততদিন পর্যন্ত দলের চূড়ান্ত সাংগঠনিক রূপ দেবার সময় আসেনি। কারণ, এরূপ অবস্থায় দলের চূড়ান্ত সাংগঠনিক রূপ দিতে গেলে দলটি গণতান্ত্রিকভাবে কেন্দ্রীভূত পার্টির বদলে যান্ত্রিকভাবে কেন্দ্রীভূত পার্টিতে পর্যবসিত হয় এবং যৌথ নেতৃত্ব গড়ে তোলার বদলে দলটি আনুষ্ঠানিক এবং ব্যুরোক্র্যাটিক নেতৃত্বের জন্ম দিয়ে থাকে।

তৃতীয়ত, দলের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নেতা ও কর্মীদের এই নিরলস সংগ্রামের মধ্য দিয়েই যাঁরা দল গঠন করতে অগ্রণী হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে একদল 'প্রফেশনাল রেভলিউশনারি'র (জাত বিপ্লবীর) জন্ম দিতে হবে। মার্কসবাদের পরিভাষায় এই প্রফেশনাল রেভলিউশনারি বলতে পয়সার বিনিময়ে হোলটাইম ওয়ার্কার বোঝায় না। এ সম্পর্কেও আপনাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। প্রফেশনাল রেভলিউশনারি হল শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রামী সচেতন অংশের সেই অংশ, যাঁরা শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের সর্বদিক ব্যাপ্ত করে একটা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে, অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী আদর্শকে এমনভাবে জীবনে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে যার ফলে ব্যক্তিগত জীবনের প্রয়োজন, নানাবিধ সুবিধা-অসুবিধা প্রভৃতির ঊর্ধ্বে উঠে নিঃসংশয়ে, নির্দ্বিধায় ও আনন্দের সাথে বিপ্লবী জীবনের সংগ্রামের বিভিন্ন জটিল প্রক্রিয়ায় তাঁরা সবসময়ই লিপ্ত থাকতে সক্ষম এবং সমস্ত ব্যাপারে, এমনকি ব্যক্তিগত ব্যাপারেও, আনন্দের সাথে বিপ্লবের স্বার্থে পার্টির কাছে নির্দ্বিধায় 'সাবমিট' করতে সক্ষম। একমাত্র এই প্রফেশনাল রেভলিউশনারিদের মধ্য থেকেই যদি পার্টির নেতা ও নেতৃস্থানীয় কর্মীরা আসে, তাহলেই একটি পার্টি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টির যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

মূলত এই তিনটি প্রাথমিক শর্ত পূরণ হওয়ার পরেই কেবলমাত্র সম্মেলনের মধ্য দিয়ে একটি কমিউনিস্ট পার্টির সংবিধানসম্মত সাংগঠনিক কাঠামোর জন্ম দেওয়া যেতে পারে। এ না করে শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী দলের পুরো সাংগঠনিক কাঠামোর একটি চূড়ান্ত রূপ কখনই দেওয়া সম্ভব নয়।''

তিনি আরও বলেছেন যে, ''এ যুগে কোনও একটি দল আভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে ব্যক্তিনেতৃত্ব ও ব্যক্তিবাদের অবসান ঘটিয়ে একমাত্র তখনই এই যৌথ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম, যখন পার্টির সমস্ত নেতা ও কর্মীর চিন্তাভাবনার দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে যে যৌথজ্ঞান গড়ে ওঠে সেটার ব্যক্তিকরণ ও বিশেষীকৃত প্রকাশ ঘটেছে, অর্থাৎ একজন নেতার মধ্য দিয়ে এই যৌথ নেতৃত্বের সর্বোত্তমরূপে ব্যক্তিকরণ ঘটেছে। কারণ, দলের নেতা ও কর্মীদের চিন্তাভাবনা ও অভিজ্ঞতার

দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে যে যৌথজ্ঞান দলের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠে সেই নেতৃত্ব, অর্থাৎ 'অথরিটি'র ধারণা, কোনমতেই বিমূর্ত (abstract) হতে পারে না। আর, এইজন্যই যৌথ নেতৃত্বের অভ্যুত্থান ঘটেছে একথার বাস্তব প্রমাণ হল যে, সেক্ষেত্রে কোনও না কোনও একজন নেতার মধ্য দিয়ে এই যৌথজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠরূপে ব্যক্তিকরণ (personification) ঘটেছে।''

আরেকটা জিনিসের ওপরও কমরেড শিবদাস ঘোষ খুব জোর দিয়েছেন। রাশিয়ায় যখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয়, তখনও সেখানে পুঁজিবাদ শক্তিশালী ছিল না, সামন্ততন্ত্রের যথেষ্ট প্রভাব ছিল কৃষি ও সংস্কৃতিতে, অনেকটা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে রাশিয়া ছিল। এইজন্য লেনিন এপ্রিল থিসিসে দেখিয়েছেন, ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের দ্বারা বুর্জোয়াশ্রেণি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় চলে এসেছে, কিন্তু যেহেতু জনগণ এখনও লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত এবং ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদী অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী যুগে শিল্পের উন্নয়ন, কৃষির উন্নয়ন বুর্জোয়াশ্রেণি পূর্বের মতো করতে পারে না যা একমাত্র সমাজতন্ত্রই করতে পারে। ফলে বুর্জোয়াশ্রেণিকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করতে হবে, সেই অর্থে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হবে। আবার এই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অপূরিত কাজকে সম্পূর্ণ করবে। অন্যদিকে চিন তো সম্পূর্ণভাবে সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ততন্ত্র বিরোধী বিপ্লব অর্থাৎ গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করেছে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে। ফলে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন রাশিয়া এবং চিনের বিপ্লবে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদের একটা আপেক্ষিক প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল। আমাদের দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনেও তাই ছিল। দেশ আমার, জননী আমার, দেশের জন্য সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে — এইসব আবেদনেই কাজ হয়েছিল, অর্থাৎ দেশের স্বার্থ মুখ্য, ব্যক্তির স্বার্থ গৌণ — এই ছিল তখনকার নৈতিকতা। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'তে যখন অপূর্ব রামদাস তলোয়ারকরকে প্রশ্ন করেছিল তুমি বিয়ে করেছ, স্ত্রী-সন্তান আছে, বিপ্লবী আন্দোলনে এসেছ কেন, তার উত্তরে রামদাস তলোয়ারকর অপূর্বকে বলছে, বাবুজি বিবাহটা ধর্ম, দেশের কাজ আরও বড় ধর্ম। ছোট ধর্ম বড় ধর্মকে বাধা দেবে জানলে আমি বিবাহই করতাম না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে যে নৈতিকতা কাজ করেছিল, এই নৈতিকতাই রুশ বিপ্লবে, চিন বিপ্লবে কাজ করেছিল— সেটা হচ্ছে বিপ্লবের স্বার্থ মুখ্য, ব্যক্তির স্বার্থ গৌণ। তাদের তখনকার বইপত্রে এইসব কথা পাওয়া যাবে।

এখানে মার্কসবাদের জ্ঞানভাণ্ডারে কমরেড শিবদাস ঘোষের একটি বিশেষ অবদান আছে। তিনি দেখালেন যে আজকের প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদের যুগে

উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে তো বটেই, এমনকি আপেক্ষিক অর্থে অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশেও ব্যক্তিবাদের পূর্বেকার সেই ভূমিকা আর নেই। ব্যক্তিবাদ এখন প্রতিক্রিয়াশীল, সমাজবিমুখ, আদর্শচ্যুত, আত্মকেন্দ্রিক। ফলে ব্যক্তিকে ব্যক্তিবাদী ধ্যানধারণা থেকে মুক্ত হতে হবে। ব্যক্তিকে যথার্থ কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জন করতে হলে শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে মুক্ত হলে হবে না, ব্যক্তিগত মালিকানাকে ভিত্তি করে যে দৃষ্টিভঙ্গি, মননজগত, সাংস্কৃতিক মানসিকতা, যে পারিবারিক বোধ, সামাজিক বোধ, স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন, প্রেমপ্রীতি ভালবাসা, ন্যায়নীতিবোধ, চাওয়া-পাওয়া — এসব ক্ষেত্রেও মুক্ত হওয়ার পথ নির্ধারণ করতে হবে। অনেক সময় ব্যক্তিবাদ থেকে আসে নাম করার ঝোঁক, পদের লোভ — এগুলির থেকে মুক্ত হতে হলে ব্যক্তিকে ব্যক্তিবাদ থেকে মুক্ত হয়ে বিপ্লবের স্বার্থের সাথে, সমাজের স্বার্থের সাথে, বিপ্লবী দলের স্বার্থের সাথে সম্পূর্ণ একাত্ম হতে হবে। তাই তিনি বলেছেন, ''কোনও একজন ব্যক্তির পক্ষে সর্বহারা বিপ্লবী বা কমিউনিস্ট হওয়ার মূল সংগ্রামটি হলো সর্বপ্রথমে শোষিত মানুষের বিপ্লবী আন্দোলনগুলোর সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থেকে সর্বহারা বিপ্লবী রাজনীতি আয়ত্ত করার সাথে সাথে এই সংস্কৃতিগত ও রুচিগত মান অর্জন করার জন্য শ্রমিকশ্রেণির স্বার্থে, বিপ্লবের স্বার্থে এবং বিপ্লবী দলের স্বার্থে বিপ্লবী দলের কাছে ব্যক্তিসত্তা ও ব্যক্তিস্বার্থকে নিঃসংশয়ে দ্বিধাহীন চিত্তে আনন্দের সাথে বিসর্জন দিতে পারার সংগ্রাম। এখানে সর্বদা ব্যক্তিস্বার্থ পরিত্যাগের সঙ্গে বুর্জোয়া অর্থে 'দেশের জন্য গাড়ি, বাড়ি, ধনসম্পত্তি, জীবনের সবকিছু পরিত্যাগে'র একটা মূলগত পার্থক্য আছে। কারণ, এই ত্যাগটা যদি বুর্জোয়া চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাহলে তার দ্বারা অহম্‌বোধ, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও হামবড়া ভাব ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং শেষপর্যন্ত তা কমিউনিস্ট হওয়ার পথে চূড়ান্ত বিপত্তি সৃষ্টি করে। মনে রাখতে হবে, এ সংগ্রাম যে যথার্থভাবে শুরু করল সে কমিউনিস্ট চেতনার অধিকারী হওয়ার সংগ্রাম শুরু করল মাত্র এবং এ সংগ্রামে সফলতা অর্জন করার পথেই একমাত্র সত্যিকারের কমিউনিস্ট হওয়ার মতো যোগ্যতা অর্জন করা যায়।'' তিনি বলেছেন, এদেশের ঐ তথাকথিত কমিউনিস্ট আন্দোলনের একটা দুর্বলতা যে এইসব কমিউনিস্ট নেতারা এইসব নিয়ে একদম ভাবেনইনি। তাঁরা অনেক বই পড়েছেন। কিন্তু বিপ্লবী সংস্কৃতি কী হবে এবং জীবনের ক্ষেত্রে নীতিনৈতিকতা কী হবে এসব প্রশ্নে তাঁরা ঢোকেনইনি। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলছেন মার্কস-এর বই তো প্লেখানভ পড়েছেন, কাউটস্কি পড়েছেন, বার্নস্টাইন পড়েছেন। লেনিনের থেকে তাঁরা কম পড়েননি। কিন্তু তাঁরা লেনিন

হতে পারলেন না কেন? কারণ তাঁরা মার্কসবাদকে পাণ্ডিত্য হিসাবে নিয়েছেন। এদেশেও এম এন রায় এবং সিপিআই-এর যাঁরা প্রতিষ্ঠাতা তাঁরা এরকমই করেছেন। তাঁদের পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, অন্যান্য প্রশ্নে কমিউনিস্ট নীতিনৈতিকতা কী হবে এসব বিষয়ে তাঁরা চর্চাই করেননি। এখানেই তাদের ব্যর্থতা। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও আমি এখানে বলতে চাই। লেনিন বলছেন, "We donot regard Marxist theory as something completed and inviolable; on the contrary, we are convinced that it has only laid the cornerstone of the science which socialists must further advance in all directions if they wish to keep pace in life." অর্থাৎ লেনিন বলছেন, আমরা মনে করি না মার্কসীয় তত্ত্ব সম্পূর্ণ হয়ে গেছে ও তা অলঙঘনীয়। মার্কসবাদী বিজ্ঞান প্রয়োগ করে চলমান জীবনে, জ্ঞানবিজ্ঞানের জগতে, বিপ্লবী আন্দোলনে, নীতিনৈতিকতার প্রশ্নে বহু নতুন নতুন প্রশ্ন, সমস্যা আসছে। তার উত্তর আমাদের দিতে হবে। ফলে মার্কসবাদকে সব সময় চলমান জীবনের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে হলে নিজেকে উন্নত করতে হবে। একই কথা ১৯৫০ সালে মহান স্ট্যালিন বলেছেন। "... As a science, Marxism cannot stand still, it develops and is perfected. In its development, ... Marxism does not recognise invariable formulas and conclusions obligatory for all epochs and periods." অর্থাৎ পুরানো সিদ্ধান্ত, পুরানো ফর্মূলা বাতিল হয়ে যাবে। নতুন ফর্মূলা, নতুন নীতি ঠিক করতে হবে মার্কসবাদী বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করে। সব যুগের জন্য একই থাকবে — এরকম কোনও নীতি, ফর্মূলা হতে পারে না। বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করে চলমান জীবনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তা পরিবর্তন করতে হবে।

এই শিক্ষার তাৎপর্য সিপিআই-এর প্রতিষ্ঠাতারা ভাবেননি। লেনিন-পরবর্তীকালে জ্ঞানবিজ্ঞানের জগতে যেসব অগ্রগতি ঘটেছে, যেসব দর্শনগত প্রশ্ন ও সমস্যা এসেছে, বিপ্লবী আন্দোলনে যেসব রাজনৈতিক সংগঠনগত সমস্যা এসেছে, তারও সমাধানের কথা তাঁরা ভাবেননি। এই দায়িত্ব কমরেড শিবদাস ঘোষ পালন করেছেন। শুধু তাই নয়, ভারতবর্ষে ভাববাদ, বিবেকানন্দের চিন্তা, গান্ধিবাদ, মানবতাবাদের যে চিন্তা রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্যদের মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে, হিন্দু ও ইসলাম ধর্মীয় চিন্তা — এইগুলির পরিবর্তে জীবন সম্পর্কে যথার্থ মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে, বিচারধারা কী হবে এগুলো তারা ভাবেননি। ভারতবর্ষে নবজাগরণের বৈশিষ্ট্য কী, তার মধ্যে কোন ধারাটা জরাগ্রস্ত আপসমুখী,

কোন ধারাটা বিপ্লবাত্মক আপসহীন, ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনে কেন বুর্জোয়া শ্রেণিস্বার্থে আপসমুখীতা এসেছে, আবার পেটিবুর্জোয়া বিপ্লববাদ যে আপসহীন ধারা এনেছে — এইসব দিকগুলিকে বিচারবিশ্লেষণ করে সমাজ পরিবর্তনের সঠিক বিপ্লবী লাইন নির্ধারণ করার কাজগুলি তারা করেননি, ভাবেননি। আন্তর্জাতিক শিক্ষাকে কীভাবে দেখতে হবে সেই সম্পর্কে লেনিন আর এক জায়গায় বলছেন, ''In order to assimilate this experience it is not sufficient merely to be acquainted with it, or simply to transcribe the latest resolutions. A critical attitude is required towards this experience, and ability to subject it to independent tests.'' অন্য দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা শুধু জানা, নকল করা বা অনুকরণ করা মার্কসবাদীদের কাজ নয়। এমন ক্ষমতা অর্জন করতে হবে যাতে তারা সেই অভিজ্ঞতাকে বিচারবিশ্লেষণ করতে পারে ও নিজস্ব ক্ষমতার দ্বারা সেটাকে নিজ দেশের পরিস্থিতিতে পরীক্ষা করতে পারে। দেখুন, হুবহু অন্যের অনুকরণ করে আন্তর্জাতিকতাবাদী হওয়া যায় না এই কথা লেনিন বলেছেন। অথচ এ দেশে সিপিআই সেই কাজই করেছে। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন ''আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতি আনুগত্য কথাটা যদি তাদের অন্ধভাবে অনুকরণ করা বোঝায়, তাহলে তা কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নয়। আমি মনে করি, মার্কসবাদ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতি আনুগত্য কথাটা কোনও অবস্থাতেই তাদের প্রতি অন্ধ আনুগত্য বোঝায় না, বরং একই উদ্দেশ্যে সমাজপ্রগতি, মুক্তি ও বিপ্লবের জন্য লড়াইয়ে পরস্পরের মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক অর্থাৎ 'ঐক্য-সংগ্রাম-ঐক্য'র ভিত্তিতে সম্পর্ক বুঝিয়ে থাকে।'' স্ট্যালিনের সাথে রঁম্যা রঁল্যার একটি আলোচনা 'ভয়েজ টু মস্কো' পুস্তকে প্রকাশিত হয়। রঁম্যা রঁল্যা বলেছিলেন, ''পশ্চিমের লক্ষ লক্ষ মানুষ সোভিয়েত ইউনিয়নকে কী চোখে দেখে, তা নিশ্চয়ই আপনি জানেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যেই তাঁরা তাঁদের আশা ও আদর্শের মূর্ত রূপ দেখতে পায়। কিন্তু তাঁদের চিন্তাভাবনা কখনও কখনও পরস্পরবিরোধী বিভ্রান্তিতে পূর্ণ। অর্থনৈতিক ও নৈতিক সঙ্কটের বর্তমান এই দিনে তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে সংগ্রামের নির্দেশ ও লড়াইয়ের শ্লোগান আশা করে।'' স্ট্যালিন উত্তর দিলেন, ''আপনি বলেছেন, আমাদের উচিত পশ্চিমের বন্ধুদের পথ দেখানো। আমাকে বলতে হচ্ছে, এমন কাজের ভার নিতে আমরা সংকোচবোধ করি। তাঁদের পথ দেখানোর দায়িত্ব আমরা নিতে পারি না। কারণ, যাঁরা একেবারে সম্পূর্ণ পৃথক পরিবেশে, ভিন্ন অবস্থার

মধ্যে থাকেন, তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করা কঠিন। প্রত্যেক দেশের পরিস্থিতি ভিন্ন ভিন্ন। মস্কো থেকে অন্য দেশের মানুষকে পথ দেখানোর চেষ্টা ধৃষ্টতার নামান্তর। আমরা সাধারণ আলাপ আলোচনার মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখি।'' গোটা বিশ্বে একটা অপপ্রচার আছে যে স্ট্যালিন অন্য দেশের বিপ্লবের কর্মসূচি ও রাজনৈতিক কার্যক্রম ঠিক করে দিতেন। আমাদের দেশেও '৪২ এর আন্দোলনের মতো অত বড় একটা আন্দোলনের সময়েও সিপিআই ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করেছিল যেহেতু ফ্যাসিস্ট জার্মানি-ইটালির বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্রিটেনের সাথে সোভিয়েতের মৈত্রীচুক্তি ছিল। সবাই ভাবত যে মস্কোর নির্দেশে সিপিআই এটা করেছে। পুরানো দিনের সিপিআই নেতা ডঃ রণেন সেন লিখছেন যে যুদ্ধের পরে তাদের নেতারা যখন রাশিয়াতে স্ট্যালিনের সাথে দেখা করেন, স্ট্যালিন তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন যুদ্ধের সময় তোমরা কী করেছ? তারা উত্তর করেন যে আমরা ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করেছি। এটা শুনে স্ট্যালিন খুব বিরক্ত হয়ে বলেন তোমরা ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করেছ! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই যুদ্ধে কী করেছে?

১৯৪৮ সালে সাম্যবাদী শিবিরের আত্মসমালোচনা প্রসঙ্গে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, ''সোভিয়েতের পররাষ্ট্রনীতি আর সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির আন্তর্জাতিক বিপ্লবের লাইন এক নয়। রাষ্ট্রের স্বার্থে পররাষ্ট্রনীতি একরকম, আর আন্তর্জাতিক বিপ্লবের লাইন আলাদা।'' স্ট্যালিন রঁম্যা রল্যার সাথে যুদ্ধের আগে এই আলোচনাতে বলছেন যে ফ্রান্স সরকার যে সৈন্য বাড়াচ্ছে, অস্ত্র বাড়াচ্ছে এটাকে আমরা সমর্থন করি। কারণ ফ্যাসিস্ট জার্মানির বিরুদ্ধে লড়াইতে এটা লাগবে। কিন্তু ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি এটা সমর্থন করতে পারে না। কারণ ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টিকে যে লড়াই করতে হবে, বিপ্লব করতে হবে এই সৈন্যবাহিনী তো তার বিরুদ্ধে কাজ করবে। ১৯৪৮ সালে কমরেড শিবদাস ঘোষের বক্তব্য যে সঠিক ছিল এটা বোঝা যায়।

১৯২৫ সালে স্ট্যালিন ভারতের ক্ষেত্রে একটি পরামর্শ দিয়েছিলেন, ''ভারতের জাতীয় বুর্জোয়ারা আপসকামী ও বিপ্লবী পার্টিতে বিভক্ত হয়েছে এবং বুর্জোয়াদের আপসকামী অংশ ইতিমধ্যেই সাম্রাজ্যবাদের সাথে সমঝোতা করেছে। এরা সাম্রাজ্যবাদের থেকে বেশি ভয় করে বিপ্লবকে এবং দেশের স্বার্থের থেকেও মুনাফার স্বার্থকে অধিক গণ্য করে। বুর্জোয়াদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ও প্রভাবশালী এই অংশ বিপ্লবের চরম শত্রুশিবিরে সম্পূর্ণভাবে চলে গেছে এবং নিজ দেশের শ্রমিক ও কৃষকদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের সাথে জোট গঠন করেছে, কমিউনিস্ট

পার্টির কর্তব্য হল, আপসকামী জাতীয় বুর্জোয়াদের বিচ্ছিন্ন করে গ্রাম ও শহরের পেটি বুর্জোয়াদের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য বুর্জোয়াদের বিপ্লবী অংশের সাথে প্রকাশ্যে জোট গঠন করা।'' অর্থাৎ ১৯২৫ সালে স্ট্যালিন বলছেন ভারতবর্ষে যারা কমিউনিজমের কথা বলছেন তারা যেন বিপ্লববিরোধী আপসকামী জাতীয় বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে পেটিবুর্জোয়া বিপ্লববাদীদের সাথে জোট করে। অথচ এ দেশের তথাকথিত কমিউনিস্ট পার্টি যখন বৃহৎ জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি গান্ধীজি এবং মধ্যবিত্ত বিপ্লববাদের প্রতিনিধি সুভাষ বসুর মধ্যে আদর্শগত লড়াই চলছে, তখন গান্ধীবাদীদের সমর্থন করেছে। সুভাষ বসুকে কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে যখন পদত্যাগে বাধ্য করা হল, তখনও তারা সুভাষ বসুকে সমর্থন করেনি, গান্ধীবাদীদের পক্ষেই তাদের সমর্থন ছিল। এমনকী যখন গান্ধীবাদী কংগ্রেসের বিকল্প হিসাবে ভারতবর্ষে সুভাষচন্দ্র লেফট কনসোলিডেশনের জন্য রামগড়ে কনফারেন্স করেন, তখনও তাঁকে সিপিআই সমর্থন করেনি। অথচ সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, লেফট কনসোলিডেশন হলে কমিউনিস্ট মুভমেন্ট শক্তিশালী হবে। তা সত্ত্বেও তারা যোগ দেয়নি। অথচ শহিদ-ঈ-আজম ভগৎ সিং-কে বাদ দিলে স্বাধীনতা আন্দোলনের জাতীয় নেতাদের মধ্যে একমাত্র সুভাষচন্দ্রই মার্কসবাদ ও সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের দৃঢ় সমর্থক ছিলেন, রাজনীতিকে ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত করার আহ্বান জানিয়ে সেক্যুলার মানবতাবাদের পক্ষে মত ব্যক্ত করেছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আইএনএ বাহিনীর লড়াইকে সিপিআই জাপানের দালালি বলে অপপ্রচার করেছিল। ট্যাকটিস হিসাবে সুভাষচন্দ্রের এটা ঠিক কি বেঠিক ছিল সেটা ভিন্ন বিষয়। কিন্তু তাঁর মতো দেশপ্রেমিককে জাপানের দালাল বলে চিহ্নিত করা যায় কি? অথচ সিপিআই তাই করেছে। অনেকে অবাক হয়ে যাবেন, এই সিপিআই হিন্দু ও মুসলমান আলাদা জাতি বিচার করে দেশভাগকেও সমর্থন করেছিল। এই হচ্ছে তাদের মার্কসবাদী চেতনা! আরও বিস্ময়কর হল, তিনভাগে বিভক্ত যে কমিউনিস্ট পার্টি, তারা মনে করে ভারতবর্ষে পুঁজিবাদ প্রধান শত্রু নয়। তাদের বিপ্লব হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণি হচ্ছে মিত্র। কমরেড শিবদাস ঘোষ ১৯৪৮ সালেই দেখিয়েছেন যে ভারতের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণি একচেটিয়া পুঁজির জন্ম দিয়েছে। এখন তো ভারতের জাতীয় বুর্জোয়ারা মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন তৈরি করছে, সাম্রাজ্যবাদী স্তরে এসেছে, বিদেশে পুঁজি রপ্তানি করছে ও কলকারখানা করছে। অথচ এখনও তারা বলে তাদের বিপ্লবের স্তর হচ্ছে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব। তাদের

এই আচরণের সাথে কমিউনিস্ট আদর্শের কোনও সম্পর্ক নেই। এরা যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি কোনও দিনই ছিল না যদিও তাদের কর্মীদের ত্যাগ, সংগ্রাম অনেক কিছুই ছিল। প্রথম যুগের নেতাদেরও এইসব ছিল। তারপর এরা কখনও বিজেপি'র সাম্প্রদায়িকতা বিরোধিতার নামে কংগ্রেসের সাথে মৈত্রী করছে, আবার কখনও কংগ্রেস পাওয়ারে থাকলে কংগ্রেসের স্বৈরাচারের বিরোধিতার ধূয়া তুলে বিজেপি'র সাথে মৈত্রী করছে। আর এখন তো তারা আউট অ্যান্ড আউট ভোটসর্বস্ব পার্টিতে পরিণত হয়েছে।

৩৪ বছর তারা পশ্চিমবঙ্গ শাসন করেছে যে পশ্চিমবঙ্গ ছিল বামপন্থার ঘাঁটি। একদিকে সুভাষচন্দ্রের ঐতিহ্য, অনুশীলন-যুগান্তরের ঐতিহ্য, আর একদিকে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির প্রভাবে এই কলকাতা, এই পশ্চিমবাংলা টগবগ করত। এই নিয়েই সিপিআই-সিপিআই(এম) তাদের শক্তিবৃদ্ধি করল। তারা সরকার চালিয়েছে। সরকার চালানোর প্রক্রিয়া নিয়েও আমাদের সাথে তাদের মতপার্থক্য হয়েছিল। ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রন্টে আমরা ছিলাম। সেইসময় প্রশ্ন উঠেছিল যে সরকার কীভাবে চলবে? তা কি কংগ্রেস সরকারের মতো চলবে? আইনের দোহাই দিয়ে শ্রমিক আন্দোলন-কৃষক আন্দোলন ধ্বংস করবে? এটা চলতে পারে না। লেনিন এই সমস্যা দেখে যাননি। তাঁর সময় ভোটের মাধ্যমে কোনও বিপ্লবী দল বা সংগ্রামী বামপন্থীদের সরকার গঠনের সম্ভাবনা আসেনি। কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্কসবাদী বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করে বললেন, আমরা বিপ্লবী, সরকার আমরা এমনভাবে চালাব, পুলিশ যাতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার নামে শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রাম, গণআন্দোলন ধ্বংস করতে না পারে, তাকে আক্রমণ করতে না পারে। এই নিয়ে সিপিআই-সিপিআই(এম)এর সাথে আমাদের তীব্র পার্থক্য হয়েছিল। সিপিএম-এর এইসমস্ত কার্যকলাপ দেখে ১৯৬৮ সালেই কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, পশ্চিমবাংলায় বামপন্থার এত প্রভাব, কিন্তু তোমরা যেভাবে চলছ, তাতে বামপন্থা কলুষিত হচ্ছে। এভাবে যদি বামপন্থা জনগণের শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ হারায়, তবে হিন্দুত্ববাদী জনসংঘ ওঁত পেতে আছে। সুযোগ পেলেই তারা পশ্চিমবাংলায় মাথা তুলবে। সিপিএমের ৩৪ বছরের শাসনে কী হল? পশ্চিমবাংলার জনগণ সিপিএমকে দেখে বামপন্থার বিরোধী হয়ে গেল। তার সুযোগ নিয়ে আজ বিজেপি শক্তি বাড়াল। আপনারা শুনে অবাক হয়ে যাবেন যে, গত পার্লামেন্ট ভোটে সিপিএম যখন দেখল তারা তৃণমূলকে হারাতে পারবে না, তারা স্লোগান তুলল আগে রাম পরে বাম। মানে তৃণমূলকে হারাতে হলে এখন বিজেপিকে ভোট দাও। বিজেপি জেতার পরে

তাকে হারিয়ে সিপিএম আবার ক্ষমতায় আসবে। এ এক বিচিত্র ট্যাকটিক্স! ফলে সিপিএম-এর বিরাট শক্তি বিজেপি'র ঝাণ্ডার তলায় চলে গেল যার বেশিরভাগ এখনও তারা উদ্ধার করতে পারেনি। এবার পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার ভোটে সিপিএম শুধু বুর্জোয়া দল কংগ্রেসই নয়, এক মুসলিম পীরকে 'সেক্যুলার' আখ্যা দিয়ে তার সাথে জোট করেছিল মুসলিম ভোট পাওয়ার আশায়। সিপিএম ৩৪ বছরের শাসনে এত আনপপুলার হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ তৃণমূলের বিকল্প হিসাবে তাদের চাইছে না, সাম্প্রদায়িক বিজেপিকে ভোট দিয়েছে। ৩৪ বছরের শাসনের এই হচ্ছে এদের সাফল্য! এই যে সিপিএম-এর ভোটসর্বস্ব সুবিধাবাদী পার্লামেন্টারি রাজনীতির চর্চা, যেটা শ্রেণিসংগ্রাম ও গণআন্দোলনের স্বার্থে রাজনীতি নয়, বিপ্লবী আন্দোলনের স্বার্থে নয়, একমাত্র কার সাথে গেলে এমএলএ, এমপি পাবে, বাড়বে, সরকারি গদির ভাগীদার হবে তার নিরিখে রাজনীতি— এটা মার্কসবাদ নয়। এ হচ্ছে সম্পূর্ণ সংশোধনবাদ। এদেশের বুকে মার্কসবাদকে সঠিকভাবে তারা প্রয়োগ করতে পারেনি। তারা দলটাকে সেইভাবে গঠনই করতে পারেনি।

কমরেড শিবদাস ঘোষ বহু ভাষণে বলেছেন, যেকোনও উন্নত আদর্শের মর্মবস্তু নিহিত থাকে তার উন্নত নীতিনৈতিকতার মধ্যে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদও এ যুগের মহত্তম আদর্শ, তারও মর্মবস্তু রয়েছে উন্নত রুচি-সংস্কৃতিগত ধারাটির মধ্যে। একটা দল বড় হতে পারে কিন্তু তার আচার আচরণে নৈতিকতা যদি না থাকে তবে সেই শক্তি মৃতদেহের মতো। যেজন্য কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে আমাদের পার্টি আজও এই সংস্কৃতি ও নীতিনৈতিকতার ওপর অত্যন্ত জোর দেয়।

এই যে যথার্থ মার্কসবাদভিত্তিক বিপ্লবী আন্দোলন কমরেড শিবদাস ঘোষ এই দেশে গড়ে তুলেছেন, তারই ভিত্তিতে যে মিলিট্যান্ট বামপন্থী আন্দোলনের ধারা, সেই ধারাই বাংলাদেশে বহন করেছেন কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী। এটা যথার্থই ভিন্ন ধারা। এটা বোঝাবার জন্য এই স্মরণসভায় আমাকে কিছুটা সময় নিয়ে এই আলোচনা করতে হচ্ছে। বাংলাদেশের একটা যুগসন্ধিক্ষণে সেখানে যান কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার প্রতিনিধি হিসাবে। সদ্য স্বাধীনতা আন্দোলনে সেখানে বহু তরুণ প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। তাঁদের স্বপ্ন ছিল শোষণমুক্ত সমাজ। সমাজতন্ত্রের কথাও তাঁদের চিন্তায় এসেছে, কিন্তু সমাজতন্ত্রের চিন্তা কী, তা কীভাবে আসবে সেগুলো তাঁদের কাছে পরিষ্কার ছিল না। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই ভিন্ন ধারার রাজনীতি কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর মাধ্যমে বাংলাদেশের তারুণ্যকে জাগিয়েছে।

আমি দেখেছি এদেশে পার্টি যখন তাঁকে যা দায়িত্ব দিয়েছে, সেটা যত কঠিন, কষ্টকর ও দুঃসাধ্যই হোক, কখনও কোনও কাজে কোনও অসুবিধা আছে বা আমি পারব না — এরকম কোনও কথা কোনও দিন বলেননি। এখানে থাকাকালীনও নতুন নতুন জায়গায় সংগঠন গড়ে তুলেছেন। খিদিরপুরে করেছেন ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট, সেখানে বেশ কিছু নতুন ছাত্রযুবককে পার্টির সাথে যুক্ত করেছেন। স্বর্ণশিল্পী আন্দোলনেও তাঁর একটা ভূমিকা ছিল। এদের মধ্যেও আমাদের কোনও সংগঠন ছিল না। সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। তাতে শুধু পশ্চিমবঙ্গেরই নয়, অন্য রাজ্যেরও বহু বুদ্ধিজীবীকে সামিল করেছিলেন। এখানে যুব আন্দোলন ও যুব সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। আবার তাঁকে যখন দিল্লিতে পাঠানো হল, সেখানে আমাদের কিছুই ছিল না। দিল্লি, হরিয়ানা, পশ্চিম ইউপি-তে ঘুরে ঘুরে যোগাযোগ বের করে তাদেরকে কমরেড শিবদাস ঘোষের সাথে বৈঠক করিয়েছিলেন। এইভাবে ওখানে সংগঠনের সূচনা হয়েছিল। কমরেড হায়দার অত্যন্ত সাহসী ছিলেন। একটা ঘটনা বলি। ১৯৬২ সালে বীরভূমের নির্বাচন হচ্ছে। কমরেড প্রতিভা মুখার্জী লড়াইয়ের মাধ্যমে গরিবদের মধ্যে দিদিমণি বলে খ্যাত হয়েছিলেন। এখানে জোতদাররা আমাদের প্রচণ্ড বিরোধী ছিল। আমরা কেউ কোনও জায়গায় ঢুকলেই খুন করে দিতে পারে এরকম একটা অবস্থা ছিল। দমদমা আর পুরন্দরপুর বলে দুটি অঞ্চলের দায়িত্বে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী ছিলেন। পুরন্দরপুর হিন্দুপ্রধান, দমদমা মুসলিম প্রধান। আমাকে একদিন কমরেড শিবদাস ঘোষ ডেকে বলেন, কমরেড হায়দারকে পুরন্দরপুরে প্রচণ্ড মারধোর করেছে। বর্শা দিয়ে খুঁচিয়েছে, প্রাণে মারেনি। তুমি পুরন্দরপুরে যাও। কিন্তু কমরেড হায়দারের প্রবল আপত্তি ছিল। তিনি বলছেন প্রভাস আমার চেয়ে শারীরিকভাবে দুর্বল। প্রভাসকে মেরে ফেলবে ওরা। আপনি প্রভাসকে পাঠাবেন না। কমরেড শিবদাস ঘোষ ওকে বোঝালেন, আমি গেলাম পুরন্দরপুরে, উনি গেলেন দমদমায়। কিন্তু উনি রাতের অন্ধকারে পুরন্দরপুরে আমার কাছে হাজির হলেন। আমি বললাম তুমি কেন এসেছ? বললেন, তোমাকে যদি কিছু করে? আমি বললাম, তোমার তো এখানে আসার কথা নয়। উনি কিছুতেই আমাকে ছাড়বেন না। প্রথম দিন এসে হাজির, দ্বিতীয় দিন আবারও এসে হাজির হলেন। আমার প্রতি ভালবাসা থেকেই নিজের জীবন বিপন্ন করে তিনি এভাবে সেখানে হাজির হয়েছেন। কিছুতেই আমার কথা শুনছেন না। তখন সিউড়িতে কমরেড নীহার মুখার্জী ছিলেন দায়িত্বে। আমি বলে পাঠালাম ওঁর জীবন বিপন্ন হবে। তারপর তাঁকে নিরস্ত করা গেল। আবার

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসবিরোধী আন্দোলনে পুলিশ তাড়া করে আন্দোলনকারীদের মারছে। যাতে আমাকে পুলিশ মারতে না পারে, উনি আমার সামনে গিয়ে সবসময় মার খাচ্ছেন। এরকম বহু ঘটনা আছে, তাঁর প্রবল সাহস আর আমার প্রতি গভীর ভালবাসার দৃষ্টান্ত।

আরেকটা কথা আমি এখন আলোচনা করতে চাই। বাংলাদেশে পার্টি গঠন করা নিয়ে সেখানে কিছুজনের মধ্যে কিছু প্রশ্ন আছে। মনে রাখতে হবে, মার্কসবাদী পার্টি গঠন করা সহজ কাজ নয়। মডেল মার্কসবাদী পার্টি গঠন করেছেন কমরেড লেনিন, রক্ষা করেছেন কমরেড স্ট্যালিন। গঠন করেছেন কমরেড মাও সে তুং। আর আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এদেশে কমরেড শিবদাস ঘোষও যথার্থ মার্কসবাদী পার্টি গঠন করেছেন। একটি সঠিক বিপ্লবী পার্টি, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি গড়ে তোলার দায়িত্ব নিয়ে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী বাংলাদেশে যান। তাঁকে কমরেড শিবদাস ঘোষ দায়িত্ব দিয়েছিলেন যে ওখানকার মাটির কাউকে নেতা হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেছিলেন, তুমি নেতৃত্বে যাবে না। কারণ তুমি ভারত থেকে যাচ্ছ। যাওয়ার পরেও বেশ কিছুদিন বাংলাদেশের নাগরিক উনি হতে পারেননি। বর্ডার পেরোনো তখন অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। ধরা পড়লে কারারুদ্ধ হতে পারে, গুলিবিদ্ধ হতে পারে। অত্যন্ত স্ট্রংলি, বোল্ডলি উনি পেরিয়ে গেছেন কয়েকবার। আমরা আগে জানতাম না। উনি নিজের থেকে কখনও এসব কথা বলতেন না। দু'একটা প্রশ্নের উত্তরে কখনো কখনো জানতে পেরেছি। আমরা একবার দু'জনে কোচবিহারের হলদিবাড়ি গিয়েছিলাম। তখন বললেন, 'হলদিবাড়ি বর্ডার দিয়ে এইভাবে ঢুকেছিলাম। এদিকে ভারতীয় মিলিটারি, ওদিকে বাংলাদেশ মিলিটারি দাঁড়িয়ে আছে। আমি সোজা গটগট করে চলে গেলাম এতটুকু সন্দেহ করার সুযোগ না দিয়ে।' ঢাকায় গিয়ে একটা বিশাল বস্তিতে থাকতেন। কীভাবে জানলাম? কমরেড শিবদাস ঘোষের শরৎ মূল্যায়ন কিছু কিছু ছাত্রকে পড়তে দিয়েছেন। ঢাকা ইউনিভার্সিটির কোনও এক ছাত্রের কাছ থেকে তাদের ইংরাজির এক মহিলা অধ্যাপক পড়ে খুব মুগ্ধ হয়েছিলেন। জানতে চেয়েছেন কার কাছ থেকে পেয়েছ? জানতে পেরে কমরেড হায়দারের সাথে দেখা করার জন্য উনি এসেছেন গাড়ি করে। কমরেড হায়দার বলছেন, আমি তো তখন ঢাকার এক বিশাল বস্তিতে থাকি। সেই মহিলা শিবদাস ঘোষ সম্পর্কে জানলেন, দেখা করতে চাইলেন। কমরেড হায়দার বললেন, উনি আর বেঁচে নেই। এই সুবাদে জানতে পারি ঢাকার বস্তিতে অনেকদিন উনি কাটিয়েছেন। এছাড়া তাঁর সম্পর্কে এটা জানাই যেত না। কোনও রকম আত্মপ্রচার তাঁর স্বভাবেই

ছিল না। এদেশ থেকে গিয়ে ভিন্ন দেশে পরিচিত হওয়া, যোগাযোগ করা, মানুষকে বোঝানো, তাদেরকে বিপ্লবের পক্ষে টানা — এই কাজ তো আমরা কেউ করিনি। এই দিক থেকে দেখলে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি যখন ছিল, তাদের কোনও কোনও নেতা পূর্ব পাকিস্তানে থেকে গেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষ থেকে গিয়ে ওখানে বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা করা — এ তো এক অদ্বিতীয় ঘটনা। আর কোনও দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত আমার জানা নেই। এই পরীক্ষা আমরাও কেউ দিইনি। এখানকার কমরেডরাও এটা জানেন। এই দিক থেকে উনি আমার খুবই শ্রদ্ধার পাত্র। ধীরে ধীরে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে উনি পার্টি গড়ে তোলার উদ্যোগ নিলেন। আপনারা বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস, প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় আন্তর্জাতিকের ইতিহাস স্মরণ করুন। প্রথম আন্তর্জাতিকে মার্কস-এঙ্গেলস ছিলেন। সেই আন্তর্জাতিক কয়েক বছর বাদেই ভেঙে যায়। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক মহান এঙ্গেলস গড়ে তোলেন। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ছাত্র ছিলেন লেনিন। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে লেনিন দেখলেন সেই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক বিপথগামী হয়ে গিয়েছে। তীব্র বিরোধ হল তাঁর সাথে। তৃতীয় আন্তর্জাতিক গঠন করলেন লেনিন ১৯১৯ সালে রাশিয়ায় বিপ্লবের পর। লেনিনকে পার্টি গড়তে ১০ বছর লড়াই করতে হয়েছে। ১৯০২ সাল থেকে আরএসডিএলপি'র মধ্যে লড়াই করে তিনি ১৯১২ সালে যথার্থ বিপ্লবী পার্টি বলশেভিক দল গড়লেন। কত ভাঙাগড়া হয়েছে। যদিও লেনিন আর কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর তুলনার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আবার ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠার পরে চিনের কমিউনিস্ট পার্টি বারবার দক্ষিণপন্থী-অতি বামপন্থী বিচ্যুতির শিকার হয়েছে। মাও সে তুং বারবার লড়াই করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাঁকে কোণঠাসা করে দেওয়া হয়েছে। ১৯৩৪ সালে মাও সে তুং নেতৃত্বে এলেন এবং এরপর যথার্থ কমিউনিস্ট নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। এগুলি তো ইতিহাস। আমি বা এখনকার কমরেডরা কাজ করছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রতিষ্ঠিত পার্টিতে। কমরেড হায়দার তো লেনিন-মাও বা কমরেড শিবদাস ঘোষ নন। যাঁরা তাঁর সেই পার্টি গঠন নিয়ে প্রশ্ন তোলে, তাঁদের এগুলি ভাবতে হবে। বাসদ পার্টিতে যাদের সামনে রেখে তিনি কাজ করছিলেন, তাঁদের ওপর তাঁর বিশ্বাস-আস্থা ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে ব্যক্তিবাদের সমস্যা, জনপ্রিয়তার ঝোঁক, ব্যুরোক্রেটিক ঝোঁক আসতে শুরু করে। এমনকি তাঁরা পার্টির মধ্যে আদর্শগত কেন্দ্রীকরণ নিয়ে, কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে থাকে। একদিকে কমরেড হায়দার কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে আলোচনা

করে করে ছাত্র-যুবকদের দলে টানছেন, অপরদিকে নেতৃত্বে যাকে রেখেছে তার এবং তার একটা সার্কেলের ত্রুটিবিচ্যুতি বাড়তে বাড়তে তাদের অধঃপতন শুরু হল। একটু একটু করে এই অধঃপতন হচ্ছে, সেটা বুঝতে তাঁর সময় লেগেছে। খুব উচ্চস্তরের মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী না হলে মার্কসবাদী পরিভাষায় যাকে কোয়ান্টিটেটিভ চেঞ্জ বা সংখ্যাগত পরিবর্তন বলে তা অনেকসময় ধরা যায় না। কোয়ান্টিটেটিভ চেঞ্জ হতে হতে চূড়ান্ত স্তরে কোয়ালিটেটিভ চেঞ্জ ঘটে। তারা বুঝল, কমরেড হায়দারের উপস্থিতি, তাঁর ভূমিকা তাদের অন্তরায়। অথচ কমরেড হায়দারই এদের জড়ো করেছিলেন, নেতৃত্বে বসিয়েছিলেন। শেষে কমরেড হায়দার যে আলোচনাগুলি করে ছাত্রযুবকদের দলের প্রতি আকৃষ্ট করছিলেন, সেই বৈঠকগুলি যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করল তারা। বলল, আপনি এইসব বৈঠক না করে, বিভিন্ন জেলায় না গিয়ে চারণ সাংস্কৃতিক সংগঠন দেখুন। এরপর তারা ঘোষণা করল কমরেড শিবদাস ঘোষকে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের অথরিটি বলে তারা গণ্য করে না। যার ফলে কমরেড হায়দারকে বেরিয়ে আসতে হল এবং তাঁর সাথে আরও অনেকে এলেন। এর পরবর্তী যে পার্টি বাসদ (মার্কসবাদী) ২০১৩ সালে গড়ে তুললেন, তখন তার বয়স হয়ে গিয়েছে, শরীর ভেঙে গিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি একটি সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দল গড়ে তোলার সুকঠিন সংগ্রাম জীবনের শেষদিন পর্যন্ত পরিচালনা করে গেছেন।

এখানে আমি আর একটা কথা বলে যেতে চাই যেটা 'বাসদ (মার্কসবাদী)' দলও সঠিক ভাবে বলেছে। কমরেড হায়দার সেদেশে উপযুক্ত সহকর্মী পাননি। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন তিনি তো তৈরি করতে পারেননি। আমি বলি, তৈরি করা কী অত সহজ! লেনিনের আশেপাশে যারা ছিল— জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, বুখারিন, তাদের অবস্থা ইতিহাসে কী দাঁড়িয়েছে? স্ট্যালিন তো লেনিনকে পেয়েছেন অনেক কম। তিনি তো বেশিরভাগ সময় সাইবেরিয়াতেই নির্বাসনে কাটিয়েছেন। দু-একটা কনফারেন্সে লেনিনের সাথে দেখা হয়েছে। বিপ্লবের সময় স্ট্যালিন মস্কোতে হাজির হয়েছিলেন। ফলে একজন বড় নেতা, মহান নেতা কাউকে বিপ্লবী তৈরি করার জন্য সযত্নে চেষ্টা করলেই যে সে বিপ্লবী হয়ে যাবে ব্যাপারটা এত সোজা নয়। এক্ষেত্রে এক্সটারনাল কন্ট্রাডিকশন, ইন্টারনাল কন্ট্রাডিকশন দুটোই এখানে ফ্যাক্টর। ইন্টারনাল কন্ট্রাডিকশন ঠিক করে পরিবর্তনের রূপ-চরিত্র কী হবে। আবার এক্সটারনাল কন্ট্রাডিকশন ফেভারেবল না হলে ইন্টারনাল কন্ট্রাডিকশন কখনও ম্যাচিওর করতে পারে না। আবার এটা

কাজ করার ক্ষেত্রে মানুষের সাথে অন্যান্য প্রাণী ও বস্তুর পার্থক্য আছে। কোনও নেতা কাউকে বোঝালেই কি তার পরিবর্তন হবে? এখানে মানুষের মননের একটা বিরাট ভূমিকা আছে। বাইরে থেকে যত উত্তাপ বাড়াব, তত দ্রুত জল বাষ্প হবে, কিন্তু যত আমি একজনকে বোঝাব, তত কি সে পাল্টাবে? সে এই বক্তব্য কতটা গ্রহণ করবে বা গ্রহণ করলেও জীবনে কতটা কার্যকরী করবে, কোন প্রশ্নে কতটা করবে, কোন প্রশ্নে কতটা করবে না, এই ইন্টারনাল ফ্যাক্টরটা একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে একটা বিরাট বিষয়। একজন বড় নেতার সাথে থেকেও একজনের এইরকম হল কেন — এই যে প্রশ্নগুলো ওঠে, সেটা অনেকে বুঝতে পারে না যে এর মধ্যে মূল সত্যটা কোথায় নিহিত আছে। নেতার প্রচেষ্টা যেমন সঠিক হওয়া দরকার আবার যে গ্রহণ করবে তার মনোভাবটাও অনুকূল কিনা গ্রহণের পক্ষে, উপযুক্ত কিনা এবং যথাযথভাবে সে নিচ্ছে কিনা এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা কমরেডদের বুঝতে হবে। শিবদাস ঘোষকে কোনও নেতা তৈরি করেছে কি? তিনি বিশ্বের সমস্ত বড় মানুষদের থেকে, সমস্ত মহৎ আন্দোলন থেকে শিক্ষা নিয়েছেন। মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে তুং সকলের ছাত্র হিসাবেই তিনি সংগ্রাম করেছেন। এখানে কমরেড শিবদাস ঘোষের নিজস্ব উদ্যোগ অনেক বড় বলে আমি মনে করি। একই কথা স্ট্যালিন-মাও সে তুংয়ের ক্ষেত্রেও সত্য। তাহলে লেনিনের চারপাশে যারা ছিল তাদের এরকম হল কেন? স্ট্যালিনের মতো এরকম একজন মহান নেতা যার ছাত্র হয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষের অভ্যুত্থান এবং যে কমরেড শিবদাস ঘোষের ছাত্র হয়ে আজ আমরা বিপ্লবের ঝাণ্ডা বহন করছি, সেই স্ট্যালিনের পাশে দাঁড়ানোর মতো কোনও নেতা তৈরি হল না কেন? পরবর্তী নেতারা তো সংশোধনবাদ কায়েম করার মাধ্যমে পুঁজিবাদী প্রতিবিপ্লব ঘটাল। তারা যে এরকম ঘটাবে, স্ট্যালিনের মত অতবড় নেতাও তা বুঝতে পারেননি। স্ট্যালিনের মৃত্যুর আগে তাঁর উপস্থিতিতে যে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়েছিল ১৯তম পার্টি কংগ্রেসে, সেই কেন্দ্রীয় কমিটি ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে স্ট্যালিনের মৃত্যুর পরেই স্ট্যালিনকে আঘাত করল লেনিনবাদকে আঘাত করার জন্য। ১৯৫৬ সালে ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে যখন সোভিয়েত পার্টির ২০তম কংগ্রেস হয়, কমরেড শিবদাস ঘোষ তখনই এই কংগ্রেসের সমালোচনা করে বলেছিলেন, এই কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত দেশে দেশে সংশোধনবাদ-সংস্কারবাদের দরজা খুলে দেবে, স্ট্যালিনকে আক্রমণ করার অর্থই হচ্ছে লেনিনবাদকে আক্রমণ করা, স্ট্যালিন হচ্ছেন লেনিনবাদের অথরিটি, স্ট্যালিনকে আক্রমণ করার দ্বারা প্রতিবিপ্লবের রাস্তা তৈরি হবে। সেদিন প্রথম

দিকে কমরেড মাও সে তুং কিন্তু এই ২০তম কংগ্রেসের রিপোর্টের বিপদ বুঝতে পারেননি। তিনি এই রিপোর্ট সমর্থন করেছিলেন। শুধু বলেছিলেন স্ট্যালিনের ত্রুটির থেকে গুণ বেশি। কিন্তু ক্রুশ্চেভ স্ট্যালিনের যা সমালোচনা করেছিল তাকে মাও সে তুং সমর্থন করেছিলেন। সাত বছর বাদে চিনের কমিউনিস্ট পার্টি স্বীকার করল যে ২০তম কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভের রিপোর্ট মার্কসবাদবিরোধী। আবার দেখুন, মাও সে তু-এর আশেপাশে যারা ছিলেন যেমন লিউ শাও চি, দেং শিয়াও পিং। লিউ সাও চি-র লেখা বই হাউ টু বি এ গুড কমিউনিস্ট একসময় পড়ানো হত। দেং শিয়াও পিং জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন পার্টির। কিন্তু মাও সে তুং কালচারাল রেভলিউশন নেতা হিসাবে প্রায় একা করেছেন। তখন তিনি বৃদ্ধ, পার্কিনসন রোগে ভুগছেন, কথা বলতে পারেন না। তাঁর ঠোঁট নাড়ানো বুঝে একজন লিখতেন। মাও সে তুং লড়েছেন কাদের বিরুদ্ধে? এই লিউ সাও চি, দেং শিয়াও পিং-দের বিরুদ্ধে, যারা একসময় তাঁর ডানহাত-বামহাত ছিল। বলছেন বম্বার্ড দ্যা হেড কোয়ার্টার — এরা বুর্জোয়া রোডার্স। এই লড়াইয়ে ইয়ং জেনারেশন এসেছে অনেকটা অসংগঠিত অবস্থায়। কোনও যোগ্য নেতা তিনি তাঁর পাশে পাননি। মাও সে তুং-এর একটা শিক্ষা ছিল। ভুল করলেও যদি কেউ ভুল স্বীকার করে সঠিক পথে আসে, তখন তাকে আবার যোগ্য স্থান দিও। দেং শিয়াও পিং ভুল স্বীকার করেছে। মাও সে তুং তাকে আবার পূর্ণ মর্যাদায় নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁর জীবদ্দশায়। এখানেই মাও সে তুং-এর মহত্ত্ব। কিন্তু দেং-এর মধ্যে যে শয়তানি ছিল, সেটা মাও সে তুং ধরতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর পর এই দেং শিয়াও পিং-ই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিরুদ্ধে গিয়ে পুঁজিবাদের রাস্তা উন্মুক্ত করে দিল। এখন যা আমরা দেখতে পাচ্ছি। চিন এখন একটা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে আমেরিকাকে চ্যালেঞ্জ করছে। শুধু তার সাইনবোর্ডটা কমিউনিস্ট। ফলে স্ট্যালিন-মাও সে তুং এঁরা মহান নেতা হলেও তাঁদেরও বিচারে কিছু কিছু ভুল হয়েছে, তাঁরাও উপযুক্ত সহযোদ্ধা তৈরি করতে পারেননি। তা সত্ত্বেও তাঁরা আজও আমাদের মহান শিক্ষক। কোনও অবস্থাতেই তাঁদের অথরিটিকে এতটুকু খাটো করা চলে না। আবার তাঁদের শিক্ষাও অনেক দূরে হলেও কমরেড শিবদাস ঘোষকে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। এই কথাগুলি আমি কি আমার বিদ্যার জোরে বলছি? বলছি কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে।

কমরেড শিবদাস ঘোষ সৃজনশীল মার্কসবাদের চর্চা করেছিলেন। তিনি ১৯৪৮ সালেই বলেছিলেন বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের অনেক অগ্রগতি, অনেক সাফল্য

আছে। সেদিনের কথা আজকের পাবলিক জানে না, নবাগত কমরেডরাও অনেকেই জানে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুশয্যায়, তিনি তাকিয়ে আছেন স্ট্যালিনের দিকে, রঁম্যা রঁল্যা তাকিয়ে আছেন স্ট্যালিনের দিকে, গোটা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানুষেরা তাকিয়ে আছেন স্ট্যালিনের দিকে। তাঁদের সকলের আশা, ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করতে হলে একমাত্র স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াই করতে পারবে। করেছেও তাই। চিনের বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। সেইসময় কমরেড শিবদাস ঘোষ বলছেন এত সাফল্য সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে নেতৃত্বের সাথে অন্যদের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের পরিবর্তে যান্ত্রিক সম্পর্ক অনেকটা এসে গেছে। বলছেন সংগঠন বৃদ্ধির দিকে যত জোর দেওয়া হয়েছে, আদর্শগত চর্চার ওপর তত জোর দেওয়া হয়নি। আদর্শগত চেতনার মান নিম্নগামী হলে নেতাকে অন্ধভাবে মানার ঝোঁক বাড়বে, দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক হবে না এবং তাতে আগামী দিনে সঙ্কট সৃষ্টি হবে। আমাদের পার্টি তথাকথিত মস্কোপন্থী বা পিকিংপন্থী কখনও ছিল না। কমরেড শিবদাস ঘোষ মস্কো-পিকিং নেতৃত্বকে অন্ধের মত মানতেন না। যেগুলি ঠিক মনে করতেন, সমর্থন করতেন, কোথাও ভুল মনে হলে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখেই মতপার্থক্য ব্যক্ত করতেন। এটাই তো দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক। আজও আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় মহান স্ট্যালিন, মহান মাও সে তুং-এর ছাত্র। কমরেড শিবদাস ঘোষকে তাঁদের প্রতিনিধি মনে করি। সোভিয়েতে, চিনে প্রতিবিপ্লব হয়ে গেল, গোটা বিশ্বে কমিউনিস্ট আন্দোলন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। ফ্রান্সে, ইটালিতে, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন্সে বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট পার্টি কত শক্তিশালী পার্টি ছিল, কত লড়াই তারা করেছে! সমস্ত পার্টিগুলি আজ ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। কারণ এদের ছিল অন্ধ আনুগত্য যাকে কমরেড শিবদাস ঘোষ ফাইট করেছেন। আবার মস্কো-পিকিং যখন আলাদা হয়ে গেল এরাও ভাগ হয়ে গেল। এদের পতনের ফলে এইসব পার্টিগুলিও ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। কিন্তু সোভিয়েত ও চিনে প্রতিবিপ্লবের ফলে আমাদের পার্টি ভাঙেনি। আমরা ব্যথা পেয়েছি, দুঃখ পেয়েছি কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের পার্টি অটুট শুধু নয়, আমাদের পার্টি ক্রমাগত শক্তি সঞ্চয় করে এগোচ্ছে। আমাদের নেতাকর্মীদের মধ্যে কোনও হতাশা নেই। কারণ কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকেই আমরা এইসব সঙ্কটের কারণ ও সমাধান পাচ্ছি।

যাই হোক, যেকথা বলছিলাম। কমরেড হায়দার 'বাসদ' গঠন করেছিলেন। কিন্তু একজন নেতাকে তৈরি করে তাকে সামনে রেখে পার্টি গড়ে তোলার পর

সেই নেতা যখন বিপথগামী হয়ে গেল ও কয়েকজন মিলে একটা গ্রুপ করল, তখন তাঁর সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। তাহলে যারা এইসব কথা বলে, তাদের বুঝতে হবে লোক চেনা সহজ কাজ নয়। বাংলাদেশে যাওয়ার পর কমরেড শিবদাস ঘোষ জীবিত থাকা অবস্থায় ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত কমরেড হায়দার তিন-চারবার এখানে এসেছিলেন। পরামর্শ চেয়েছিলেন, কমরেড শিবদাস ঘোষ পরামর্শ দিয়েছিলেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের মৃত্যুর পর আমাদের পার্টির একটা অধ্যায় গেছে যখন আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি প্রয়াত কমরেড নীহার মুখার্জী কার্যত বিভিন্ন রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন। আমাদের সিনিয়ার স্তরের নেতারা যারা এখন প্রয়াত এবং আমার স্তরে যারা — মূলত আমরাই একত্রে আলাপ আলোচনা করে তাঁর গাইডেন্সে যা কিছু করার করতাম। আজ বিশেষ প্রয়োজনে আমাকে এটা বলতে হল। আমি যখন রাজ্য সম্পাদক হিসাবে পশ্চিমবাংলা নিয়ে ব্যস্ত। তখন ইতিমধ্যে সিপিএম সরকার প্রাইমারি স্তরে ইংরাজি তুলে দিয়েছে, পরীক্ষা তুলে দিয়েছে, বিদ্যুতের দাম বাড়িয়েছে, শ্রমিকদের উপর গুলি চালিয়েছে, কৃষকদের উপর গুলি চালিয়েছে, কৃষিজমি থেকে কৃষকদের উচ্ছেদ করে মাল্টিন্যাশানালদের হাতে তুলে দিচ্ছে, জিনিসপত্রের দাম বাড়াচ্ছে। তার প্রতিবাদে আমরা একটার পর একটা আন্দোলন করে গেছি। সিপিএম-এর ক্রিমিনালবাহিনী আমাদের প্রায় দুইশত কর্মীকে হত্যা করেছে। ফলে কমরেড হায়দার কমরেড শিবদাস ঘোষের কাছে যে পরামর্শ পেতেন, সেই পরামর্শ পরবর্তীকালে একটা সময় ধরে পাননি। প্রয়োজনে যতটুকু বুদ্ধি পরামর্শ আমারও দেওয়ার দরকার ছিল আমার ক্ষমতা অনুযায়ী, সেটাও কমরেড হায়দারকে দিইনি। আমি ২০১৩ সালে ওঁদের নতুন পার্টির কনভেনশনে বক্তব্য বলেছি মাত্র। ২০১৭ সালে ওদের পার্টির তৎকালীন আর একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আমাকে বাংলাদেশে যেতে অনুরোধ করেন। আমি বললাম, আপনাদের পার্টি না ডাকলে আমি শুধু আপনার ডাকে কী করে যাই? তখন তাঁর অনুরোধে কমরেড হায়দার ডাকেন। সেখানে আমাকে নিয়ে ওরা একটা মিটিং করে। সেখানে আমি যা বলি সেটা ওখানকার কর্মীরা জানেন। তাদের কাছে আমার সেই বক্তৃতা আছে। এখানকার কমরেডরা জানে না। তার কিছু অংশ আজ আমি এখানে পড়ে শোনাচ্ছি। আমি বলেছি, ''আপনাদের পার্টি এখন যে স্তরে আছে, সেটা হচ্ছে পার্টি ইন দ্যা প্রসেস অফ মেকিং। এখনও পূর্ণ পার্টি রূপ নেয়নি। পার্টি গড়ে তোলার সংগ্রাম চলছে। ... যতদূর আমার মনে হয়েছে বা এখানকার নেতাদের সাথে আমার চিন্তার আদানপ্রদানের দ্বারা একটা ধারণা হয়েছে আমি আপনাদের নেতা কমরেড

হায়দারের কাছেও ব্যক্ত করেছি, বর্ধিত সভাতেও বলেছি। একটা কথা কিছু কমরেড রাইটলি বলেছেন — বাসদ পার্টি কেন প্রকৃত মার্কসবাদী দল হিসাবে গড়ে উঠতে পারল না, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার হওয়া উচিত ছিল। ... এই নতুন পার্টির প্রথম ঐক্যের ভিত্তি হচ্ছে শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা নিয়ে চলব কি চলব না এই প্রশ্ন নিয়ে। যারা শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা নিয়ে চলতে চেয়েছেন, তারা সততা, নিষ্ঠা, সংগ্রামী মানসিকতা ও গভীর আবেগ নিয়ে চলেছেন। তাঁরা অর্থাৎ আপনারা এবং আরও যারা আছেন, তারা এই স্তরেই আছেন। দ্বিতীয়ত কমরেড হায়দারের চরিত্র, তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর সংগ্রাম, তাঁর বক্তব্য সবকিছু নিয়েই তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং আবেগ আপনাদের এই সংগ্রামে যুক্ত করেছে। যদিও আমি বলব, উন্নত মার্কসবাদী চেতনা ও সংস্কৃতি না থাকায় এই আবেগ শ্রদ্ধা ও আস্থা অনেকটাই অন্ধতাভিত্তিক। প্রথমদিকে এটা হওয়াটাই স্বাভাবিক। সচেতন শ্রদ্ধা এবং অন্ধ শ্রদ্ধার মধ্যে একটা পার্থক্য থাকে। তৃতীয়ত, বাসদ অফিসিয়াল নেতৃত্ব যেভাবে পার্টি পরিচালনা করছিল এবং তার ব্যুরোক্রেটিক দিক, তার চরিত্র, আচারআচরণ এবং নানা কার্যকলাপ এসবের ফলে তাদের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস গড়ে উঠেছিল।

কিন্তু শিবদাস ঘোষের চিন্তা উপলব্ধি করা অত সহজ নয়। যেমন ধরুন, মার্কসের বই কাউটস্কি পড়েছেন, প্লেখানভ পড়েছেন, বার্ণস্টাইন পড়েছেন, লেনিনও পড়েছেন। অথচ মার্কসের যথার্থ উপলব্ধি লেনিন যেভাবে করেছেন বাকিরা করেননি। লেনিনের বক্তব্য ট্রটস্কি, কামেনেভ, জিনোভিয়েভ, বুখারিন, স্ট্যালিন সকলেই পড়েছেন। স্ট্যালিন যেভাবে বুঝেছেন, অন্যরা সেভাবে বোঝেননি। তাহলে পার্থক্যটা কোথায়? মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার যথার্থ উপলব্ধি কী তা বোঝার সংগ্রামটা আপনাদের পার্টির মধ্যে করতে হবে। আপনাদের নতুন দলে এসবের চর্চা কতটা কী হয়েছে আমি সব জানি না, কিন্তু এইসব আলোচনা থেকে বুঝতে পারি যথাযথভাবে হয়নি। কোটেশন কোট করা, রেফার করা, লাইন বাই লাইন মুখস্ত করে বলা — কমরেড শিবদাস ঘোষও বলেছেন — যে কোনও মেধাবী ছাত্র সেগুলি অতি সহজেই করতে পারে। কিন্তু উপলব্ধি হচ্ছে জীবনে প্রয়োগ। আমার জীবনের আমূল পরিবর্তন যাকে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন বলে অর্থাৎ মার্কসবাদী বিজ্ঞানটা আমি আয়ত্ত করেছি। দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক মানেই দ্বন্দ্ব নয়। দ্বন্দ্ব তো রাস্তাঘাটেও ঘটে, পরিবারেও ঘটে। তর্কবিতর্ক মানেই দ্বন্দ্ব নয়। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের উপলব্ধির ভিত্তিতে দ্বন্দ্ব রাতারাতি হয় না — চাইলেই এক মুহূর্তে শুরু হয়ে গেল পয়েন্টটা

এরকম নয়। তাহলে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বুঝতে পেরেছি, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা বুঝতে পেরেছি, সেইভাবে আমার জীবনকে আমি পাল্টাতে পেরেছি মানেই এ একক সংগ্রাম নয়। একক সংগ্রাম দ্বারা এ কখনও সম্ভব নয়। সম্মিলিত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একত্রে বোঝা ও আয়ত্ত করা। এইভাবে একটা দৃষ্টিভঙ্গি ও সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। তিনি বলেছেন যে কর্মীদের চেতনার মান উন্নত না হলে, সংস্কৃতির মান উন্নত না হলে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। আর অন্ধভাবে মানলে নেতার ক্ষতি, নিজের ক্ষতি অর্থাৎ দলের ক্ষতি। আরেকটা কথা খুব গুরুত্ব সহকারে আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে। আপনারা অধিকাংশই পুরানো বাসদ পার্টিতে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। হায়দার ভাইয়ের বক্তব্য, চরিত্র, সাহচর্যে আকৃষ্ট হয়ে আপনারা দলে এলেও দল চালিয়েছে অন্য এক নেতা, হায়দার ভাই নয়। ফলে দীর্ঘদিন ঐ দলে থেকে মার্কসবাদের নামে যে অমার্কসবাদী চিন্তাপ্রক্রিয়া, কর্মপদ্ধতি, পারস্পরিক সম্পর্ক আপনাদের মধ্যে অভ্যাসের শক্তি হিসাবে গড়ে উঠেছে তার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কঠিন কষ্টসাধ্য নিরন্তর সংগ্রাম ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে হওয়া দরকার। না হলে সততা, নিষ্ঠা, ত্যাগ সংগ্রাম থাকলেও যথার্থ মার্কসবাদী দল গঠনে সাফল্য অর্জন করতে পারবেন না। আরেকটা ভ্রান্ত ধারণা আপনাদের দলে যেভাবেই হোক চালু আছে, সেটা হচ্ছে দলের সাথে একাত্ম হতে গেলে অমুক নেতাকে ধারণ করতে হবে। এই চিন্তা ভুল। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় পাবেন, ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, সম্পত্তিগত মানসিকতা জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত করে সংগ্রাম চালিয়ে সবকিছু পরিত্যাগ করে নির্দ্বিধায় নিঃশর্তে আনন্দের সাথে সর্বহারাশ্রেণি, সর্বহারা শ্রেণির দল ও বিপ্লবী রাজনীতির সাথে একাত্ম হতে হবে, উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জনের জন্য। অবশ্যই এই প্রক্রিয়ায় দলের নেতৃত্বের সাথেও একাত্মতা গড়ে উঠবে। ... ... আমি কমরেড হায়দারকে এই মিটিং শুরু করার আগে বলেছি, আমরা তো বন্ধুস্থানীয়। তোমার সম্পর্কে তো আমার সমালোচনা আছে। বলেছেন, তোমার যা বক্তব্য সমস্ত বলবে। এটা তাঁর মহত্ত্ব। এটাই যথার্থ কমিউনিস্ট অ্যাপ্রোচ। কত বড় মানুষ হলে এই কথা বলতে পারে! আজকের এই মিটিংয়ের আগে কমরেড হায়দার আমাকে বলেছেন, তুমি মন খুলে আমার যা ত্রুটি মনে করেছ, এখানে বলো। আই রেসপেক্ট দিস অ্যাটিচিউড। সে কথাটা আমি বলব এখানে। তিনি আমার খুবই শ্রদ্ধার পাত্র। যে বয়সে যে অভিজ্ঞতা, যে ক্ষমতা নিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ তাঁকে এখানে পাঠিয়েছিলেন সেটা আমি জানি। তখন তিনি ভারতের নামকরা নেতা বা সংগঠক ছিলেন না এবং এখানে অত্যন্ত কঠিন সংগ্রাম

তাঁকে করতে হয়েছে। আমাকে কমরেড শিবদাস ঘোষ এই দায়িত্ব দিয়ে পাঠালে এই কাজটা আমি করতে পারতাম — নিশ্চিতভাবে আমি বলতে পারব না। আমাকে এই পরীক্ষা দিতে হয়নি। ভারতবর্ষের সব জায়গাতেই কমরেডদের কাছে আমি এই কথাটা বলি। আর ওঁর মহত্ত্ব উনি আমার কাছ থেকে কিছু শিখতে চান, জানতে চান, বুঝতে চান। আমি একইভাবে ওঁর কাছ থেকে শিখি। আমার যখন যা মনে হয় বলি। যদিও আপনাদের এখানে এত ডেভেলপমেন্টের সাথে আমি একদম পরিচিত ছিলাম না। এইসব বিষয়গুলো আমাকে খুব সাহায্য করছে। এই নতুন দল গড়ার কাজটা তাঁকে করতে হচ্ছে এমন একটা সময়ে যখন তিনি প্রায় মৃত্যুর দরজায় উপস্থিত। যৌথ নেতৃত্ব গড়ে তোলার সংগ্রাম খুবই কঠিন। আমি ভারতবর্ষে এটা শুরু করিনি। ভারতবর্ষে যৌথ নেতৃত্ব কমরেড শিবদাস ঘোষ গড়ে তুলেছেন। আর আমি তার একটা পার্ট মাত্র। আর এখানে কমরেড হায়দারকে যৌথ নেতৃত্ব গড়ে তোলার সংগ্রাম গড়ে তুলতে হচ্ছে এমন একটা সময়ে, যখন বার্ধক্য এবং রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর দরজায় তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। এই কাজটাও খুব কঠিন। যেমন আপনাদের দেশে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাও বিশেষীকৃত হওয়া দরকার। শুধু ভারতবর্ষের আমাদের বই ছাপিয়ে আপনাদের চলবে না। বাংলাদেশের কিছু স্বতন্ত্র জাতীয় বৈশিষ্ট্য আছে। যদিও ভারতের সাথে মিল আছে অনেক। ইংল্যান্ডে, ফ্রান্সে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে পার্টি গড়ে তোলা আরও অনেক কঠিন। যেহেতু একই দেশের মধ্যে এক সময় ছিলাম, তার ভাষা এবং সংস্কৃতির কিছু ঐক্য আছে। সেই অর্থে ভারতবর্ষের পার্টির বহু ব্যাখ্যা, বক্তব্য আপনাদের সাহায্য করবে। আবার আপনাদের বিশেষ কতগুলি সমস্যা আছে, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। তার ভিত্তিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে বিশেষভাবে প্রয়োগ করে বিশেষীকৃত রূপ যাকে বলে যৌথ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সেই কাজটা করতে হবে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে ভাবগত ক্ষেত্রে এখানে বুর্জোয়া চিন্তার বিশেষ রূপে আছে। ভারতবর্ষে বুর্জোয়া চিন্তা আর বাংলাদেশের বুর্জোয়া চিন্তা হুবহু এক নয়। ভারতবর্ষে প্রধান যে ধর্মীয় মানসিকতা আর এখানকার প্রধান যে ধর্মীয় মানসিকতা দুটো এক নয়। ভারতবর্ষে সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির অবশিষ্টাংশ যেরূপে যতটুকু যেখানে আছে, এখানে পূর্বতন সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির অবশিষ্টাংশ যেরূপে যেখানে আছে, দুই হুবহু এক নয়। এগুলি আপনাদের চিহ্নিত করতে হবে। এখানে ব্যক্তিবাদ কীরূপে অবস্থান করছে তার মধ্যে ঢুকতে হবে।

এখানকার স্বাধীনতা আন্দোলনের আদর্শ কী ছিল, তার সেন্স অফ প্রাইড কী, তার মধ্যে আপসহীন-আপসমুখী ধারার পার্থক্য কোথায় কী ছিল এসব নিয়ে আপনারা কোথাও কিছুই করেননি আমার বক্তব্য এরকম নয়। এই সবটা নিয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে প্রয়োগ করে এদেশের জীবনের সর্বদিক পরিব্যাপ্ত করে একটা পথনির্দেশ গড়ে তোলা হচ্ছে যৌথ নেতৃত্ব গড়ে তোলার সংগ্রাম। নেতা-কর্মী সকলকে সম্মিলিতভাবে যুক্ত করে চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাত, কোনটা যথার্থ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের শিক্ষা অনুযায়ী সঠিক বিশ্লেষণ, কোনটা সঠিক নয় এই দ্বন্দ্ব চলবে পার্টির অভ্যন্তরে। তার মধ্য দিয়ে গোটা দল ইউনিফর্মিটি অফ থিঙ্কিং গড়ে তুলবে। মানে আপনারা প্রায় সকলেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা অনুযায়ী চিন্তা করতে অভ্যস্ত। আমি অভ্যস্ত কথাটার ওপর জোর দিচ্ছি এখানে। এই লড়াইয়ের প্রক্রিয়ায় দলের নেতা ও কর্মীদের মধ্যে ব্যক্তিবাদকেও ফাইট করতে পারবেন। আর ইউনিফর্মিটি অফ থিঙ্কিং কথাটার অর্থ কী? নজরুল সম্পর্কে ব্যাখ্যা এক, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে ধারণা এক।

কমরেড হায়দারের গুণাবলির প্রতি আমি খুবই শ্রদ্ধাশীল। একটু আগেই যে কথা বললেন, তাতে আমার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেছে। কিন্তু আমি মনে করি, অ্যাজ দ্যা লিডার অফ দ্যা পার্টি, তাঁকে নিয়ে এই প্রশ্ন থাকা উচিত নয় — কাকে বেশি ভালবাসেন, কাকে কম ভালবাসেন। পার্টি লিডার সকলকেই ভালবাসবে। যদিও প্রকাশভঙ্গিমা এক থাকে না। হুবহু এক হয় না। বরং যে সবচেয়ে পিছনে, তার প্রতি লক্ষ্যটা নজরটা বেশি দিতে হয়। একটা প্রশ্ন কমরেড হায়দারকে নিয়ে উঠেছিল; ভালবাসার ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও কারোর ক্ষেত্রে একটু প্রাধান্য তার ছিল। তাঁর বহু গুণাবলির মধ্যে আমি এটাকে ত্রুটি হিসাবে চিহ্নিত করেছিলাম। গুণাবলী দেখেই কমরেডদের ভালবাসতে হয়। কিন্তু ভালবাসার প্রকাশভঙ্গিমার ক্ষেত্রে কোথায় থামতে হবে — এখানে যে যুক্তি কাজ করা উচিত সেখানে তার খানিকটা ঘাটতি ছিল।'' যেমন আমার ক্ষেত্রেও আমি বললাম বীরভূম জেলার পুরন্দরপুরে রাত্রিবেলা গিয়ে হাজির হয়ে গেছে লাইফ রিস্ক করে। দরকার ছিল না। আবেগের এই প্রকাশের ক্ষেত্রে যাকে র‍্যাশ্যনালিটি বলে তা কাজ করেনি। এটা আমি তাকে বারবার বলেছি। আবার পড়ছি, ''ভারতবর্ষে শিবদাস ঘোষকে নিয়ে এই প্রশ্ন ছিল না, কাকে বেশি ভালবাসেন, কাকে কম ভালবাসেন। আশা করি আমাকে নিয়ে এই প্রশ্ন নেই। তাহলে কমরেড হায়দারকে নিয়ে এই প্রশ্ন উঠল কেন, সেটাও তাঁকে ভাবতে হবে। গুণাগুণের বিচার থাকবে এবং সেই

বিচারটাও আমি মনে করি, সর্বোচ্চ নেতারও বিচার একক হওয়া উচিত নয়। যে কোনও বিচার যৌথ বিচার হওয়া দরকার। শিবদাস ঘোষ একক সংগ্রামের সৃষ্টি নয়। শিবদাস ঘোষ একটা যৌথ সংগ্রামের সৃষ্টি। যৌথ চিন্তাকে তিনি ব্যক্ত করেছেন বেস্ট ওয়েতে, বেস্ট এক্সপ্রেশন দিয়ে। যে বিশেষীকৃত রূপ গড়ে ওঠে — কমরেডদের সাথে চিন্তার দ্বন্দ্ব, যে কমিটির নেতৃত্বে তিনি আছেন তার সাথে চিন্তার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে। এই মূহুর্তে চাইলেই সবটা দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে হবে তা আমি আশা করি না। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে হওয়াটা নির্ভর করছে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ কতটা কমরেডরা বুঝতে পেরেছেন তার ওপর। অন্তত আলাপ আলোচনা, তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়ে একমত হওয়া অবশ্যই দরকার। আমার একটা আলোচনায় আমি যেভাবে বুঝেছি, তাতে আমি বলেছি একজন মানুষকে বোঝা সবচেয়ে কঠিন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার গভীর উপলব্ধি, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা, সর্বহারা সংস্কৃতি আয়ত্ত করে ইমপারসোনাল হওয়া এবং যৌথ সিদ্ধান্তকে খুশি মনে মেনে নেওয়ার মানসিকতা — এগুলি অর্জন করতে না পারলে একজন কারও পক্ষে অপর কোনও ব্যক্তিকে বিচার করা কঠিন। এবং সেই বিচারটাও ঠিক কিনা তাও যাচাই করে নিতে হবে যৌথ আলোচনায়। আপনাদের দলে যতটুকু আমি দেখেছি প্রত্যেকেরই একে অপরের সম্পর্কে নিজস্ব কিছু ধারণা আছে। আমাদের পার্টি সমস্ত দিকে এর থেকে মুক্ত একথা আমি দাবি করতে পারি না। পার্টির ওপরের বিভিন্ন স্তরের একটা অংশ এর থেকে মুক্ত। মনে রাখবেন, একজন মানুষকে চেনা-বোঝা খুব কঠিন। এর জন্য কোনও যন্ত্র নেই। মার্কসবাদী বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রগাঢ় জ্ঞান, বিপ্লবী আন্দোলনের প্রভূত অভিজ্ঞতা, সম্পূর্ণ ইমপারসোনাল চরিত্র, উন্নত সর্বহারা সংস্কৃতির অধিকারী হওয়া এবং যৌথ আলাপ আলোচনার ভিত্তিতেই ব্যক্তির বিচার করতে হয়। ওকে আমি চিনি, ওকে আমি বুঝে ফেলেছি — এইভাবে আমাদের কমরেডদের মধ্যেও সমাজ থেকে পাওয়া ইন্ডিভিজুয়াল রিডিং নেওয়ার মানসিকতা থাকে। ব্যক্তিগতভাবে কারো সম্পর্কে ধারণা নেওয়া, মতামত তৈরি করে ফেলা কমরেড ঘোষের শিক্ষা নয়। তিনি নিজেও কখনো তা করতেন না। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলতেন আমি ইন্ডিভিজুয়ালি রিড করি না। আমার প্রশ্ন থাকলে আমি জিজ্ঞাসা করি, জানি, বোঝার চেষ্টা করি। আমার লক্ষ্য থাকে প্রথমেই আমার ভুল হয়েছে কিনা সেটা বুঝে নেওয়া। আমি গত মিটিংয়েও বলেছি কমরেড হায়দারের জীবদ্দশায় — হায়দারের গুণাবলি নিয়ে, তাঁর ত্রুটির থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর থেকেও বড় নেতা জন্ম নিতে পারে। এটাই মার্কসবাদ।''

ওখানে আর একটা প্রশ্ন উঠেছিল — হায়দারের পরে কে নেতা হবে? আমি বলেছি ‘‘শিবদাস ঘোষের পরে কে নেতা হবে আমরা জানতাম না। একইভাবে কমরেড নীহার মুখার্জীর পরে কে হবে তা নিয়েও আমরা ভাবতাম না। আবার প্রভাস ঘোষের পরে কে হবে, ভারতবর্ষে তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। কিন্তু আপনাদের মধ্যে এগুলির চর্চা আছে। এগুলি মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নয়। একজন নেতা যদি অনুপস্থিত হন, তাঁর যদি মৃত্যু হয়, তাহলে যারা থাকবে তারা ঠিক করবে। তাদের মধ্যে যে যোগ্যতম সে নেতৃত্ব দেবে। এই যোগ্যতম নেতা সম্পর্কে কমরেড শিবদাস ঘোষ একটা আলোচনায় বলেছেন, যে কোনও স্তরের নেতা নির্বাচিত কি নির্বাচিত নয় এটা বড় কথা নয়। একজন নেতার গুণ হচ্ছে কমরেডরা তাকে হৃদয় থেকে গ্রহণ করেছে। তাকে শ্রদ্ধা করে। পোস্ট থাকুক আর না থাকুক। তিনি আরও বলেছেন, একদিন যাদের অধীনে আমি কাজ করতাম যাদের নির্দেশ অনুযায়ী চলতাম হঠাৎ আবিষ্কার করলাম আমি তাদের নেতা হয়ে গিয়েছি। কখন যে তাদের নেতা হয়ে গিয়েছি আমিও বুঝিনি, তারাও বোঝেননি। কোনও সিদ্ধান্ত করে প্রস্তাব এনে এসব হয়নি। তাদের যোগ্যতা নিয়ে আমি কোনও দিন প্রশ্ন তুলিনি, ভাবিওনি। কাজকর্ম নিয়ে তর্কবিতর্ক হয়েছে। বিশ্বাস করুন, আমি নেতা হতে চাইনি বলেই হয়তো নেতা হয়েছি।’’ কমরেড ঘোষের বক্তব্য আমাদের জন্য একটা বিরাট শিক্ষা।

কমরেড হায়দারের সাথে দ্বন্দ্ব সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমস্যা হয় আপনাদের। আপনাদের সকলকেই তিনি ঘর থেকে বের করেছেন। এটাই হচ্ছে অবস্থা। আপনাদের প্রত্যেকের জীবনের পারিবারিক সমস্যা, ব্যক্তিগত সমস্যা, প্রেম-ভালবাসা, স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব, ভুল-ভ্রান্তি সব তিনি দেখেছেন, গাইড করেছেন। এটা ভিত্তি করেই একটা গভীর শ্রদ্ধা এবং আবেগ, অবলিগেশন গড়ে উঠেছে এবং তাকে ভিত্তি করে একদলের মধ্যে আছে, হায়দার ভাই কখনো ভুল করতে পারেন না। ঐ যে বললাম, নেতৃত্বের প্রজ্ঞা যৌথ সংগ্রামের ফল। ব্যক্তি নেতৃত্ব কী? যৌথ নেতৃত্বের প্রকাশ হচ্ছে ব্যক্তি। একদলের মধ্যে এরকম চিন্তা আছে, হায়দার ভাই কখনো ভুল করতে পারেন না, যা বলছেন, করছেন, সবই ঠিক। এটা অন্ধতা। সময়মত দূর করতে না পারলে এর বিপরীতে গড়ে উঠবে অন্ধ বিরুদ্ধতা। আর একদলের মধ্যে হায়দার ভাইয়ের সম্পর্কে কিছু বক্তব্য আছে, সেটা বলব কি বলব না, এই নিয়ে তারা দ্বিধাগ্রস্ত। হায়দার ভাইয়ের আমার জীবনে এত অবদান, এত জানে, এত সংগ্রাম করেছে, তাকে কী করে বলি আপনার এটা ভুল। কিন্তু আবার মনের মধ্যে প্রশ্ন জমতে থাকে। ছোট ক্ষোভ

ধীরে ধীরে বড় ক্ষোভে পরিণত হয় এবং সেটা আবার অনেকটা অন্ধ বিরোধ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। কমরেড হায়দার যাঁর কথায় প্রাণ হাতে নিয়ে এদেশে এসেছিলেন, তাঁর সাথে কীভাবে তর্কবিতর্ক করেছেন, আমি দেখেছি। আমি কীরকম তর্কবিতর্ক করেছি, উনি দেখেছেন। ভারতবর্ষে এখন কেন্দ্রীয় কমিটিতে এবং বহু রাজ্য কমিটিতে অনেকে আছেন যাদের আমি রাজনীতির ক্ষেত্রে সাহায্য করেছি। ঘর থেকে আনা বা বাকি যা বোঝায়, কিন্তু তারা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে আমার সাথে মতপার্থক্য ব্যক্ত করতে, তর্কবিতর্ক করতে দ্বিধাবোধ করে না। এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্কই তো বিপ্লবী সংগঠনের প্রাণ।''

কমরেড হায়দারের আরেকটা সমস্যা নিয়ে আমি আজকের এই স্মরণসভায় বলতে চাই যে, কমরেড হায়দার এমনিতে খুব বুদ্ধিমান, খুব শার্প, তা নিয়ে প্রশ্ন নেই। কিন্তু অ্যাপারেন্টলি তাঁকে মানছে, পার্টিকে মানছে, কাজ করছে কিন্তু ভিতরে ভিতরে যে সেই ব্যক্তির ক্ষয় হচ্ছে, একটু চালাকি করছে, ধূর্তামি করছে — এগুলি উনি ধরতে পারতেন না। ধরাও কঠিন কাজ। আমি আগেই বলেছি, কোয়ালিটেটিভ চেঞ্জ বা আমূল পরিবর্তন বোঝা খুবই সহজ। কিন্তু অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে, চালাকি মিশ্রিত হয়ে কোয়ান্টিটেটিভ চেঞ্জ বা সংখ্যাগত পরিবর্তন বোঝা খুবই কঠিন। যার জন্য ঐ দেশে তার সাহায্য নিয়ে, তার সংগ্রামকে ভিত্তি করে কেউ কেউ ব্যক্তিবাদী হয়ে নিজেদের কেরিয়ারও করে নিয়েছে। তার এই দুটি ত্রুটি আমি ওখানকার মিটিংয়ে বলেছি। একটা হচ্ছে ভালবাসার ক্ষেত্রে যেটা আমি আগে বলেছি। এখানকার কমরেডরাও দেখেছে, কারও কারও ক্ষেত্রে আবেগটা তার এত যে কিছু কিছু সময় তাতে র‍্যাশনাটিলিটি কাজ করত না। আবেগ তো বিরাট শক্তি। সকলকেই উনি ভালবাসতেন, কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে কারও গুণাবলি মনে হয়েছে হয়তো অনেক, তখন তার প্রতি ভালবাসা এবং আবেগের প্রাবল্য এত থাকত যে তা কোনও কোনও সময় মাত্রাতিরিক্ত হয়ে যেত। বড় মানুষদেরও তো অনেক গুণের মধ্যে কিছু কিছু ত্রুটি থাকে। এমনিতেই উনি খুবই সরল মনের মানুষ ছিলেন, অন্যদেরও সরলভাবে বিশ্বাস করতেন, ধূর্তদের চালাকি, জটিলতা, কুটিলতা অনেক সময় বুঝতে পারতেন না। আর আমি যদি বলি স্ট্যালিন তো ক্রুশ্চেভকে বুঝতে পারেননি, তার জন্য তো কোনওভাবেই আমাদের স্ট্যালিনকে ছোট করা চলে না। স্ট্যালিন না থাকলে আমরাও নেই। স্ট্যালিন থেকে কমরেড শিবদাস ঘোষ — তারপর তো আমরা। কিন্তু ক্রুশ্চেভ, দেং কী করে এমন ক্ষতি করতে পারল? আমি কমরেড হায়দারের সীমাবদ্ধতাকে জাস্টিফাই করার জন্য কথাগুলি বলছি না, সঠিকভাবে বিচারের

জন্য বলছি।

শেষ একটা কথা আমি সেই মিটিংয়ে বলেছিলাম। ''আপনাদের পার্টির সাথে আমাদের পার্টির সম্পর্ক দ্বান্দ্বিক। যে কথা 'কেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) ভারতবর্ষের মাটিতে একমাত্র সাম্যবাদী দল' পুস্তকে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলে গেছেন। আমাদের পার্টি সঠিক বক্তব্য বললে আপনারা সমর্থন করবেন। আমরা ভুল বললে আপনারা সেগুলো পয়েন্ট আউট করে আমাদের সাহায্য করবেন। আপনাদের ভুল হলে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি হিসাবে আমরা আপনাদের সাহায্য করব। এমনও হতে পারে, ভারতবর্ষে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পথভ্রষ্ট হল। বাসদ (মার্কসবাদী) দলই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষর চিন্তাধারা বহন করছে। আপনাদের থেকেও আমরা শিখব, আমাদের থেকেও আপনারা শিখবেন। আমাদের সফলতার থেকেও শিখবেন, আমাদের ভুল থেকেও শিখবেন। আবার আপনাদের সফলতা থেকেও আমরা শিখব, ভুল থেকেও আমরা শিখব। এই তো সম্পর্ক। এটাই দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক।'' এই দৃষ্টিভঙ্গি আজও বহাল। ২০১৭ সালের এই বক্তব্যটা ওখানকার কমরেডরা খুবই অ্যাকসেপ্ট করে।

এখানে আমার আর একটা আলোচনা ছিল যে তাদের এখন পার্টি সেন্টার করা উচিত কিনা। ইমপারসোনাল লিডার না থাকলে এবং বাকিদেরও একটা মান না থাকলে সেন্টার করলে অসুবিধা হয়, আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে এটা বলেছি। বাংলাদেশে এখনও সেন্টার করার মতো অবস্থা আসেনি বলেই আমি মনে করি — বলেছিলাম। একজন নেতা এটা নিয়ে দলের মধ্যে এমন প্রশ্ন তুলতে শুরু করল, তর্কবিতর্ক শুরু করল, বাকি সব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চাপা পড়ে গেল। মিটিংয়ের পারপাসটাই নষ্ট হয়ে গেল। তিনি আমার কাছেও এসেছিলেন। আমি বললাম আমাদের পার্টিতেও গোড়ায় এটা ছিল না। আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতারা আলাদা আলাদা থাকতেন। একমাত্র কমরেড নীহার মুখার্জী আর কমরেড শিবদাস ঘোষ একত্রে ছিলেন। কমরেডস সুবোধ ব্যানার্জী, প্রীতীশ চন্দ, রথীন সেন, মনোরঞ্জন ব্যানার্জী — আমি এক এক করে নাম করে বললাম এঁরা আলাদা থাকতেন। কালেক্টিভ লাইফ তো টোটালটা নিয়ে। সেন্টারও একটা কালেক্টিভ লাইফের অংশ — এই পর্যন্ত। আরেকটা পয়েন্ট উনি তুললেন যে পরবর্তী নেতা কে হবে? উনি বললেন যে মার্কসবাদী আন্দোলনে এটা হয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কে করেছে? কেউ করেনি। আমি বললাম এ কি রাজতন্ত্র? বুর্জোয়া রাজনীতিতেও এটা হয় না। এখন অবশ্য কোথাও কোথাও

বংশধরদের বসানো হচ্ছে। সেন্টার-মেস নিয়ে তিনি এমন আলোচনা শুরু করলেন যে গোটা পার্টির মধ্যে এটাই একটা চর্চা হিসাবে চলে এল। উনি যে নেতৃত্বের প্রশ্নটাও কেন তুললেন সেটা তখন আমার মনের মধ্যে স্ট্রাইক করেছে হয়তো পারহ্যাপস হি ওয়াজ অ্যাসপিরেন্ট।

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর এই কঠিন কঠোর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগ্রামের সাফল্য আছে আবার কিছু ব্যর্থতাও আছে। ব্যর্থতার কারণও আছে। আমাদের শিক্ষকদেরও ব্যর্থতার দৃষ্টান্ত আছে। কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী তাঁদের তুলনায় কতটুকু! এই মানদণ্ডেই কিন্তু এগুলি বিচার করতে হবে। মুবিনুল হায়দার চৌধুরীকে তৈরি করেছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। মুবিনুল হায়দার চৌধুরী চাইলেই কি আর একটা মুবিনুল হায়দার চৌধুরী তৈরি করতে পারেন? আমি যতটুকু শিখেছি, যতটুকু পারছি, আমাকে শিখিয়েছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। আমি চাইলেই কি আর একটা প্রভাস ঘোষ তৈরি করতে পারি? আবার আমাকে ছাড়িয়ে আরও বড় নেতা আসতে পারে। ফলে কেন তিনি আর একজনকে তৈরি করতে পারেননি যেটা ইন্টারনাল কন্ট্রাডিকশন-এক্সটারনাল কন্ট্রাডিকশনের উপর নির্ভর করে — প্রশ্নটাকে এইভাবে বুঝতে হবে। একা একা তাঁকে অনেক কাজ করতে হয়েছে। তাঁর সাথে যোগ্য অনেক কর্মী আছে, সংগঠক আছে, একটা বাহিনী নিয়ে কাজ করছে — এরকম তো ব্যাপারটা ছিল না। অনেক আবেগময় তরুণ তিনি পেয়েছিলেন এটা ঠিক। তারা তাঁকে আজও গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। 'আমি পারিনি, হায়দার ভাই ক্ষমা করুন' এই কথা বলেছে তো বেশ কিছুজন। এই কথা অনেকেরই মনে ব্যথার সাথে আছে। দল গঠনের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। আজও বাসদ (মার্কসবাদী) পার্টি যেহেতু এই সংগ্রামটা করতে পারেনি, একজন এই সব প্রশ্ন তুলে দলের মধ্যে একটা বিতর্ক ২০১৭ সালের পরে দু-তিন বছর ধরে করার ফলে নিজেদের শক্তিক্ষয় করেছে। ফলে পার্টিটাকে গড়ে তোলার যে সংগ্রাম কর্মীরা করছিল, কমরেড হায়দারকে কমরেডরা হেল্প করছিল, সেটা ডিস্টার্ব করেছে। আমি কোনও নাম উল্লেখ করতে চাই না।

শেষদিকে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী একাধিক রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁর বয়সও হয়েছিল। ইতিপূর্বেই তাঁর বাইপাস সার্জারি হয়েছে, ক্যান্সার হয়েছে, অত্যন্ত মরণাপন্ন অবস্থায় নিউমোনিয়া হয়েছে, রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, ব্রেনে মাইলড স্ট্রোক হয়েছে, ব্রেনে ব্লাড সার্কুলেশন ব্যাহত হয়েছে। সেইজন্য আমাদের শোকবার্তায় আমরা বলেছি 'দৈহিক এবং মানসিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও'। এখানকার কমরেডরাও জানেন, কমরেড

হায়দার কত জটিল কঠিন তত্ত্ব সহজ সরল সাবলীল ভাষায় ব্যক্ত করতে পারতেন। তাঁর কথাগুলি আসত তাঁর প্রাণের ভেতর থেকে। ফলে তা অপরের প্রাণকেও জাগিয়ে তুলত, স্পর্শ করত। দিবারাত্র আলোচনা করতেন। কলকাতা অফিসেও নতুন কোনও কর্মীকে দেখলেই নিজে থেকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন, আলোচনা করতেন। কোথাও কোনও নতুন কমরেড দেখলেই নিজেই পরিচয় করে নিতেন। তার খোঁজ নিতেন, তার সাথে আলোচনা করতেন। তাঁর একটা বিরাট গুণ হচ্ছে সবসময় তাঁর মধ্যে শেখার আগ্রহ ছিল। কমরেড শিবদাস ঘোষকে যেভাবে উনি দেখেছেন, যেভাবে উনি বুঝেছেন সেটার থেকে শিক্ষা নিয়ে কতটা তিনি করতে পারেন — প্রতি মূহুর্তে এটাই ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। নাটক-সঙ্গীত-খেলাধূলার জগতে আমি বিশেষ কিছু জানি না, আপনারা জানেন। কমরেড হায়দারের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল রাজনৈতিক - সাংগঠনিক। আর কমরেড হায়দারের সাংস্কৃতিক -ক্রীড়া জগতের সঙ্গী হচ্ছেন কমরেড মানিক মুখার্জী। কমরেড শিবদাস ঘোষ যেমন সমস্ত ক্ষেত্রেই বিচরণ করতেন, কমরেড হায়দারও সেইভাবে চেষ্টা করতেন। তিনি কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমার থেকেও এগিয়ে ছিলেন। কলকাতায় এলেই নতুন বই কী বেরিয়েছে তার খোঁজ নিতেন, নিয়ে যেতেন। যেকোনও কমরেড তাঁর সাথে তর্কবিতর্ক করতে পারত, তাঁর ভুল ধরিয়ে দিলে মেনে নিতেন। খুব সহজ, সরল, উদার মনের মানুষ ছিলেন। হৃদয়বৃত্তিও উচ্চস্তরের ছিল। শেষের দিকে শিবপুর সেন্টারে উনি থাকতেন। আমি দেখতাম সেখানেও তিনি সারাদিন কারো না কারো সাথে কথাবার্তা বলছেন, আলোচনা করছেন। সব দিক থেকেই একজন প্রাণবন্ত লোক ছিলেন কমরেড হায়দার। এককথায় বলতে গেলে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারার প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য প্রদানে, সর্বহারা শ্রেণি-বিপ্লবী আন্দোলন-বিপ্লবী দলের প্রতি দ্বিধাহীন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দায়িত্ব পালনে, জ্ঞানের গভীরতায় ও জ্ঞানার্জন স্পৃহায়, মানসিক উদারতায়, হৃদয়বৃত্তির প্রশস্ততায়, দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিকূলতা জয়ে অসীম সাহস ও বলিষ্ঠতায়, সদম্ভ আত্মপ্রচার বিমুখতায়, বিরুদ্ধপক্ষের প্রতি সুশালীন আচরণে ও বিদ্বেষমুক্ত সহিষ্ণুতায় কমরেড শিবদাস ঘোষের ছাত্র হিসাবে এক বিরল চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে যে কেউ একবার তাঁর সংস্পর্শে এসেছে, তাঁর আলোচনা শুনেছে, তাঁর আচার-আচরণ প্রত্যক্ষ করেছে, কোনও না কোনও ভাবে তার মনে কিছু না কিছু ছাপ ফেলেছে। এই সবই সম্ভব হয়েছে যেহেতু কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা, চরিত্র, তাঁর সম্পর্কে স্মৃতি কমরেড হায়দারের রক্ত-মাংস-মজ্জায় মিশে

ছিল। কমরেড হায়দারের মরদেহ আর নেই, কিন্তু তাঁর মহৎ কর্মকাণ্ড, চরিত্র ও সংগ্রামের স্মৃতি বাংলাদেশে, ভারতবর্ষে কমরেড শিবদাস ঘোষের ছাত্র হিসাবে জীবন্ত থাকবে, নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে।

কমরেড হায়দার আমাদের পার্টি কংগ্রেসে গেছেন। দূর থেকে দেখেছেন দিল্লির এক কমরেড কাঁদছেন। নিজেই গিয়ে তার সাথে আলোচনা করার পর আমাকে বললেন ওর সাথে তোমার কথা বলা দরকার। আমি বললাম আমার তো পরের অধিবেশনের জন্য তৈরি হতে হবে। আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, না তোমাকে এখনি যেতে হবে। পরে বুঝেছিলাম উনি ঠিকই বলেছেন। এমনই ছিল তাঁর কর্মতৎপরতা। যখনই এদেশে আসতেন, এখানকার গোটা সংগঠনের খুঁটিনাটি নিয়ে খোঁজ নিতেন। পুরানো যোগাযোগগুলিকে সক্রিয় করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এই মানুষটি শেষ দিকে আলাপ আলোচনা আর সহজে করতে পারতেন না। স্মৃতিশক্তির ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছিল। এইসময় তিনি লিখিত বক্তব্য পড়তেন, মিটিংয়ে পয়েন্ট লিখে নিয়ে যেতেন। এগুলি ওঁনার পূর্বে কোনও দিন ছিল না। মানসিক সীমাবদ্ধতা বলতে এটা আমরা মিন করেছি। ৮৭ বছর বয়স, এতগুলি রোগ, ব্রেনের এই অবস্থা, — শেষদিকে এই সীমাবদ্ধতাগুলি তাঁর এসেছিল। এটাকে অন্যভাবে বোঝার কোনও কারণ নেই।

আমি তাঁকে একবার বলেছিলাম, আমরা তো পথের দাবী পড়েছি। তুমি সেই সব্যসাচী। পথের দাবীর শেষ অধ্যায় আপনাদের মনে আছে — দল ভেঙে গেছে, কেউ বিশ্বাসঘাতক হয়ে গেছে, ভালো কর্মীরা ধরা পড়েছে, ব্রিটিশ পুলিশ মেরে ফেলেছে, অনেকে হতাশ হয়ে গেছে। ঝড়ের রাত, গোটা পৃথিবী কাঁপছে, তার মধ্যেই সব্যসাচী বেরোচ্ছেন। রাস্তা দিয়ে যাবেন না, পুলিশ ধরবে, তাই কাঁটাবন দিয়ে যাচ্ছেন। আকশের বিদ্যুৎ পথ দেখাচ্ছে। দুরন্ত নদীতে একটা ছোট ডিঙি নৌকা দুলছে, তাতে করে তিনি পাড়ি দেবেন। কমরেড হায়দারও যেভাবে এই শরীরেও লড়াই করে যাচ্ছেন, তারজন্য আমি তাঁকে সব্যসাচী বলেছিলাম। আমাদের দলের তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসের ভাষণে বলেছেন আমি আরও কয়েক বছর বাঁচব, আমি ব্যায়াম করি। শেষবার যাওয়ার দিন আমাকে বলে গেছেন আমি আবার আসব। সে আসা আর তাঁর হল না। ১৩ মার্চ ঢাকা গেলেন, ১৪ মার্চ অ্যাক্সিডেন্ট হল। আমি খুব আশান্বিত ছিলাম তিনি আবার আসবেন। অ্যাক্সিডেন্টে হাড়গোড় সব ভেঙে গেছে, চলচ্ছক্তিহীন। খবর পাওয়ামাত্রই আমরা ওঁর এখানকার চিকিৎসক ডাঃ শুভঙ্কর চ্যাটার্জীকে পাঠালাম কলকাতায় নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু সুযোগ পেলাম না। হয়তো আনতে পারলে তাঁর যন্ত্রণা

কিছুটা লাঘব করা যেত। হয়তো আরও কিছুদিন বাঁচানো যেত। এই আফসোস আমাদের! এই বেদনার সান্ত্বনা কোথায়! কী ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা যে ভোগ করেছেন, এতটুকু কাতরোক্তি করেননি, নিঃশব্দে সহ্য করেছেন। আমি ফোনে শুধু বললাম, ১৯৭২ সালে কমরেড শিবদাস ঘোষ যেভাবে রোগের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন, সেভাবেই তুমিও লড়বে। আমাকে উত্তর দিলেন, আমি তো তারই চেষ্টা করছি। আমি শুনেছি, যখন হাসপাতালে নয়, ঘরে থাকতেন, সবসময় কমরেড শিবদাস ঘোষের একটা ছবি তাঁর সামনে থাকত প্রেরণার উৎস হিসাবে। এমন করেই কমরেড শিবদাস ঘোষকে তিনি বুকে বহন করে গেছেন।

সর্বশেষ এই সভায় বলতে চাই, গোটা বিশ্বে মানবজাতি আজ ভয়াবহ সঙ্কটের সম্মুখীন। এরকম সঙ্কট আগে কখনও আসেনি। ১ শতাংশ ধনী গোটা বিশ্বের ৭৩ শতাংশ সম্পদের মালিক। কোটি কোটি বেকার, আরও কয়েক কোটি মানুষ কর্মচ্যুত। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে বিনা চিকিৎসায় প্রাণ হারাচ্ছে। এই করোনা রোগও হতো না যদি চিনে যখনই করোনা রোগ শুরু হয়েছিল সেইসময়েই সমস্ত আন্তর্জাতিক পরিবহণ বন্ধ করে দেওয়া হত। মাল্টিন্যাশানালদের অনেকেরই ওখানে আউটসোর্সিং-এর কাজ ছিল। তাই তারা এটা করতে দেয়নি। দেশে দেশে এই রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। এরা এত ক্রিমিনাল, এরকম একটা রোগে কোটির উপরে লোক মারা গেল, আরও মারা যাবে, এদেশেও লক্ষ লক্ষ লোক মারা গেল, আরও মারা যাবে। যদি সমস্ত রাষ্ট্রগুলো এক হয়ে মিলিটারি বাজেট কমিয়ে, মন্ত্রী-আমলাদের বিলাসের টাকা ছাঁটাই করে, মাল্টিন্যাশনালরা যে টাকা লুট করেছে সেই টাকা নিয়ে, সমস্ত দেশের বৈজ্ঞানিকদের, চিকিৎসাবিদদের একত্র করে উদ্যোগ নিত, তার ওষুধপত্র সহ সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা করত, তাহলে এত অসংখ্য মানুষের এই দুঃখজনক মৃত্যু ঘটত না। এখন কে কোন ওষুধ বের করবে, কে কত টাকা লুট করবে, কে তার পেটেন্ট রাইট রাখবে, এইসবই চলছে আর কোটি কোটি টাকা লুটছে। আজ গোটা দুনিয়াতে তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং এটা আরও বাড়তেই থাকবে। এর থেকে মুক্তি নেই। রাজনীতির ক্ষেত্রে সমস্ত দেশেই বুর্জোয়া ডেমোক্রেসি ফ্যাসিস্ট অটোক্রেসিতে পরিণত হয়েছে। এই রাজনৈতিক নেতারা সব ক্রিমিনাল, জনবিরোধী, গদিসর্বস্ব, পুঁজিপতিদের গোলাম। তাদের নীতি আদর্শের কোনও বালাই নেই। আমেরিকাতে গদি নিয়ে কী মারামারি হয়ে গেল! যেমন পাড়ার ক্লাবে মারামারি হয় তেমনি। পরাজিত প্রেসিডেন্ট কিছুতেই তার চেয়ার ছাড়বে না। নীতিনৈতিকতা বলে, মানবিক মূল্যবোধ বলে কিছু নেই। এর আগে বুর্জোয়া সমাজের শেষ প্রতিনিধি আমাদের

দেশে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল এই স্তরের যাঁরা। ইউরোপে ছিলেন রম্যা রঁল্যা, আইনস্টাইন, বার্ণার্ড শ, এমনকী রাসেল অ্যান্টি কমিউনিস্ট হয়েও শেষজীবনে কিউবা এবং ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। আমেরিকাকে ওয়ার ক্রিমিনাল বলে সাব্যস্ত করেছিলেন রাসেল। আজ এইসব চরিত্র কোথাও নেই। অন্যদিকে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের পথপ্রদর্শক নেতারা — লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে তুং, শিবদাস ঘোষ নেই। যুব সম্প্রদায়ের যৌবন, ন্যায়নীতিবোধ, মনুষ্যত্ব সব নষ্ট করে দিচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ। বলছে মদ খাও, নেশা কর, নোংরামি কর, নারী ধর্ষণ, গণধর্ষণ কর, হত্যা কর। নারী নিয়ে ব্যবসা এখন বিরাট ব্যবসা। শিশুশ্রমের ব্যবসা চালু হয়ে গেছে। কতদিন আগে মার্কস বলে গেছেন যে এরা শ্রমিককে ততটুকুই বেতন দেয় যতটুকু দিলে শ্রমিকের পরিবার খেয়ে বাঁচতে পারে। আজ কোথাও এটা নেই। এখন তো চাকরিই নেই, শ্রমিক কী দরকষাকষি করবে? ফলে নিডভিত্তিক ওয়েজ বলে কিছু নেই। পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন ধসে পড়ছে, প্রগতি বলে কোথাও কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই, বর্ণবৈষম্য আবার আমেরিকাতে মাথাচাড়া দিয়েছে, আফ্রিকার দেশগুলিতে চরম সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ চলছে। বিভিন্ন দেশে ধর্মান্ধতা প্রবলভাবে মাথাচাড়া দিচ্ছে। যুক্তিবাদী মন, বৈজ্ঞানিক চিন্তাকে ধ্বংস করছে। সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের সুযোগ নিয়ে এই সমস্ত জিনিস ঘটছে। এমন একটা অবস্থার মধ্যে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। এই অবস্থায় আমাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ঝাণ্ডাকে বহন করা। এই ঝাণ্ডাকে সার্থকভাবে বহন করতে হলে ভারতবর্ষে, বাংলাদেশে, দেশে দেশে চাই কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর মত অসংখ্য চরিত্র, যাঁরা সমস্ত রকম বাধাবিপত্তি, প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে দুরন্ত সাহস ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে আন্তর্জাতিকতাবাদ, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে বহন করবে, বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তুলবে। এই কাজটা যদি আমরা করতে পারি, তাহলেই কমরেড হায়দারের প্রতি চোখের জলের মূল্য, কমরেড হায়দারকে স্মরণ করার মূল্য। এই কথা বলেই আমি আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু, ৭০ বছর ধরে নিগূঢ় ভালবাসায় আবদ্ধ কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীকে আমার বৈপ্লবিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী লাল সেলাম

সর্বহারার মহান নেতা আমাদের মহান পথপ্রদর্শক কমরেড শিবদাস ঘোষ লাল সেলাম

সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদ জিন্দাবাদ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ

কমরেড হায়দার চৌধুরীর মৃত্যু বিপ্লবী আন্দোলনে গভীর শূন্যতা সৃষ্টি করল

অসিত ভট্টাচার্য্য

এতক্ষণ আপনারা আমাদের প্রিয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের মূল্যবান ভাষণ শুনলেন। বিভিন্ন দিক থেকে তিনি কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর চরিত্রের সংগ্রামের উজ্জ্বল দিকগুলি যথার্থভাবে তুলে ধরেছেন। আমি মনে করি তাঁর এই ভাষণ বিপ্লবী আন্দোলনের নেতা কর্মীদের হায়দার চৌধুরীর জীবন এবং সংগ্রাম সঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে খুবই সাহায্য করবে। কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী আজ প্রয়াত। একটা দীর্ঘ জীবন তিনি পেয়েছিলেন—যে জীবনটাকে তিনি বিপ্লবের স্বার্থে, সংগ্রামের স্বার্থে প্রতিদিন ব্যবহার করেছেন। এই জীবনের অতি উজ্জ্বল বহু দিক ভারতবর্ষেও ছড়িয়ে আছে। আবার মধ্য জীবনে বাংলাদেশে গিয়ে যে সংগ্রামটা করলেন—অনবদ্য সংগ্রামই আমি বলব, সেটাও আপনারা স্মরণ করবেন।

তাঁর এই সুদীর্ঘ বিপ্লবী জীবনে বহু কাজ, বহু সংগ্রাম তিনি করে গিয়েছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও একজন অতীব আপনজনকে হারাবার ব্যথায় আমরা ব্যথিত, আমরা শোকার্ত। তাঁর অনুপস্থিতি একটা অতি গভীর শূন্যতা সৃষ্টি করল — ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের বিপ্লবী আন্দোলনে — বিশেষ করে বাংলাদেশের বিপ্লবী আন্দোলনে, বামপন্থী আন্দোলনে। তৎকালীন পূর্ব বাংলার চট্টগ্রামের একটি দরিদ্র পরিবার থেকে জীবিকার সন্ধানে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন। কিন্তু এখানে এসেই বিপ্লবী আন্দোলনের যে বার্তা তিনি পেলেন এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে — দারিদ্রের কথা, জীবিকার সন্ধান সবই ভুলে গিয়ে তিনি এসইউসিআই (সি) দল গড়ে তোলার কাজেই সম্পূর্ণ মিশে গেলেন, তিনি আর একবারও ফিরে তাকাবার প্রয়োজন বোধ করেননি।

আমাদের দাদা স্থানীয় তিনি। আমি যখন দলের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছি পঞ্চাশের দশকে, আমি তো তখন স্কুলের ছাত্র, আজও আমার চোখে ভাসছে এক একটি চিত্র — পার্টি প্রোগ্রাম শেষ করে সাদার্ন এভিনিউ ধরে তিনি তাঁর সমবয়সী কমরেডদের নিয়ে মহানন্দে খুবই উজ্জীবিত হয়ে হেঁটে চলেছেন। কোনও কোনও দিন হয়ত খাবারও জোটেনি, কিন্তু তাঁকে দেখে এটা বোঝার উপায় ছিল না। অতি প্রাণবন্ত সুদৃঢ় একটা চরিত্র মনের আনন্দে এগিয়ে চলেছেন। মহানন্দে বিপ্লবের বার্তা ছড়িয়ে

দিচ্ছেন। সেদিন স্কুল জীবনে তাঁর এবং তাঁর সমবয়সী দাদাদের এই ধরনের সংগ্রামী জীবন, তাদের জীবনধারা-জীবনযাত্রা আমাকে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করেছে। পরবর্তী জীবনে তো তাঁকে খুবই কাছে থেকে দেখবার সুযোগ হয়েছে। তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়ে বহু জায়গায় গিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে তো বটেই, তার বাইরে বিভিন্ন জায়গাতে, এমনকি আসামেও তিনি গিয়েছেন। সেখানেও আমি তাঁকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। তাঁর মিশে যাওয়ার ক্ষমতা, যে কোনও ব্যক্তির সঙ্গে মিশে যাওয়ার ক্ষমতা, সহজ করে তত্ত্ব কথা বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা, সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষমতা, মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষকে যথাযথ ভাবে উপস্থাপনার ক্ষমতা — অনবদ্য ক্ষমতাই আমি বলব এবং সব জায়গাতেই বিপ্লবের একটা মেসেজ গেঁথে দেওয়ার অদ্ভুত ধরনের ক্ষমতা আমি তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছি। এই ভাবেই ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনে তিনি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে গিয়েছিলেন।

১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে — মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ এই সংগ্রামের ন্যায়সঙ্গত চরিত্র ঠিক ঠিকই ধরতে পেরেছেন এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে এই স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার অপরিহার্য গুরুত্ব অনুভব করেছেন। প্রকাশ্যেই তিনি তাঁর বিশ্লেষণে বলেছেন — বাংলাদেশে যদি এই বিপ্লবী সংগ্রাম সফল হয় তাহলে ভারতে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার খুবই সহায়ক হবে। এই উদ্দেশ্যেই তিনি কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, যার জন্ম ইরেজ শাসনাধীন অবিভক্ত ভারতের চট্টগ্রামে, তাকেই সেখানে গিয়ে এই মুক্তি সংগ্রামের বিভিন্ন দিক এবং একটি বিপ্লবী দল গড়ে তোলার সম্ভাবনা তৈরি করার জন্য একবার পাঠানোর কথা চিন্তা করেন এবং সেই উদ্দেশ্য নিয়েই কমরেড হায়দার চৌধুরী সেখানে যান। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়েছে। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই অবস্থাতেই এই মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যুক্ত ছাত্র যুব সম্প্রদায়ের একটি অংশ ভাসাভাসা ভাবে হলেও মার্কসবাদ, সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। খুব সঠিক ভাবেই তিনি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থার বিশ্লেষণ তুলে ধরেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রের চরিত্র ব্যাখ্যা করেন এবং একই সাথে একটি বিপ্লবী দল কিভাবে গড়ে তোলা যায় এই সম্পর্কে কমরেড শিবদাস ঘোষের বিশদ বিশ্লেষণ তিনি সবিস্তারে তাদের কাছে তুলে ধরেন।

তাঁর এই দৃঢ় সংগ্রাম বলা যায় সারা বাংলাদেশে একটা ঝড় তোলে। ছাত্র এবং যুবক যাদের মধ্যে বামপন্থা এবং সমাজতন্ত্র সম্পর্কে প্রবল আকাঙক্ষা দেখা দিয়েছে তাদের মধ্যে যারা সিরিয়াস তাদের ভিতর কমরেড হায়দার চৌধুরী সম্পর্কে গভীর আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। এবং এই ভাবেই সেখানে কমরেড শিবদাস ঘোষের জীবন সংগ্রাম এবং তাঁর চিন্তা সম্পর্কে গভীর আগ্রহ ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং এই পরিস্থিতিতেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা সামনে রেখে, মুখ্যত মার্কসবাদ সম্পর্কে গভীর আকর্ষণ এবং আবেগকে ভিত্তি করেই দ্রুত বাসদ বা বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল গড়ে ওঠে এবং সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বয়সে প্রধানত তরুণদের নিয়েই দলটি গড়ে ওঠে এবং মূলত তাঁরই পথনির্দেশে কার্যকলাপ পরিচালিত হতে থাকে। দিন দিন এই দলের কাজ এগুতে থাকে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আমরা উদগ্রীব হয়ে থাকতাম বাধা বিপত্তি কাটিয়ে উঠে কেমনটা তিনি এগিয়ে চলেছেন তা জানবার জন্য এবং বোঝবার জন্য। বাংলাদেশ তো আমাদের আসন্ন প্রতিবেশী। সেই অর্থে বাংলাদেশ সম্পর্কে আমাদের বিশেষ একটা অনুভূতি রয়েছে। তাই যখনই তিনি বাংলাদেশ থেকে কলকাতায় আসতেন আমরা তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতাম, জানবার বোঝবার চেষ্টা করতাম এবং মত বিনিময় করতাম। সেই সূত্রেই বাংলাদেশ সম্পর্কে বহু জিনিস আমরা জেনেছি, সংগ্রাম তিনি কীভাবে করছেন তাও জানবার এবং বোঝবার চেষ্টা করেছি। অসীম সাহস নিয়ে তিনি বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, নেতা-কর্মীদের জন্ম দিচ্ছেন, চিন্তার ক্ষেত্রে এবং দল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদকে উর্ধ্বে তুলে ধরছেন। মৌলবাদের প্রভাব বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। কমরেড শিবদাস ঘোষ স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর থেকেই এই কথা বলেছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও দৃঢ়তার সাথে বলেছিলেন যে, বাংলাদেশের যে নতুন জাতীয়তাবাদ যা একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম দিতে চাইছে এবং এই সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত। তাতে তিনি বলেছিলেন, 'এটা ভুললে চলবে না বাংলাদেশের এই জাতীয়তাবাদ পাকিস্তান জাতীয়তাবাদের গর্ভ থেকে যেমন, আবার একই সঙ্গে তার সাথে ছেদ ঘটিয়ে একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন সত্তা নিয়ে জন্মলাভ করেছে।' পরবর্তী সময়ে কমরেড হায়দার চৌধুরীর কাছ থেকে এটা জেনেছি যে বাংলাদেশে বামপন্থী ভাবধারা, বামপন্থী আন্দোলন সম্পর্কে উৎসাহ, উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু ধর্মীয় মৌলবাদের প্রভাবও যথেষ্ট শক্তিশালী। এর বিরুদ্ধে আমাদের দৃঢ়তার সাথে লড়তে হবে, আপসহীন ভাবে তীব্র আদর্শগত

সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তিতে এই সংগ্রাম তিনি করেছেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত।

তাঁর মৃত্যুর পর যে বার্তাগুলো আপনারা শুনলেন, এখানে পড়ে শোনানো হল, সেই বার্তাগুলোর মধ্য দিয়ে তো সুস্পষ্ট ধরা পড়েছে — সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা এবং শিক্ষার ভিত্তিতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সংগ্রাম করে বাংলাদেশের মাটিতে কী অভূতপূর্ব ইমপ্যাক্ট তিনি সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। সেটা তো একটা ইতিহাস হয়ে থাকল। বাংলাদেশের মাটিতে তিনি অতি উজ্জ্বল একটি সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব। একই ভাবে ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনে তাঁর কন্ট্রিবিউশনও অতি উজ্জ্বল এবং সেটাও ইতিহাসে অমলিন হয়ে থাকবে। এছাড়াও তিনি ইউরোপের দেশগুলিতে গিয়েছেন, আরব দেশগুলিতে গিয়েছেন, পাকিস্তানেও গিয়েছেন এবং তাঁর নিষ্ঠা, একাগ্রতা, তাঁর তত্ত্বজ্ঞান এই সব দেশের বিপ্লবী আন্দোলনে নেতা-কর্মীদের মধ্যে গভীর প্রভাব ফেলেছে। বাংলাদেশে পার্টি গড়ে তোলার কাজে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত হওয়ার পরেও যখনই সময় পেয়েছেন তিনি ভারতবর্ষে এসেছেন। আমরা উভয় দেশের অবস্থা নিয়ে পরিস্থিতি নিয়ে, বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলন নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছি, মত বিনিময় করেছি। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের বর্তমান সংকট নিরসন করার ক্ষেত্রে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার অপরিহার্যতা নিয়ে আলোচনা করেছি এবং তাঁর চিন্তা সারা বিশ্বে নিয়ে যাওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। এই স্মরণ সভায় তাঁর জীবন এবং জীবন সংগ্রাম কিছু কিছু স্মৃতি মনে ভেসে উঠছে। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাকে বুকে বহন করে তাঁর জন্মভূমি বাংলাদেশে ফিরে গিয়েছেন এই দৃঢ় প্রত্যয় নিয়েই যে বাংলাদেশের মাটিতে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে সেখানে প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি তিনি গড়ে তুলবেনই। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে জীবনের সকল দিক জড়িত করে যেভাবে তিনি নিজ চরিত্র গড়ে তুলেছিলেন সেটিই ছিল তাঁর একমাত্র সম্বল। সেদিন বামপন্থী ভাবধারায় জাসদ বা জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল—স্বাধীন বাংলাদেশে যেটা ভাসাভাসা বামপন্থী আবেদন নিয়ে গড়ে উঠেছিল, সেদিন এই দলকে কেন্দ্র করেই বহু ছাত্র-যুবক, যারা বামপন্থী ভাবাদর্শে উজ্জীবিত হয়েছিলেন তাঁরা সেই দলের দিকে ঝুঁকছিলেন। সেই অবস্থায় তিনি সেখানে গিয়ে এইসব ছাত্র যুবকদের নিয়ে এই বিপ্লবী আদর্শ, বাংলাদেশে মার্কসবাদী আন্দোলন সঠিক পদ্ধতিতে গড়ে তোলা কত গুরুত্বপূর্ণ, বামপন্থী আন্দোলন গড়ে তোলা কত গুরুত্বপূর্ণ অসীম ধৈর্য সহকারে দিনের পর দিন এই বিষয়গুলি তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই সংগ্রাম ছাত্র যুবকদের চুম্বকের

মত আকর্ষণ করেছে। এই ভাবেই তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে তাঁদের নিয়েই 'বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল' বা 'বাসদ' একটি প্লাটফর্ম হিসাবে গড়ে তোলার প্রাথমিক প্রচেষ্টা হাতে নেন।

এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অনেক ছাত্র-যুবকদের তিনি উজ্জীবিত করলেন, নতুন দল গড়ে তোলার জন্য তাদের প্রস্তুত করলেন এবং প্রতিদিন তিনি তাঁদের গাইডেন্স দিয়েছেন, পথনির্দেশ করেছেন। কিন্তু এই ভাবে চলার পথে তিনি লক্ষ্য করলেন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা থেকে সরে যাওয়ার একটা প্রবণতা একটা অংশের মধ্যে দেখা দিয়েছে, তখন তাঁর যথেষ্ট বয়স হয়েছে, বহু অসুখে তিনি আক্রান্ত। কিন্তু এইসব উপেক্ষা করে সেই ঝোঁকটার বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়ালেন। এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে বিন্দুমাত্র ক্ষুন্ন হতে দিলেন না। আর তাকে ভিত্তি করে সংগ্রাম করে সংগ্রামী ছাত্র-যুবক এবং আরও যারা যথার্থই সংগ্রামী তাদের নিয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে একটি প্রকৃত বিপ্লবী দল গড়ে তোলার নতুন এক প্রচেষ্টা হাতে নিলেন। এই পথেই বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বা বাসদ (মার্কসবাদী) গড়ে উঠল।

নিজে খুবই কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই আপসহীন সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। আগের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে মার্কসবাদের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে একটি প্রকৃত বিপ্লবী দল গড়ে তোলা — এই ঐতিহাসিক সংগ্রাম পরিচালনা করার, এই আকাঙক্ষাকে বাস্তবায়িত করার সময় তিনি পেলেন না, তার আগে মৃত্যু এসে তাঁকে ছিনিয়ে নিল। একই সময়ে এটাও ঠিক যে বাসদ (মার্কসবাদী) এই দলটিকে তিনি একটা জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস — বাংলাদেশের মাটিতে আজ যারা তাঁর সহযোদ্ধা, যারা বাংলাদেশের মাটিতে প্রকৃত বিপ্লবী দল গড়ে তোলার মহান কর্তব্য মাথা পেতে গ্রহণ করেছেন তাদের কাছে তাঁর এই সংগ্রাম জীবন্ত হয়ে আছে, দৃষ্টান্তমূলক হয়ে আছে। তাদের চরিত্রে গভীর প্রভাব ফেলেছে তাঁর এই সংগ্রাম। তাই এই বিষয়ে সন্দেহ নেই যে তারা সেই সংগ্রামের স্পিরিটটাকে নিয়ে তাঁর যে আরব্ধ কাজ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে এই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে পাথেয় করে বাংলাদেশের মাটিতে প্রকৃত বিপ্লবী দল গড়ে তোলার কাজকে জোর কদমে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। শুধু ভারত বা বাংলাদেশেই নয়, সারা বিশ্বেই আধুনিক শোধনবাদের গ্রাস থেকে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনকে মুক্ত করা এবং আজকের পরিস্থিতিতে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতেলেনিনীয় পদ্ধতিতে

দেশে দেশে বিপ্লবী দল গড়ে তোলা যে অপরিহার্য সেটা উপলব্ধি করেই আমৃত্যু বিপ্লবী কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী তাঁর মাতৃভূমিতে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রকৃত বিপ্লবী দল, প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার প্রচন্ড তাগিদবোধ এবং সুতীব্র দৃঢ়তা নিয়েই ফিরে গিয়েছিলেন। তাঁর মতো একজন একনিষ্ঠ পরীক্ষিত বিপ্লবীকে হারাবার শোকের মধ্যেও আমরা এই বলে গর্বিত যে আমাদেরই এক অতি আপনজন এই ঐতিহাসিক কর্তব্য পালন করতে গিয়ে একটা ঐতিহাসিক সংগ্রাম করেছেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের একজন পরীক্ষিত ছাত্র — তাঁর সঠিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একজন বিপ্লবী শিক্ষকে পরিগণিত হয়েছেন। এই প্রেক্ষাপটেই আমি অনুভব করি যে বাংলাদেশের মাটিতে সকল বিপ্লবী সংগ্রামীদের তাঁর জীবন এবং সংগ্রামকে জীবন্ত করে রাখতে হবে এবং তাকে পাথেয় করেই তাঁদের আগামীদিনে বাংলাদেশের মাটিতে প্রকৃত কমিউনিস্ট আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল 'বাসদ (মার্কসবাদী)'-কে সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে দাঁড় করাতে হবে, তার শক্তিকে জোরদার করতে হবে। এর প্রয়োজনেই তাঁর জীবন এবং একটা দৃষ্টান্তমূলক সংগ্রাম যেটা একটা মস্ত বড় সম্পদ, তাকে অটুট রাখতে হবে এবং তাঁর উত্তরসূরীদের তাকে ঠিক ঠিক ভাবে ব্যবহার করতে হবে। এই কারণেই আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে, বাংলাদেশে তাঁর যে অগণিত অনুগামীরা থাকলেন তাঁদের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেল। তাঁদের তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা যেমন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাকে অবলম্বন করেই তাদের এই কাজে এগিয়ে যেতে হবে।

আমরা খুবই আনন্দিত এটা জেনে যে, বাংলাদেশে যারা তাঁর সহযোদ্ধা, 'বাসদ (মার্কসবাদী)' দলের নেতা-কর্মীরা যারা বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছেন তাঁর জীবিত অবস্থাতেই, তারা তাঁর জীবনাবসানের পর ইতিমধ্যেই নতুন করে সংগ্রাম সূচনা করার, আপসহীন ভাবে লড়াই করার শপথ নিয়েছেন। আমরা তাদের এই নিরলস সংগ্রামের পাশে থাকব। আমরা আমাদের পক্ষ থেকে তাদের যতটুকু সাহায্য সহযোগিতা করা সম্ভব তা আমরা অবশ্যই করব ভ্রাতৃপ্রতিম দল হিসাবে।

এই উপলক্ষে আমি এ কথাটাও এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, বিপ্লবী আন্দোলনে চরিত্র গঠন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের এই ধারণাও স্মরণ করিয়েছেন যে, সব ধ্যান ধারণা, সব সত্য অতি অবশ্যই আপেক্ষিক সত্য। দ্বিতীয়ত তিনি বলেছেন মানুষ মাত্রই ভাল-মন্দের সমাহার যদিও একটি নির্দিষ্ট সময়ে এই ভাল মন্দের ধারণা সকলের এক নয়। তাই মানুষের চরিত্রের মধ্যে আপেক্ষিক অর্থে ভাল দিক মন্দ দিক দুটো দিকই থাকে। এই দু'য়ের মধ্যে সংগ্রামের

মধ্য দিয়ে যে ধারাটি একটি বিশেষ সময়ে প্রধান হয়ে ওঠে সেটাই সেই সময়ে মানুষটির অবস্থান নির্দেশ করে। তৃতীয়ত যে কথাটা তিনি বলেছেন তা হলো — মানব সমাজে যে উন্নত চরিত্রগুলি আমরা দেখতে পাই সেগুলো হঠাৎ করে আসে না, বা দুম করে আকাশ থেকে পড়ে না। একটা নির্দিষ্ট সময়ে একটা বিজ্ঞানসম্মত মহৎ আদর্শকে কেন্দ্র করে একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সেই উন্নত চরিত্রটি জন্মলাভ করে আর আজকের দিনে মার্কসবাদই হচ্ছে সেই বিজ্ঞানসম্মত মহৎ আদর্শ। কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীও মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে আয়ত্ত্ব করার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে খুবই আকর্ষণীয় চরিত্রের অধিকারী হয়েছেন। এটা নিশ্চিত রূপে একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পরিচালিত সংগ্রামের ফল। খুবই গুরুত্ব সহকারে আমি এই কথাটাও বলতে চাই যে, সমগ্র বাংলাদেশে তিনি যে ধরনের একটা অতি চমকপ্রদ সংগ্রাম করে গেলেন এটা আবার প্রমাণ করল কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে যেটা এই যুগে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সর্বোচ্চ উপলব্ধি। এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-কে ভারতের একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে মার্কসবাদের লেনিনবাদের যে মৌলিক বিষয়গুলি কমরেড শিবদাস ঘোষ অবতারণা করেছেন গোটা বিশ্বের শ্রমজীবী জনগণের বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার এবং পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সেগুলি খুবই প্রাসঙ্গিক। শুধুমাত্র আন্তরিকতা দিয়েই মহান উদ্দেশ্য সফল হয় না, লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় না, সঠিক পদ্ধতি উদ্ভাবন খুবই জরুরী এবং সেটাই হচ্ছে নির্ধারক, জীবনের সকল দিক জড়িত করে কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জন অপরিহার্য। কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর যে উজ্জ্বল সংগ্রাম যা বাংলাদেশের মাটিতে একটা জোরাল চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে আমি দৃঢ়ভাবে মনে করি এই প্রক্রিয়ায় চরিত্র অর্জনের মধ্য দিয়ে তার সত্যতা আরেকবার ফুটে উঠেছে। আবার আমি বলছি এতবড় একটা ক্যারেক্টার যার মৃত্যুতে এই ধরনের একটা ইম্প্যাক্ট লক্ষ্য করা গেল তা হঠাৎ করে আসেনি। মার্কসবাদের মহান উদ্‌গাতা মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে তুং-এর মতো কমরেড শিবদাস ঘোষও সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এই মহান আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হয়েই সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে নিজেকে জড়িত করেছিলেন। খুবই কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে যখন তিনি হাসপাতালে ভর্তি, সেই সময়ও আমরা এ নিয়ে তাঁর উদ্বেগ উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করেছি। এই মনোভাব থেকেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশের মাটিতে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তাঁকে বাংলাদেশে পাঠান। গোটা বিশ্বে কমিউনিস্ট আন্দোলন

গড়ে তোলার জন্য কমরেড শিবদাস ঘোষের মন-মানসিকতা আকুতি কীরকম ছিল এর থেকে বুঝতে পারবেন আপনারা। এই প্রক্রিয়ায় কমরেড হায়দার চৌধুরী সহ বাংলাদেশের বামপন্থী মনোভাবাপন্ন বিভিন্ন নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিকে কমরেড শিবদাস ঘোষের সঙ্গে আলাপ আলোচনার জন্য কলকাতায় নিয়ে এসেছেন, দিনের পর দিন আলাপ আলোচনা হয়েছে, মত বিনিময় হয়েছে। এই ভাবে বাংলাদেশে বিপ্লবী দল গড়ে তোলার কাজ এগিয়েছে।

বাংলাদেশে বিপ্লবী দল গড়ে তোলার সম্ভাবনাটা যে প্রবল এটা কমরেড শিবদাস ঘোষ ঠিকই বুঝেছিলেন। সেইজন্যই তিনি কমরেড হায়দার চৌধুরীর মতো একজন দক্ষ সংগঠক, যিনি ভারতবর্ষের পার্টি গড়ে তোলার জন্য কাজ করেছেন, তাঁকেই পাঠিয়েছেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের সেই সিদ্ধান্ত কত সঠিক ছিল আজ তাঁর প্রয়াণের পর তা আরেকবার স্পষ্ট হয়ে উঠল। গোটা বাংলাদেশেই আজ তাঁর প্রয়াণে একটা শোকাবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। আপনজন, খুবই আপনজন হারিয়ে গোটা বাংলাদেশের সংগ্রামী জনসাধারণ আজ গভীর ভাবে শোকাহত। এই ভাবেই মৃত্যুতে তিনি একজন অসীম সাহসী বিপ্লবী যোদ্ধায় পরিণত হলেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রায়ই বলতেন "Donot forget history records every thing". তাঁর এই শিক্ষাও তো কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর প্রয়াণের মধ্য দিয়ে আরেকবার ধ্বনিত হচ্ছে। প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা জীবনের সমস্ত দিকে যথাযথ ভাবে জড়িত করে, বিপ্লবী দলের নেতৃত্বে আমৃত্যু আপসহীন ভাবে সংগ্রাম পরিচালনা করা, দল বিপ্লব সমাজ স্বার্থের সঙ্গে নিজেকে একীভূত করার যে শিক্ষা কমরেড শিবদাস ঘোষ বারবার জোর দিয়ে বলেছেন কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর বিকশিত জীবনের মধ্য দিয়ে এর অন্তর্নিহিত বিপ্লবী তাৎপর্য আরেকবার স্পষ্ট হয়ে উঠল। তাঁর এই সংগ্রামকে বিপ্লবী কর্মীদের নিজ নিজ জীবনে মূর্ত করার অঙ্গীকার হোক আজকের এই স্মরণ সভার আহ্বান।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ
এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) জিন্দাবাদ।
কমরেড শিবদাস ঘোষ লাল সেলাম।
কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী লাল সেলাম।

পরিশিষ্ট

‘আমরা এসইউসিআই(সি)-কে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি বলে মনে করি’
তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-র প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী গত ৬ জুলাই ঢাকাতে প্রয়াত হন। ২১-২৫ নভেম্বর ২০১৮ ঘাটশিলায় অনুষ্ঠিত এস ইউ সি আই (সি)-র তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে কমরেড চৌধুরী আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। ২১ নভেম্বর তিনি ইংরেজিতে যে উদ্বোধনী ভাষণ দেন তার বাংলা অনুবাদ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসাবে আমরা প্রকাশ করলাম।

কমরেডস,

আমাদের পার্টি বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-র পক্ষ থেকে আমি এস ইউ সি আই (সি)-র তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসে উপস্থিত সকল প্রতিনিধি কমরেডকে অভিনন্দন জানাই। আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আপনাদের প্রিয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ আপনাদের সামনে রেখেছেন। আমি সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করব না। আমি প্রথমে বলতে চাই, কী ভাবে আমার সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের অমূল্য শিক্ষা আমি বাংলাদেশে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলাম। আপনারা হয়তো জানেন, ঢাকার কাছে একটি ছোট্ট গ্রামে কমরেড শিবদাস ঘোষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেখান থেকেই তাঁর রাজনৈতিক কাজকর্মের শুরু। প্রথমে অনুশীলন সমিতিতে তিনি যুক্ত হন, তারপর রেভলিউশনারি সোস্যালিস্ট পার্টি (আরএসপি) নামে একটি মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। সেই পার্টির মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী পেটিবুর্জোয়া আপসহীন সংগ্রামী ধারার প্রভাব যথেষ্ট ছিল। ব্রিটিশ শাসনকালেই তাঁরা দেখেছিলেন সিপিআই একটি প্রকৃত কমিউনিস্ট বিপ্লবী পার্টি হিসাবে গড়ে ওঠেনি। তাই নতুন করে একটি কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার

উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু সে পার্টিও আদতে পুরনো অনুশীলন সমিতিরই অনুসারী ছিল এবং ফলে তা বাস্তবে একটি পেটিবুর্জোয়া বিপ্লবী পার্টি হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৪২ সালে কমরেড শিবদাস ঘোষ গ্রেপ্তার হয়ে যান। আপনারা আমার থেকে ভালই এসব জানেন। আমি কী করে কমরেড শিবদাস ঘোষের সংস্পর্শে প্রথম এলাম তাই আপনাদের বলি।

এস ইউ সি আই (সি) প্রথমে একটি প্ল্যাটফর্ম অব অ্যাকশন হিসাবে কাজ শুরু করেছিল। তারপর ১৯৪৮ সালের ২৪ এপ্রিল পশ্চিমবাংলার জয়নগরে একটি কনভেনশনের মধ্য দিয়ে পার্টি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্য কমরেড মনোরঞ্জন ব্যানার্জী— যিনি পরবর্তীকালে আর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে থাকতে পারেননি, কিন্তু সে সময় শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনে সামিল ছিলেন— তাঁর মাধ্যমে আমি দলের সংস্পর্শে আসি। আমি শৈশবেই বাবা-মাকে হারিয়েছিলাম। খিদিরপুরের বন্দর এলাকায় আমার বড় ভাইয়ের বাসায় তখন আমি থাকতাম, সেখানেই আমি তাঁর সাথে পরিচিত হই। তিনি আমাকে কমরেড শিবদাস ঘোষ পরিচালিত একটি স্টাডি সার্কেলে নিয়ে যান। সে সময় আমি স্কুলশিক্ষার দিক থেকেও বেশ দুর্বল ছিলাম। আমি মাত্র অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছিলাম।

আমি যখন কমরেড শিবদাস ঘোষের কাছে এলাম, তাঁর কথাবার্তা, আলোচনা এবং তাঁর সংস্পর্শ আমাকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করে। মার্কসীয় বইপত্র তেমন বিশেষ পড়াশোনার দ্বারা নয়, তাঁর বক্তব্য ও তাঁর সাথে মেলামেশার মাধ্যমেই আমার মধ্যে মর্যাদাময় জীবন যাপনের ধারণা জন্ম নেয়। আমি ট্রেড ইউনিয়নের কাজে যুক্ত হই। পুলিশ আমার খোঁজে একদিন আমার বাড়ি সার্চ করেছিল। আমার বড়ভাই এতে ভয় পেয়ে যান। তিনি পাকিস্তানি (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান, বর্তমান বাংলাদেশ) মানুষ ছিলেন বলে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন। তিনি আমাকে জানিয়ে দেন তাঁর বাড়িতে আর থাকা হবে না। সেই সময়ে এস ইউ সি আই (সি) খুবই সমস্যাসঙ্কুল অবস্থায় ছিল। তাই কমরেডরা যে কমিউনে থাকতেন সেখানেও আমার থাকা সম্ভব ছিল না। আমি ভাইয়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে কলকাতা সংলগ্ন বাটা এলাকার রাস্তায় কাটাতাম। কলকাতার কমরেডরা সে এলাকা জানে। আমি খবরের কাগজ পেতে রাস্তায় শুতাম। পুলিশ এসে আমার ঘুম ভাঙিয়ে তুলে দিত। এমনি করেই তখন দিন যেত। এর মধ্যেও আমি প্রায় সবদিনই প্রবল আকর্ষণে খিদিরপুর থেকে দশ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে শ্যামবাজারের টালায় কমরেড শিবদাস ঘোষের কাছে যেতাম তাঁকে দেখতে এবং তাঁর সাহচর্য পেতে। আমি তাঁর সাংস্কৃতিক,

এথিক্যাল, নৈতিক আচার আচরণের দ্বারা উদ্দীপ্ত হই। আমি জানতাম, তাঁদেরও খাওয়া-দাওয়ার সংকট ছিল। আমার তো আরও খারাপ অবস্থা, তাই তাঁদের অসুবিধায় না ফেলার জন্য দুপুরে খাবার সময়ের পরেই যেতাম। আমার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ওই সময়ই কমরেড প্রভাস ঘোষ, কমরেড রণজিৎ ধর তাঁরাও খুব দুঃসহ অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছেন। রণজিৎ ধর কালীঘাটের হালদার পাড়ায় থাকতেন। কখনও কখনও আমি ও প্রভাস ঘোষ কোনও খাবার না খেয়েই পার্কে শুয়ে রাত কাটিয়েছি। দক্ষিণ কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কের বেঞ্চেও আমরা ঘুমিয়েছি। এই দু'জন কমরেড তখন নানা ভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। সামান্য খাবার পেলেও আমার জন্য ভাগ রেখেছেন। আমিও দু'চার আনা পয়সা জোগাড় করতে পারলে প্রভাসের খোঁজ করতাম, ভাগাভাগি করে খাওয়ার জন্য। এই রকমেরই অবস্থা যাচ্ছিল তখন। আমার মধ্যে কিছু ডেডিকেশন, মিলিট্যান্সি এবং সাহস দেখে কমরেড ঘোষ আমাকে কিছু কাজ নির্দিষ্ট করে দেন। আমি সর্বদা তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারিনি। কারণ চরিত্র তৈরি করা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেই সময়ে সঠিক বিপ্লবী চরিত্র গড়ে তোলার সংগ্রামই ছিল তাঁর মহত্ত্বপূর্ণ শিক্ষা, যার বহু কিছু আমি অর্জন করতে পারিনি। সেই জন্য আমার চলার পথে অনেক ব্যর্থতা আছে। তিনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন কখনও কখনও, কিন্তু ধৈর্য হারাননি। তিনি আমাকে খুবই উৎসাহ দিয়েছেন। তখন স্বর্ণশিল্পীদের একটা বড় আন্দোলন হয়। সারা ভারত জুড়ে এক বড় সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি আমাকে স্বর্ণশিল্পীদের সংগঠিত করতে বললেন। আমি প্রয়াত কমরেড মাধব রায়চৌধুরীকে নিয়ে বহু জায়গায় স্বর্ণশিল্পীদের সংগঠিত করতে থাকলাম। তিনিও আমার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। অনেক মানুষকে আমরা সংগঠিত করেছিলাম। স্বর্ণশিল্পীদের পক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট একটি আকর্ষণীয় সংক্ষিপ্ত এবং সুনির্দিষ্ট দাবিপত্র তুলে ধরা হয়। কমরেড শিবদাস ঘোষই এই দাবি সনদ তৈরি করে দিয়েছিলেন। একটি সংবাদপত্র পুরো দাবিপত্র ছাপিয়ে ছিল, পার্টির নাম সেখানে ছিল না। স্বর্ণশিল্পীদের আকর্ষণীয়, সঠিক ও সুনির্দিষ্ট দাবি সনদ হিসাবে সংবাদপত্র তা প্রকাশ করে। এই আন্দোলনের পর আমাকে, কমরেড প্রভাস ঘোষকে এবং আরও কিছু কমরেডকে বীরভূম জেলায় তিনি পাঠান। সেখানে কমরেড প্রতিভা মুখার্জী চাষি আন্দোলন পরিচালনা করে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। বিশেষত তথাকথিত নিম্নবর্ণ হিন্দুদের যাঁদের 'ছোটলোক' বলে ওখানকার জমির মালিকরা বলত, তাঁদের মধ্যে ও আদিবাসীদের মধ্যে আন্দোলন গড়ে তুলে তিনি 'দিদিমণি' নামে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। আমরা তাঁদের সংগঠিত করতে চেষ্টা করি। ১৯৬২ সালের নির্বাচনে কমরেড প্রতিভা

মুখার্জীকে কেন্দ্র করে আমরা কাজ শুরু করি। সেখানে কাজ করার অবস্থা তখন খুবই সঙ্কটপূর্ণ ছিল। জোতদাররা প্রচণ্ড বাধা দিত, আমাদের মারধর করত, থাকা-খাওয়ার জায়গাও প্রায় মিলত না ওদের ভয়ে। কমরেড শিবদাস ঘোষ মাঝে মাঝে আমাদের সেখানে কাজ করতে পাঠাতেন। সেখানে এসব বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও জনসাধারণের মধ্যে কাজ করে আমি অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি।

১৯৬৪ সালে কলকাতায় একটি বড় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। তখন কমরেড শিবদাস ঘোষ সাম্প্রদায়িক সমস্যার উপর একটি প্রবন্ধ লেখেন— 'কমিউনাল ডিস্টারবেন্স ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান'। সাম্প্রদায়িক সমস্যার মূল কারণ কী ও সমাধান কোন পথে, এই প্রসঙ্গে আলোচনা ছিল। এই পুস্তিকা নিয়ে আমি মুসলিম সমাজের বহু বুদ্ধিজীবী এবং নামকরা ব্যক্তিদের সাথে দেখা করি। আমি যখন দিল্লি যাই এই বই বিশিষ্ট বামপন্থী ইতিহাসবিদ ইরফান হাবিবকেও দিয়েছিলাম। এঁরা সকলেই বলেন, এ ভাবে কেউই ইতিপূর্বে এই সমস্যার বিশ্লেষণ করেননি। কলকাতায় আমি কিছু যুবককেও সংগঠিত করি। একদিন কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন এই যুবকদের নিয়ে তোমার কী পরিকল্পনা? আমি বলি, আপনি কিছু পরামর্শ দিন। তিনি বলেন, তুমি একটা যুব সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা কর। তখন আমি ডি ওয়াই ও সংগঠিত করার কাজ শুরু করি। এরপর আমি একটা কনফারেন্সে দিল্লিতে যাই। কমরেড শিবদাস ঘোষ তখন সেখানে ছিলেন। তাঁকে বিশেষ কারণে দিল্লিতে পাঠানো হয়। ডি ওয়াই ও-র এক সদস্য আমাকে চিঠি দিয়ে জানান যে তাঁর এক আত্মীয় দিল্লি যাচ্ছেন, গণদাবী পড়তে তাঁর আগ্রহ আছে, আমি দিল্লিতে তাঁর সাথে যেন যোগাযোগ করি। সে সময় এস ইউ সি আই (সি)-র একজন এম পি ছিলেন — কমরেড চিত্ত রায়। তাঁর কোয়ার্টারে আমরা থাকতাম। দিল্লিতে যোগাযোগের ব্যক্তিরা ওই বাড়িতে এসে কমরেড শিবদাস ঘোষের সাথে মিলিত হতেন। এইভাবেই দিল্লি রাজ্য পার্টির কাজ শুরু হয়। একদিন কমরেড ঘোষ আমাকে বলেন, তুমি আর ডি ওয়াই ও-তে নয়, এবার তোমাকে দিল্লিতে কাজের জন্য থাকতে হবে। আমি দিল্লিতে থাকতে শুরু করলাম। আমি মাঝে মাঝে পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুর, মোরাদাবাদ, গাজিয়াবাদ প্রভৃতি জায়গায় যেতাম এবং সে সব স্থানে বেশ কিছু মানুষের সাথে যোগাযোগ হয়। একদিন মাথুর নামে যমুনা এলাকার এক ব্যক্তির সাথে আমার দেখা হয়। সে গাড়ি নিয়ে এসেছিল একটি বৈঠকে কমরেড চিত্ত রায়কে নেওয়ার জন্য। সেখানে অন্য বক্তা হিসাবে সি পি আই নেতা ভূপেশ গুপ্ত ও সি পি এম নেতা রামমূর্তিও ছিলেন। সেই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার চলছিল। কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী শ্রমমন্ত্রী

ছিলেন। রাজ্য জুড়ে ঘেরাও আন্দোলন চলেছিল। উত্তর ভারতেও এই ঘেরাও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। এমনকী ঘেরাও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল পূর্ব পাকিস্তানেও, যেটা এখন বাংলাদেশ। সেই দেশের প্রখ্যাত নেতা মৌলানা ভাসানিও ঘেরাও আন্দোলন শুরু করেন। তা এক অন্য ইতিহাস, আমি তার মধ্যে যেতে চাইছি না। দিল্লির ওই সভায় ঘেরাও আন্দোলন আলোচ্য বিষয় ছিল। চিত্ত রায় তখন অসুস্থ ছিলেন। ভূপেশ গুপ্ত ও রামমূর্তি তাঁদের অন্য কাজ থাকার জন্য যাননি। আমি সেখানে গেলাম। সেখানে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাডভোকেট সহ প্রায় ৫০ জন হাজির। তাঁরা ওই এম পি-দের আশায় অপেক্ষা করছিলেন। আমাকে দেখে তাঁরা বললেন, আপনি তো পশ্চিমবঙ্গের, ওখানে কী ঘটছে আপনার কাছ থেকে আমরা জানতে চাই। আপনারা জানেন, আমি ইংরেজিতে দক্ষ নই, তাই ভাঙা হিন্দি এবং ইংরেজিতে পশ্চিমবঙ্গের আন্দোলন কীভাবে গড়ে উঠল এবং কমরেড শিবদাস ঘোষ আইন ও নৈতিকতার প্রশ্নে কীভাবে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন, তা আমি বলি। এই সময়ে আপত্তি উঠেছিল যে, এই আন্দোলন আইনসঙ্গত নয়। কমরেড শিবদাস ঘোষ তার উত্তরে বলেছিলেন, যা আইনসঙ্গত, তা সবসময়ই ন্যায়সঙ্গত হবে তা নয়। আবার আইনের চোখে বেআইনি হলেও সেটা ন্যায়সঙ্গত হতে পারে। আমি এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করি, তাঁরা ভীষণভাবে প্রভাবিত হন। তাঁরা আমাকে বলেন, কমরেড আমরা আপনাকে এনেছি এবং অবশ্যই দিল্লি ফেরার ব্যবস্থা করব। কিন্তু আমাদের অনুরোধ এক রাত আমাদের সঙ্গে থাকুন। আমি এক রাত নয়, ওঁদের অনুরোধে সাত দিন সাত রাত ওখানে কাটালাম। যে পোশাকে গিয়েছিলাম সেটাই শুধু আমার ছিল। তাঁরা আমাকে জামাকাপড় ইত্যাদি পরতে দিলেন, আমার সাথে তাঁদের কথা হল। ১৫ দিন পর আবার সেখানে গেলাম। আবারও তাঁদের সাথে অনেক কথা হল, তাঁরা দারুণভাবে প্রভাবিত হলেন। আমি ঠিক করলাম এই যোগাযোগের কথা কমরেড শিবদাস ঘোষকে জানাতে হবে। আমি যখন টেলিফোনে তাঁকে জানালাম, তিনি বললেন তুমি যাও, যোগাযোগ রক্ষা কর, কেন্দ্রীয় কমিটির কোনও সদস্য যাবেন তাঁদের সাথে কথা বলতে। কমরেড প্রীতীশ চন্দকে সেখানে পাঠানো হয়েছিল। আমরা তিন দিন ধরে নানা বিষয়ে আলোচনা করলাম। আলোচনায় মূল বিষয় উঠল ভারতবর্ষের বিপ্লবের স্তর কী হবে— জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব না সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। যাঁরা সেখানে জড়ো হতেন, তাঁদের মধ্যে কিছু জন নকশাল আন্দোলনেও ঘোরাঘুরি করতেন। তাঁদের সিপিএম ছেড়ে নকশাল আন্দোলনে যোগদান করার ইচ্ছে ছিল। আমি তাঁদের সাথেও কথা বলি। দীর্ঘ কথাবার্তার পর সেই এগারো জন এগিয়ে আসেন এবং তাঁদের এস ইউ

সি আই (সি) দলের অ্যাপ্লিক্যান্ট মেম্বারও করা হয়। একটি সাংগঠনিক কমিটি করা হয়।

দিল্লিতে কিছুদিন কমরেড শিবদাস ঘোষের সঙ্গে থাকার সুবাদে তাঁর অনেক মূল্যবান আলোচনা শুনি। বিশেষ কয়েকটি ঘটনা ভুলবার নয়। তিনি সব সময়ই, আমরা যারা তাঁর সাথে থাকতাম, আমাদের সামনে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। কমরেড চিত্ত রায়ের যে কোয়ার্টারে আমরা থাকতাম তার পাশের কোয়ার্টারে থাকতেন বিশিষ্ট আইনবিদ সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট ও রাজ্যসভার সদস্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত। তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকেই কমরেড শিবদাস ঘোষকে জানতেন, একসাথে জেলেও ছিলেন। তিনি যে পাশের ঘর থেকে কমরেড শিবদাস ঘোষের আলোচনা শুনতেন এবং আকৃষ্ট হতেন তা আমরা জানতাম না। একদিন দেখলাম, তাঁর ঘরে বন্দর শ্রমিক নেতা মাখন চ্যাটার্জী, কুলকার্নি ও শিল্পপতি পিলু মোদি এসেছেন। দ্বিজেনবাবু এসে কমরেড শিবদাস ঘোষকে ডেকে নিয়ে গেলেন কারণ তাঁর ঘরে উপস্থিত ব্যক্তিরা মার্কসবাদের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ যাওয়ার পর উপস্থিত ব্যক্তিরা তাঁকে বলেন, মার্কসবাদের আর কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই। কমরেড শিবদাস ঘোষ উত্তরে বলেন, মার্কসবাদ সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শন। কোনও বিজ্ঞান কি আজ পর্যন্ত প্রমাণ করতে পেরেছে যে মার্কসবাদ ভুল বা অপ্রাসঙ্গিক? এর পর তিনি মার্কসবাদ নিয়ে কিছু আলোচনা সেখানে করেন। ওঁরা সব চুপ হয়ে যান। দ্বিজেনবাবু এই আলোচনায় এতই মুগ্ধ হন যে, দিল্লিতে তাঁর অন্যান্য বিশিষ্ট পরিচিতদের সাথে কমরেড শিবদাস ঘোষের আলোচনার উদ্যোগ নিতে থাকেন। এঁদের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের এক বড় অ্যাডভোকেট ছিলেন, যাঁর নাম আজ আমার ঠিক মনে পড়ছে না। তিনি প্রায়ই আসতেন, নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। একদিন কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের প্রসঙ্গ ওঠে। সেই আলোচনায় কমরেড শিবদাস ঘোষ শরৎচন্দ্রের পথের দাবি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিঠির সমালোচনা করেন। এতে ওই অ্যাডভোকেট ভদ্রলোক অসন্তুষ্ট হন। কারণ তিনি প্রবল রবীন্দ্রভক্ত ছিলেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ যখন আলোচনা করছিলেন তখন ওখানে উপস্থিত দু'জন কমরেড সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ভাবে ওই আলোচনায় ঢুকে যায়। ফলে কমরেড শিবদাস ঘোষ তাঁর বক্তব্য সম্পূর্ণ বুঝিয়ে উঠতে পারেননি। ফলে ওই ভদ্রলোক রেগে চলে যান। লক্ষ করলাম, কমরেড শিবদাস ঘোষ ওই দুই কমরেডকে কিছু বললেন না কিন্তু নিজে তিনি খুব অস্থির হয়ে যান ওই ভদ্রলোককে সত্যটা বোঝাতে না পারার জন্য। এর আগেও দেখেছি, কমরেড শিবদাস ঘোষ যখন যাকে যে সত্য বোঝাতে চাইতেন,

যতক্ষণ সে বুঝতে না পারত ততক্ষণ খাওয়া দাওয়া পর্যন্ত বন্ধ রেখে আলোচনা করে যেতেন।

সে যাই হোক, দিল্লি থেকে কলকাতায় ফিরে যাওয়ার সময় এগিয়ে আসছিল। সে সময় একদিন লক্ষ করলাম, ওই অ্যাডভোকেট ভদ্রলোক আমাদের কোয়ার্টারের সামনে রাস্তায় পায়চারি করছেন। মনে হল, আসতে চাইছেন কিন্তু ইতস্তত করছেন। আমি কমরেড ঘোষকে বিষয়টা জানালাম। তিনি বললেন, ডেকে নিয়ে এসো। তাঁকে ডাকতেই তিনি চলে এলেন এবং ঘরে ঢুকেই কমরেড ঘোষের দু'হাত ধরে বললেন, আমার সেদিনের আচরণের জন্য আমায় ক্ষমা করবেন। আপনার মতো এমন জ্ঞানী মানুষ আমি কখনও দেখিনি। এরপর থেকে ওই ভদ্রলোক আমাদের পার্টির কাগজপত্র পড়তেন, চাঁদাও দিতেন।

আর একটি ঘটনাও আমার মনে দাগ কেটে আছে। আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছে কমরেড শিবদাস ঘোষের কথা শুনে অঙ্কে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট একজন ছাত্র কোয়ার্টারে এসে দেখা করে প্রশ্ন করেন, অঙ্কশাস্ত্রের সাথে ডায়ালেকটিক্সের কী সম্বন্ধআছে? কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রাঞ্জল ভাবে তাকে সেটা বুঝিয়ে দেন। এর দ্বারা সেই ছাত্রটি এতই আকৃষ্ট হয় যে দলের সাথে কাজে যুক্ত হয়ে যায় এবং কিছুদিন আমার কাজের সাথে ছিল।

এরপর হরিয়ানাতেও যাই, পার্টির কাজ শুরু হয়। কমরেড সত্যবান এই সময়ে পার্টিতে আসেন। বর্তমানে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখন গোটা হরিয়ানা জুড়ে এস ইউ সি আই (সি) পার্টির সংগঠন আছে। আমি চলে আসার পর ওখানে পার্টির আরও বিস্তৃতি হয়।

১৯৭১ এবং ১৯৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গে পর পর দু'টি বিধানসভা নির্বাচন হয়, আমি সেই কাজে অংশগ্রহণ করি। ঘটনাচক্রে সেই সময়েই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ গড়ে ওঠে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর কমরেড শিবদাস ঘোষের খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে। তিনি ভারতীয় জনগণকে সচেতন করেন যে এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীনতা আন্দোলন। এই আন্দোলন সম্পর্কে ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণি ও জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি এক হতে পারে না। রাজনৈতিক মহলে এই আন্দোলন নিয়ে নানা রকম মতামত ঘোরাফেরা করতে থাকে। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছিলেন, ভারতের কংগ্রেস সরকার ভারতের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে আধিপত্য বিস্তার করতে পাকিস্তানের বিভাজন চাইছিল। এই সংগ্রামে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। এই সময়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাকে বলেন, তুমি অনেক দিন বাংলাদেশে তোমাদের বাড়িতে যাওনি। তুমি তো কিছু বইপত্র নিয়ে ওই দেশের

নানা শক্তির সাথে দেখাসাক্ষাৎ করতে পার। তাঁর কথায় তিনদিন পরে বাংলাদেশের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ি। আমি তখন বাংলাদেশের প্রায় কিছুই জানি না। অতি শৈশবে আমি সেখান থেকে চলে আসি, তার পর আর কখনও বাংলাদেশে যাইনি।

বাংলাদেশ একটু ভিন্ন ধরনের দেশ। ভারতে মানুষের সাহায্য পাওয়া অনেক কঠিন। সে তুলনায় বাংলাদেশের মাটি খুব নরম। বেশ কিছু খুবই দয়ালু মানুষের সঙ্গে আমার সেখানে দেখা হয়েছে। না না, আমি ভারতের মানুষের দোষ দিচ্ছি না। বাংলাদেশের মানুষের কাছে আমি ভারতের মানুষের মহত্ত্বের কথা বলি। তবুও বলব, বাংলাদেশ খুবই নরম মাটির জায়গা ছিল। তাঁরা আমাকে প্রভূত সাহায্য দিয়েছেন। আমি যখন সেখানে ছিলাম, তখন সেখানে ছাত্র লিগ নামে ছাত্রদের একটি সংগঠন ছিল। বাস্তবে তা ছিল মুসলিম লিগেরই ধারা। আগে এদের মুসলিম স্টুডেন্টস লিগ বলা হত। তারপর নাম বদলে ছাত্র লিগ বলা হয়। মওলানা ভাসানি আওয়ামি লিগ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে আওয়ামি মুসলিম লিগ ছিল, তারপর তিনি শুধু আওয়ামি লিগ নাম দেন। কিন্তু সেখ মুজিবর এবং সোহরাবর্দী আদ্যোপান্ত সাম্প্রদায়িক ছিলেন। ১৯৪৬-এর রায়টের সাথে তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। সোহরাবর্দী সেখ মুজিবের নেতা এবং শিক্ষক ছিলেন। আপনারা মুজিব সম্বন্ধে জানেন। আন্দোলনের উত্তাল সময়ে তিনি সেকুলারিজম, ন্যাশনালিজম, সোস্যালিজম এবং গণতন্ত্র এই সব বলতে বাধ্য হন। স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দু এবং মুসলিম জনগণের ঐক্য তাঁকে সেক্যুলারিজমের স্লোগান তুলতে বাধ্য করে। এই ধরনের স্লোগান তখন অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু তিনি আদতে সেক্যুলার ছিলেন না। কমরেড শিবদাস ঘোষ তাঁর ২৪ এপ্রিল ১৯৭১ সালের বক্তব্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একে পাকিস্তানের গর্ভে জাত বাংলাদেশ ন্যাশনালিজম বলে অভিহিত করেন। যদিও তারা পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন। বাংলাদেশে যাবার পর আমি ছাত্র লিগের নেতাদের সাথে দেখা করি। তারা তখন বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের সাধারণ প্রভাবে শ্রেণি সংগ্রাম, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র এবং সমাজ বিপ্লবের স্লোগান তুলছিল। কিন্তু তারা আওয়ামি লিগের ছাত্র সংগঠন হিসাবে তাদের সাথেই ছিল। আসলে তারা তখন ছিল পেটিবুর্জোয়া বিপ্লবী শক্তি, সাম্রাজ্যবাদ এবং সমস্ত রকম প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামী। তখন এটাই ছিল অগ্রগণ্য গণতান্ত্রিক শক্তি। আমি বাংলাদেশে মুজিব মেকার হিসাবে খ্যাত সিরাজুল আলম খানের সাথে দেখা করি। তিনিই মুজিবকে বঙ্গবন্ধু খেতাব দেন। সেই বঙ্গবন্ধুর কন্যা অবশ্য এখন বাংলাদেশকে নৃশংসভাবে শাসন করছেন, সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকারকে হত্যা করছেন। আমি তখন সিরাজুল আলম খানকে বলি,

আপনি সমাজতন্ত্রের কথা বলছেন, কিন্তু একটি প্রকৃত বিপ্লবী দল ছাড়া কেমন করে সমাজতন্ত্র আসবে? আমি তাঁদের এই মতবাদ বোঝানোর চেষ্টা করি এবং তাঁরা একমত হন যে অবশ্যই একটি বিপ্লবী পার্টি থাকা প্রয়োজন। তখন তিনি কমিউনিস্ট কোঅর্ডিনেশন কমিটি নামে একটি বিপ্লবী কোর গড়ে তোলার চেষ্টা শুরু করেন। এই মানুষ কমরেড শিবদাস ঘোষের বক্তব্যে আকৃষ্ট হয়ে তিনবার কলকাতায় এসে কমরেড শিবদাস ঘোষের সাথে মিলিত হন। কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাকে বলেন যে সিরাজুল আলম খান একজন স্বপ্নদ্রষ্টা এবং ভালো সংগঠকও। কিন্তু তাঁর তত্ত্বগত জ্ঞান এত দুর্বল যে তিনি আন্দোলন পরিচালনা করলে অনেক ভুলভ্রান্তি ঘটবে। এটা বাস্তবে ঘটেছেও। তিনি সত্যিই অনেক ভুল করেন। সিরাজুল আলম খানের অনুরোধ অনুযায়ী কমরেড শিবদাস ঘোষ বাংলাদেশের জন্য একটি থিসিস তৈরি করিয়ে দেন। আমি সেটা নিয়ে যাই এবং তা গৃহীত হয়। একটি সমস্যা আমি সর্বদা বাংলাদেশে লক্ষ করি। কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা তাঁদের চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে। যাঁরা অনেকেই পরিচিত নেতা, ছাত্র এবং আওয়ামি লিগেরও নেতা, তাঁরা আমার আহ্বানে সাড়া দেন। কিন্তু যখনই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা অনুযায়ী জীবনের সর্বদিক ব্যাপ্ত করে সংগ্রামের প্রশ্ন আসে, তখন তাঁরা নানা অজুহাত তুলে বা যুক্তি খাড়া করে পিছিয়ে যান। তাঁরা তত্ত্ব বা যুক্তি স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করেন, কিন্তু তা জীবনে প্রয়োগ করতে গিয়ে পিছিয়ে আসেন।

আমাদের সাথে প্রথম যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা বেশ কিছু ছিলেন উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণির। আমি তাঁদের বললাম, আমাদের একটা সর্বহারা শ্রেণির পার্টি গঠন করতে হলে শোষিত মানুষের সংস্পর্শে থাকতে হবে। সেই সময়ে আমার আস্তানা ছিল এক বিরাট বস্তিতে। হাজার লোক সেখানে থাকতেন, শুধু একটা শৌচাগার ছিল। শোষিত নিপীড়িত মানুষেরাই অগ্রগণ্য বিপ্লবী শক্তি হয়। তাদের সংগঠিত করার জন্য আমাদের তাঁদের নিকটে থাকতে হবে। তখন অন্যরা আমার কথা মানতে পারেননি। একজন বললেন আমি ঢাকা বিশ্ববিদালয়ের ছাত্র সংসদের সভাপতি, সারা দেশে সকলেই আমাকে জানে। আমি কেন বস্তিবাসীদের মধ্যে জীবন কাটাতে যাব। বুঝিয়ে বললাম, যদিও আপনি একজন প্রখ্যাত ছাত্রনেতা, কিন্তু আপনি বিপ্লবী ও আপনি একটা বিপ্লবী পার্টির জন্য কাজ করছেন। সুতরাং আপনার সেখানে যাওয়া উচিত। এভাবে অনেক মানুষ সেই সময়ে কমরেড শিবদাস ঘোষের যুক্তি এবং মিলিট্যান্ট বক্তব্যের আকর্ষণে এগিয়ে এসেছিল, কারণ তাঁর চিন্তার এক আলাদা রকমের আকর্ষণ আছে। কিন্তু জীবনে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রেই যত সমস্যা দেখা

দেয়। এই সমস্যা সব পার্টিরই আছে, আপনাদের পার্টির মধ্যেও আছে। এই চরিত্র গঠন করার মানে, একজন বিপ্লবী যে মুমূর্ষু সমাজে বাস করছে, তার বিরুদ্ধে তাকে রিভোল্ট করতে হবে। প্রতিটি সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে সর্বদা সে একজন বিপ্লবী। সব ধরনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিপ্লবী আদর্শই তার কাছে মুখ্য। এই আদর্শ সর্বদা বাংলাদেশে প্রচার করি।

আমি আপনাদের বলি, এক সময়ে বাংলাদেশে আমি গভীর সঙ্কটে পড়েছিলাম। সেই সময়ে আমার জীবন সংশয়ের মধ্যে পড়েছিল। কর্নেল তাহেরের মামলায় আমার নামও যুক্ত হয়ে যায়। তাহেরকে জিয়াউর রহমান ফাঁসি দেন। জিয়াউর রহমান ছিলেন মিলিটারির সর্বাধিনায়ক, আবার বিএনপি-রও নেতা। অনেককে কারাগারে বন্দি করেন। অনেকে আমাকে সর্তক করে বলেন, হায়দার ভাই আপনি অবশ্যই ভারতে চলে যান, এখানে থাকা বিপজ্জনক। আমি তখন বিপদগ্রস্ত। ইতিমধ্যে কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রয়াত হন, আমি জানতাম না। কমরেড নীহার মুখার্জী দু'জন কমরেডকে পাঠান আমাকে জানাবার জন্য। তাঁরা আমার সন্ধান পাননি। আমি নিরাপত্তার জন্য সারা বাংলাদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। খুব ঝুঁকি নিয়ে কোনও রকমে আমি উত্তরবঙ্গে ঢুকলাম। কমরেড শিবদাস ঘোষ তার এক মাস আগে আমাদের ছেড়ে গেছেন। আমি এই সংবাদে প্রচণ্ড ভেঙে পড়লাম। কমরেড নীহার মুখার্জী আমাকে সাহচর্য ও সান্ত্বনা দিলেন। আমি ১৯৭৬-এর সেপ্টেম্বরে এসেছিলাম। ১৯৭৭-এ বাংলাদেশে আমার যোগাযোগের লোকজন আমাকে বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার জন্য বলতে লাগলেন। আমি কমরেড নীহার মুখার্জীকে বললাম আমার এখন বাংলাদেশে ফিরে যাওয়া উচিত। তিনি বললেন, সিদ্ধান্ত আপনি করুন। আমি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। তখন থেকে আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাচ্ছি।

ওদেশে যাঁরা বিপ্লবী তত্ত্ব জীবনে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে পিছিয়ে গেলেন, আমি তাঁদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল গঠন করি। যখন আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক শিবির ভেঙে পড়েছে, কেন সংশোধনবাদ জন্ম নিল, কী ভাবে তা প্রতিবিপ্লবের জমি তৈরি করে দিল, কী ভাবে সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে, সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় সত্ত্বেও কেন সমাজতন্ত্রই একমাত্র মুক্তির পথ এগুলি আমি তুলে ধরি। কমরেড শিবদাস ঘোষের এইসব শিক্ষা, মার্কসবাদ সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ, কমিউনিস্ট নীতি-নৈতিকতা সম্পর্কে তাঁর আলোচনা, বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের এই সংকটময় পরিস্থিতিতেও বাংলাদেশের বহু ছাত্র-যুবককে আকর্ষণ করে। বহু সংখ্যায় যুবক-যুবতী আমাদের সাথে যুক্ত হয়।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙে তিন ভাগ হয়ে যায়। অনেকেই বলতে থাকে কমিউনিজমের আর কোনও ভবিষ্যৎ নেই। সারা দুনিয়ার কমিউনিস্টরা যখন মুহ্যমান, তখন বাংলাদেশে আমাদের পার্টিকেই খুব শক্তিশালী মনে হচ্ছিল, খুবই সংগঠিত এবং প্রকৃত কমিউনিস্ট শক্তি হিসাবে প্রতিভাত হচ্ছিল। অনেক পুরনো কমিউনিস্ট পার্টির নেতা, যাঁরা সৎ, তাঁরা চিন্তা করেন কেমন করে আমরা ছেলেমেয়েদের জোটাচ্ছি। তাঁরা মনে করেন যখন নতুনদের আকর্ষণ করার মতো তাঁদের কোনও যুক্তি-নীতি কাজ করছে না, তখন আমরা কেমন করে সফল হচ্ছি। একজন প্রবীণ নেতা মনজুল হাসান খান একদিন আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করেন, হায়দার ভাই, আপনি কেমন করে এবং কী শিক্ষা দেন যে এই সমস্ত ছাত্র-যুবকরা আপনাদের সাথে আসছে? আমি তাঁকে বলি, এটা কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শ ছাড়া অন্য কিছু নয়। কেমন করে তিনি সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, কেমন করে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, আজকের দিনে কী ভাবে একটি কমিউনিস্ট দল গড়ে তুলতে হবে, উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্র কী হবে— এ সব কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা তাঁকে বলি। এভাবে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের সামনে তিনি যে এক নতুন দিশা তুলে ধরেছেন, এ সবই যে আমাদের শক্তির উৎস, তাঁকে জানাই। তিনি দুঃখ করে বলেন, আমরাও কখনও কখনও কিছু যুবশক্তিকে জড়ো করি, কিন্তু কিছুদিন পরে তারা আর আমাদের সাথে থাকে না।

কিন্তু এই পার্টিতেও সেই পুরনো সমস্যাই থেকে গেল। এখানেও জীবনের সর্বদিক পরিব্যাপ্ত করে সংগ্রামের প্র্যাক্টিস অনেকেই করতে পারেননি। প্রাথমিকে তাঁরা কিছু দিন সংগ্রাম শুরু করেন, তারপরে তাঁরা প্র্যাক্টিসের রাস্তা পরিত্যাগ করেন। শেষপর্যন্ত একদল কমরেড শিবদাস ঘোষকে অথরিটি হিসাবে মানতে অস্বীকার করেন। পার্টি আবার ভাগ হয়। আমরা বাসদ (মার্কসবাদী) পার্টি গড়ে তুলি। আমাদের নতুন পার্টি বাসদ (মার্কসবাদী) গঠনেও এই সমস্যা আছে। তবে আমরা সংগ্রাম চালাচ্ছি। আশা করছি, একদল দাঁড়িয়ে যাবে।

আমি অন্তত ১২ বার ইউরোপে গেছি এবং সেখানে অনেক দলের অনেক নেতার সাথে দেখাসাক্ষাৎ করেছি। আমি দেখেছি তাঁরা সকলেই হতাশ। তাঁদের কেউ কেউ ম্যান অফ ইন্টিগ্রিটি, তাঁরা কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তাঁরা কোনও রাস্তা খুঁজে পাচ্ছেন না। আমি তাঁদের কাছে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার অনেক কিছু ব্যাখ্যা করেছি। একজন 'হোয়াই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) ইজ দি অনলি কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া' অনুবাদ করতে শুরু করেন। এটা

একটা নতুন জিনিস। যৌথজীবন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাঁদের অকৃতকার্যতার কারণ এখানেই। ইউরোপ নিয়ে গর্ববোধ এবং প্রাচ্যের দেশগুলির প্রতি তাঁদের অবজ্ঞা, তাঁদের মধ্যে একটা বাধা হিসাবে কাজ করে আমাদের উন্নত চিন্তা, উন্নত সংস্কৃতিকে গ্রহণের ক্ষেত্রে। তাঁরা খুব ব্যক্তিকেন্দ্রিক। আমি একবার বার্লিন থেকে রোম যাচ্ছিলাম, তা অনেকটা পথ। ইউরোপের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত। ট্রেনে একটি লোক উঠে আমাকে দেখল। তারপর সে একটা পেপার বা বই বের করে বসে পড়ল। তাতেই সে নিমগ্ন। সে কথা বলবে না। ট্রেনে কোনও কথাই নেই। লম্বা ভ্রমণ, কিন্তু ট্রেনে যাত্রীদের মধ্যে কোনও কথা নেই। আমি এ ব্যাপারে জার্মানির এক কমরেড মিচেল ওপারস্কালস্কিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। প্রশ্ন শুনে হেসে বললেন, তুমি জান না কেন এরকম, কারণ, এরা চূড়ান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক, এরা জানেই না পরস্পরের সঙ্গে কী ভাবে কথা বলতে হয়। এটা ভাষার সমস্যা নয়, এটা তাদের সংস্কৃতির প্রশ্ন। যদি কাউকে জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি কেমন আছেন? সে রেগে গিয়ে উত্তর দেয়— আমি খুব ভাল আছি, তুমি কেন জিজ্ঞেস করছ? যদি জিজ্ঞেস করেন তোমার বাবার নাম কি? সে বলবে তুমি আমার বাবার কথা জিজ্ঞেস করছ কেন? তুমি তো আমার সাথে কথা বলছ, তুমি আমার বাবার সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে পার না। এ ধরনের ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা সেখানে, প্রতিটি মানুষই পৃথক। নেদারল্যান্ডের কমরেড ভ্যান্ডারক্লিফ্‌ট একজন সহৃদয় মানুষ। তিনি ১৮ নং মোস্টারহার্টে বাস করেন। তাঁর একটি মাত্র কন্যা। সে তাঁর কাছাকাছি অন্য একটা বাড়িতে থাকে। এতেই তাঁর পার্টির কমরেডরা তাঁকে প্রশ্ন করে তোমার মেয়ে তোমার নিকটে আছে কেন, এখানে কেন সে? এর মানে হল, প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরে বাবা-মার কাছে থাকতে পারে না। তাদের আলাদা পরিবারে থাকা আবশ্যক। এই রকমের ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধারা চলছে ইউরোপে। মানুষ চূড়ান্ত ব্যক্তিবাদী। কেউ ধরুন রাস্তায় কাঁদছে, আমি তাকে সান্ত্বনা দিতে গেলাম, আমার সাথে থাকা কমরেডরা আমাকে নিষেধ করলেন, না, না, সে রেগে যাবে। সে আপনাকে বলবে আমাকে একা থাকতে দিন। এটা আমার বিষয়। আপনি আমাকে সান্ত্বনা দেবেন না। এ এক সমস্যা। কমরেড আমার সামান্য ইংরেজি বিদ্যায় আমি চেষ্টা করছি আপনাদের কাছে আমার কথা বলতে।

বাংলাদেশে আমাদের পার্টি আবার ২০১৩ সালে বিভক্ত হয়। আমাদের নতুন পার্টি বাসদ (মার্কসবাদী) অনেক অসুবিধার মধ্যে গড়ে উঠেছে। আসলে পুরনো পার্টির পুরনো অভ্যাস আমাদের সামনে বাধা। পুরনো অনেক কিছুই তারা এখনও বহন করছে। তবে একটা জিনিস তারা বুঝতে পারছে, আগের পার্টির অপর অংশ

কোনও একটা পার্টিই নয়। তত্ত্বগতভাবে তারা তা বুঝছে। কিন্তু অভ্যাস, কালচার, স্নেহ-ভালবাসা যা যে কোনও মানুষের সামগ্রিক জীবনের অংশ, তার মধ্যে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার বীজ আছে।

আমরা আপনাদের পার্টির থেকে অনেক সাহায্য পাচ্ছি। আপনারা একটা মহান পার্টি। এই পার্টি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে সব থেকে অগ্রণী, কারণ এই পার্টি কমরেড শিবদাস ঘোষের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এই পার্টির অফুরন্ত শক্তি আছে। আছে অসীম সম্ভাবনা। সারা ভারত জুড়ে পার্টি বিকশিত হচ্ছে। জনসাধারণের দৈনন্দিন প্রতিটি লড়াইয়ে তারা অংশগ্রহণ করছে, নেতৃত্ব দিচ্ছে। তারা বড় বড় চাষি আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত করছে। এটা একটা অদ্বিতীয় পার্টি। কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শে দীক্ষিত বলেই এই পার্টি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে পারবে। এটাই গুরুত্বপূর্ণ কথা। বর্তমান নেতৃত্ব সেই শক্তিতে বলীয়ান। ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি হিসাবে আপনাদের দল ও আমাদের দল মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা ও আন্তর্জাতিকতার ভিত্তিতে পারস্পরিক পরামর্শ ও সহযোগিতা গ্রহণ করে। কিন্তু কেউ অপরের উপর মত চাপিয়ে দিই না। আমাদের সম্পর্ক দ্বান্দ্বিক। আমাদের কমরেডদের কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শ ও চিন্তায় গড়ে ওঠা উচিত। তাঁদের জীবন অভ্যাস সংস্কৃতি এবং সমস্ত রকমের মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা অর্জন করা দরকার। কমরেড প্রভাস ঘোষ এ ক্ষেত্রেও সাহায্য করেন। তাঁর সম্বন্ধেআমি কিছু বলতে চাই। আমি অনেকদিন থেকে লক্ষ করছি এখানকার পার্টির এখন এক চমৎকার অবস্থা। কমরেড নীহার মুখার্জীর মৃত্যুর পর বহু কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছে। এতদিন পরে কমরেড প্রভাস ঘোষ সমগ্র পার্টির প্রকৃত নেতায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। জনপ্রিয়তার ভিত্তিতে তিনি নেতায় পরিণত হয়েছেন তা নয়। জীবনের সর্বদিককে ব্যাপ্ত করে সংগ্রামের যে ধারণা কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন তাকেও নানা দিক থেকে তিনি বিকশিত করেছেন, নতুন নতুন সমস্যার সামনে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা প্রয়োগ করে তিনি দলকে সমৃদ্ধ করছেন। এ সব কিছুর মধ্য দিয়ে আমি মনে করি তিনি যৌথ নেতৃত্বের আজ বিশেষীকৃত রূপ যার মধ্য দিয়ে সমগ্র পার্টি আজ সংঘবদ্ধ। কমরেড প্রভাস ঘোষ একা যৌথ নেতৃত্ব হিসাবে বিকশিত হননি। তাঁর বিকাশও হয়েছে অন্যান্য কমরেডদের সাথে দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক পরিচালনার মধ্যে দিয়ে এবং এই পথেই কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা তাঁর মধ্যে বিশেষীকৃত হয়েছে। আমি জানি আমার থেকে বেশি আপনারা এটা গ্রহণ করেছেন। ইতিমধ্যে তাঁর কিছু বক্তব্য

প্রকাশিত হয়েছে। আমরা এখান থেকেও কিছু শিক্ষা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছি। কমরেড নীহার মুখার্জীর পরবর্তীতে এখন তিনি দক্ষ এবং প্রাজ্ঞ নেতা, এই আমার ধারণা। এজন্য তাঁর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে। ছোটবেলা থেকে আমরা বন্ধু, আবার আমি তাঁকে নেতা হিসাবে মানি। এই পার্টির ভবিষ্যৎ আছে। মহান মার্কসবাদী কমরেড শিবদাস ঘোষ এই পার্টি গড়ে তুলেছেন। আমি আমার বক্তব্য কিন্তু গুছিয়ে একের পর এক রাখতে পারলাম না। এটা আমার লিমিটেশন। আমি ক্লাস এইট পাশ করতে পারিনি। তার পরে আমি পড়াশুনা চালাতে পারিনি। সেই জন্য আমার অনেক সীমাবদ্ধতা আছে।

কমরেড আমি আপনাদের বলি আপনাদের হাতে আছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা, এক শক্তিশালী হাতিয়ার আর আছে একদল শক্তিশালী নেতা। এখানেই আমি শেষ করছি। তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসকে আমার অভিনন্দন। আমাদের পার্টি বাসদ (মার্কসবাদী) আমাকে এই বার্তা পৌঁছে দিতে বলেছে যে, আমরা সেখানে একটি বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। আমরা নানা দিকে বিকাশের স্তরে আছি। সংগ্রামের পথে যদিও নানা জটিল এবং বিভিন্ন প্রতিকূলতাও থাকে, তবু আমরা এই বিশ্বাস রাখি যে, বাংলাদেশে আমরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় একটি শক্তিশালী বিপ্লবী দল গড়ে তুলব। আমার বয়স এখন ৮৫ বছর, আরও পাঁচ-ছয় বছর বাঁচব। (হেসে বলেন) কমরেড প্রভাস ঘোষ অবশ্য তা বিশ্বাস করে না। সে বলে যে, আমি দুই-তিন বছর পরে মারা যাব। আমি বলেছি, না, পাঁচ বছর বা আরও বেশি বাঁচব, কারণ আমি রোজ কিছু কিছু ব্যায়াম করি। আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। আপনারা আমাকে অনেক সময় দিয়েছেন।